আপার চিৎপুরে

বিশ্বনাথ।

(ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস।)

(বৰ্দ্ধমান, গৌরডাঙ্গা নিবাসী)

শ্রীক্ষেত্রমোহন ঘোষ প্রণীত।

শ্রীকৃষ্ণ লাইব্রেরী।

এস, কে, শীল এণ্ড এচ্, কে, শীল দ্বারা প্রকাশিত।

১১১ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

বাণীপ্রেস ;

৬৩ নং নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দে দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩১২ সাল।



বিশ্বনাথ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অসময়ের অতিথি।

আমাদের এই বর্ত্তমান আখ্যায়িকার মূল ভিত্তি কোন একটী সত্য ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত। যাঁহাদের সহিত এই ঘটনার সংশ্রব,—তাঁহাদের মধ্যে অনেকে এখনও বর্ত্তমান। ইহার মধ্যে অনেকের অনেক গ্লানিকর কথা আছে। সত্য ঘটনা লিপিবদ্ধ করিতে গিয়া, পাছে মানহানির মোকদ্দমায় জড়ীভূত হইতে হয়, এই আশঙ্কায় আমরা নায়ক-নায়িকা বা ঘটনাস্থলের প্রকৃত নাম নির্দ্দেশ না করিয়া, কাল্পনিক নামেরই ব্যবহার করিব।

আনন্দপুর বিন্ধ্যাচলের নিকটবর্ত্তী কোন একটী পার্ব্বত্য প্রদেশের ক্ষুদ্র পল্লী। এখানে একটী সামান্য গোছের পান্থ-নিবাস আছে। সচরাচর লোকে ইহাকে আনন্দপুরের চটী বলিয়া থাকে। শিবরাম তেওয়ারি উহার কর্ত্তা। শিবরামের বয়ঃক্রম প্রায় পঁয়তাল্লিস বৎসর। দেখিতে মোটা-সোটা, গৌরবর্ণ। চক্ষু দুটী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র। মাথার মধ্যস্থলে মাঝারি গোছের একটী টাক এবং গোঁফ জোড়াটা বেশ জমকাল রকমের। প্রসঙ্গক্রমে আমরা তাহার স্বভাব-চরিত্রের অনেক পরিচয় পাইব।

শিবরামের চটীটী দ্বিতল। উপর-নীচে অনেকগুলি ছোট বড় ঘর। তাহার সংসারে আর কেহ নাই। উহারই একটী ঘরে সে বাস করিত। অপর ঘরগুলি রাহীলোকের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। নীচে একটী ঘরে সামান্য গোছের দোকান, দোকানটী দুই ভাগে বিভক্ত,—তাহার একাংশে চাল, দাল, ঘি, ময়দা প্রভৃতি দ্রব্য এবং অপরাংশে বোতলবাহিনী দেশী ধান্যেশ্বরী অবস্থিত। তাহার পান্থশালায় ঝরিয়া নাম্নী অনতীতযৌবনা একটী দাসী থাকিত। ঝরিয়া তাহার সংসারের কাজকর্ম্ম দেখিত, পথিক আসিলে তাহাদের পরিচর্য্যা করিত এবং সময়ে সময়ে শিবরাম কোথাও যাইলে, দোকানে বসিয়া হাসিয়া হাসিয়া খরিদ্দার বিদায় করিত। ওজনে যেটুকু কম দিত, বক্র কটাক্ষে, মিষ্ট কথায়, বা মধুর হাসিতে সেটুকু পোষাইয়া দিত। শিবরামের সংসারে তাহাকে আর কিছু করিতে হইত কি না, তাহার কোন সঠিক সংবাদ আমরা দিতে অক্ষম, তবে পাঁচজনে কাণাঘুষায় অনেক কথা বলিত।

যে দিন আমাদের এই আখ্যায়িকার আরম্ভ, সেই দিন

রাত্রি অধিক হওয়াতে, শিবরাম দোকানপাট বন্ধ করিয়া, তাহার শয়নকক্ষে প্রবেশপূর্ব্বক আলোকটী নিবাইতে যাইতেছে, এমন সময়ে বাহিরে লোকের কথাবার্ত্তা এবং গাড়ির শব্দ শুনিয়া, সহসা থামিয়া গেল। রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত। তত রাত্রে প্রায় কোন দিনই কোন পথিক তাহার পান্থাবাসে আসিয়া আশ্রয় লয় না। একে পার্ব্বত্য জনবিরল প্রদেশ, তাহাতে সেই সময়ে ঐ অঞ্চলে দস্যুভীতি প্রবল হওয়াতে, এত রাত্রে বাহিরে লোকের কথাবার্ত্তার শব্দ শুনিয়া, তাহার মনে কেমন একটা সন্দেহের সঞ্চার হইল। শিবরাম আলোকটী না নিভাইয়া, গবাক্ষের নিকট কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় হইয়া দাঁড়াইল।

গাড়িখানি পান্থশালার দ্বারে আসিয়া থামিল। শিবরাম শক্তিশালী সাহসী পুরুষ হইলেও, কি জানি, কি যেন একটা অনিশ্চিত আশঙ্কায় তাহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। আকাশে পূর্ব্ব হইতেই মেঘ করিয়াছিল, বাতাসও জোরে বহিতেছিল। এক্ষণে সেই আকাশব্যাপী মেঘে বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল। চপলার সে ক্ষণিক দীপ্তিতে মুহূর্ত্তের জন্য তাহার হস্তস্থিত আলোকরশ্মি মলিন এবং নিষ্প্রভ হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে কড় কড় রবে গৃহ-দ্বার কম্পিত করিয়া, দুর্য্যোগময়ী তমিস্রা রজনীর বিভীষিকা ভয়ার্ত্ত হৃদয়ে আরও গাঢ়তর আঁকিয়া, মেঘগর্জ্জন হইল।

গাড়িতে যাহারা ছিল, ইতিমধ্যে গাড়ি হইতে নামিয়া, পান্থশালার দ্বারে আঘাত করিতে লাগিল। শিবরাম একহস্তে আলোক এবং অপর হস্তে অস্ত্র গ্রহণ করিয়া নামিয়া আসিল।

দ্বারে করাঘাতের শব্দ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত। শিবরাম জিজ্ঞাসা করিল, "এত রাত্রে কে তোমরা?"

বাহির হইতে চাপা চাপা ভারি গলায় উত্তর হইল, "শীঘ্র দ্বার খোল, আমরা পথিক।"

সম্প্রতি আনন্দপুরে এবং সন্নিহিত আরও কয়েকটা পল্লীতে উপর্য্যুপরি অনেকগুলি ডাকাতি এবং খুন হইয়া গিয়াছে। সেই জন্য সহসা দ্বারমোচন করিতে শিবরামের সাহস হইল না। সে নীরবে ইতিকর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণ করিতে লাগিল। দ্বার খুলিতে বিলম্ব দেখিয়া, অপর একব্যক্তি কহিল, "শিবরাম বাবু! দরজা খুলুন, আমি একটী ভদ্রলোক এবং একটি স্ত্রীলোককে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছি। ইহাঁরা বিদেশী লোক, বাহিরে ঝড়-বৃষ্টিতে বড়ই কষ্ট পাইবেন।"

এই সময়ে আর একবার চপলা চমকিয়া গেল, আর একবার বিকট মেঘগর্জ্জনে ধরাবক্ষে জলস্থল কাঁপিয়া উঠিল।

শিবরাম জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুমি? তোমায় ত আমি চিনি না!"

বাহির হইতে উত্তর হইল, "আজ্ঞা, আমি বিনোদপুরের একজন গাড়োয়ান। আমার নাম রামচরণ।"

এই সময়ে শকটারোহী ভদ্রলোকটী কিছু অধীরভাবে পুনরায় দ্বারে করাঘাত করিয়া কহিলেন, "শীঘ্র দরজা খোল!"

শিবরাম। খবরদার, অমন করিয়া দরজা ঠেলিও না। এখনই ভাঙ্গিয়া যাইবে।

ভদ্রলোক। শীঘ্র দরজা খোল, নচেৎ আমরা বাস্তবিকই উহা ভাঙ্গিয়া ঢুকিব!

শিব। তাহা হইলে আমিও লাঠির আঘাতে প্রথম প্রবেশকারীর মাথাটা দু-ফাঁক করিয়া দিব।

ভদ্র। এখনও বলিতেছি দরজা খোল। ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি আসিতেছে।

শিব। তোমরা কে, পরিচয় না পাইলে, আমি দরজা খুলিব না।

ভদ্র। আমরা পথিক।

শিব। এত রাত্রে পথিক আসে না। সত্য করিয়া বল তোমাদের উদ্দেশ্য কি?

ভদ্র। উদ্দেশ্য আর কি, রাত্রিবাস করিব। কেন, তোমার এটা কি চটী নয়? তোমার এখানে কি রাহীলোক আসিয়া রাত্রিবাস করে না?

শিব। চটীও বটে, রাহীলোকও রাত্রিবাস করে সত্য কিন্তু এমন অসময়ে ঝড়বৃষ্টি মাথায় করিয়া, কোন ভদ্রলোক দরজা ভাঙ্গিতে আসে না!

ভদ্র। ভয় নাই, আমি বিদেশী, সঙ্গে স্ত্রীলোক আছে, বাহিরে এ দুর্য্যোগে কষ্টের পরিসীমা থাকিবে না।

শিবরাম আর বাক্যব্যয় না করিয়া দ্বার মোচন করিয়া দিল। দ্বার মুক্ত হইবামাত্র, বাহির হইতে একটা বাতাসের ঝাপটা আসিয়া শিবরামের হাতের আলোটী নিভাইয়া দিয়া গেল। বাহিরের লোক কয়জন তাড়াতাড়ি বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া, পশ্চাতের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। তাহারা কে, বা কয়জন কিংবা তাহাদের আকৃতিই বা কিরূপ, শিবরাম কিছুই দেখিতে পাইল না। যাহা হউক, সত্বর আলোক জ্বালিয়া আনিয়া দেখিল, পথিকেরা সংখ্যায় তিন জন মাত্র। অগ্রবর্ত্তী ব্যক্তির বয়ঃক্রম অনুমান ত্রিশ কি পঁয়ত্রিশ, ফিট গৌরবর্ণ,

দেখিতে সুশ্রী, বেশভূষা বহুমূল্যের। তাঁহাকে মারহাট্টা বলিয়া বোধ হইল। দাড়িতে কেশের লেশমাত্র নাই, গোঁপ জোড়াটায় যেন কি একটা বিশেষত্ব আছে বলিয়া, শিবরামের বোধ হইতে লাগিল। তাঁহার পশ্চাতে এক ষোড়শী যুবতী। যুবতী যে, সালঙ্কারা এবং সুন্দরী, শিবরাম তাহা একদৃষ্টেই বুঝিয়া লইল। যুবতীর মুখে নিবিড়াবগুণ্ঠন। সে অবগুণ্ঠন-জলদে সুন্দরীর মুখচন্দ্রমা আবৃত ছিল। বায়ুহিল্লোলেই হউক অথবা নারীসুলভ-কৌতূহল বা চপলতাপ্রযুক্তই হউক, মুহূর্ত্তের জন্য অবগুণ্ঠনাপসারিত হওয়াতে যুবতীর সুন্দর মুখখানি বাহির হইয়া পড়িল। মুহূর্ত্তের জন্য শিবরাম স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। সে এ বয়সে অনেক সুন্দরী স্ত্রীলোক দেখিয়াছে কিন্তু এমন অপার্থিব রূপের সমাবেশ, এমন কজ্জলকৃষ্ণতার কর্ণায়ত চক্ষু, এমন বিনোদ বঙ্কিম ভ্রুর বাহার, এমন দ্বিতীয়ার শশাঙ্কবৎ ক্ষুদ্র চারু ললাট, এমন আকুঞ্চিত সুকৃষ্ণ কেশের সুষমা, আর কখন একত্রে দেখিয়াছে বলিয়া তাহার বোধ হইল না। সে মুহূর্ত্তের জন্য স্তম্ভিত হইয়া, আত্মবিস্মৃতের ন্যায় দণ্ডায়মান হইল। তাহার বোধ হইতে লাগিল, রমণীর সুন্দর মুখখানিতে কি যেন একটা বিষাদের ছায়া, কর্ণায়ত চক্ষে কি যেন একটা চাঞ্চল্যের ভাব ভাসিয়া বেড়াইতেছে। সেটা পথশ্রান্তির কষ্ট, কি কোন আশঙ্কা উদ্বেগের চিহ্ন, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিল না। সুন্দরীর পশ্চাতে, কিয়দ্দূরে দণ্ডায়মান বিনোদপুরের সেই শকটচালক রামচরণ।

রূপের মোহ বড় মোহ! সৌন্দর্য্যের বুঝি পাষাণ গলাইবার একটা শক্তি আছে! সুন্দরীকে দেখিয়া তাই শিবরামের পাষাণ হৃদয় গলিয়া গেল, সে নম্রকোমলস্বরে কহিল, "মহাশয়!

মাপ করিবেন। আজকাল দিনকাল বড় খারাপ পড়িয়াছে। আমাদের যেরূপ নির্জ্জন পল্লিতে বাস, তাহাতে সর্ব্বদা সতর্ক না থাকিলে, পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা। দরজা খুলিতে বিলম্ব হওয়াতে আপনাদের বড় কষ্ট হইয়াছে, ক্ষমা করিবেন।”

ভদ্রলোকটী উত্তর করিলেন, “না, যেরূপ ক্ষেত্র, তাহাতে তোমাকে দোষ দিতে পারি না।”

অবশ্য এ সব কথাবার্ত্তা হিন্দিতে হইতে লাগিল। আমরা কিন্তু আমাদের বাঙ্গালী পাঠক-পাঠিকার সুবিধার্থ, সহজ বাঙ্গলাতেই প্রকাশ করিব।

শিবরাম পুনরায় বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, “বাহিরে গাড়ীতে কি কোন জিনিষপত্র আছে ?”

ভদ্রলোকটী কহিলেন, “আছে কিন্তু এ দুর্য্যোগে আমি কাহাকেও বাহির হইতে বলিতে সাহস করি না। ঝড়বৃষ্টি থামিলে পরে, আনিলেই চলিবে।”

শিবরাম তাঁহাদিগকে বসিতে দিয়া, তাঁহাদের আহারাদির কি ব্যবস্থা হইবে জিজ্ঞাসা করিল। ভদ্রলোকটী কহিলেন, “আমরা কিছু খাইব না। বড়ই ক্লান্ত হইয়াছি। শীঘ্র আমাদিগকে একখানা ঘর দেখাইয়া দাও।”

এই সময়ে শিবরামের চক্ষু আর একবার সুন্দরীর দিকে সঞ্চালিত হইল। যুবতী এখন অবগুণ্ঠন অনেকটা অপসারিত করিয়াছেন। ঘরের কথা শুনিবামাত্র তাঁহার চঞ্চল চক্ষু আরও চঞ্চল, বিষন্নবদন আরও মলিন হইয়া উঠিল। শিবরামের সে দৃশ্যটা ভাল লাগিল না, সে ঝরিয়াকে ডাকিল।

ঝরিয়া শুইয়াছিল। চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে উঠিয়া

আসিল। শিবরাম তাহাকে উপরকার একটী ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া, তাহাতে শয্যা রচনা করিয়া দিতে বলিল।

ঝরিয়া প্রভুর আজ্ঞা পালন করিতে প্রস্থান করিল। কিয়ৎক্ষণের জন্য সকলেই নীরব। রমণী বা পুরুষের মধ্যেও কোন কথাবার্ত্তা হইল না। বাহিরে ঝড়ের বেগ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত, ইরম্মদের ভীমনাদ ক্রমশঃ কঠোর ভয়ঙ্কর হইতে লাগিল। শিবরাম কক্ষের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিবার অভিপ্রায়ে কহিল, "এমন দুর্য্যোগ অনেক দিন হয় নাই। আপনারা আমার আশ্রয়ে আসিয়া উপস্থিত হইতে না পারিলে, রাস্তার মধ্যে স্ত্রীলোকটীকে লইয়া, বড়ই বিপদগ্রস্ত হইতেন।

শিবরামের দৃষ্টি আবার রমণীর মুখের উপর নিবদ্ধ হইল। তাঁহার মুখকমল পূর্ব্ববৎ বিষাদমলিন, চক্ষু আতঙ্কচঞ্চল। তাঁহার সহচারী কেবলমাত্র বলিলেন, "তাহাতে আর সন্দেহ কি!"

শিবরাম দেখিল, লোকটী বেশী কথাবার্ত্তা কহিতে নারাজ। কাজেই সে রামচরণকে ইঙ্গিত করিয়া, স্থানান্তরে সরিয়া গেল এবং আগন্তুকদের বিষয়ে নানারূপ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল।

রামচরণ কহিল, "আমি উহাদিগকে কথনও দেখি নাই কিংবা কোথায় বাড়ীঘর তাহাও জানি না। ভদ্রলোকটী ব্যস্ত সমস্ত হইয়া আমাদের আড্ডায় আসিয়া, আনন্দপুরে তোমার চটীতে আসিবার জন্য গাড়ী ভাড়া করিল।"

শিব। আমায় চেনে? আমার নাম জানে?

রাম। হাঁ জানে, উহাদের ভাবগতিক দেখিয়া আমার যেন কেমন একটা সন্দেহ হয়। ভদ্রলোক হইলে কি হইবে, লোকটার চেহারা যেন কেমনতর, চোখের চাহনিতে যেন কি

একটা আছে। আমি লোকটাকে পছন্দ করি না এবং আমার বিশ্বাস স্ত্রীলোকটীও উহাকে ঘৃণা করে। রমণী যে স্বেচ্ছায় লোকটীর সঙ্গে আসিতেছে না, তাহা বেশ বোঝা যায়।

শিব। কিসে তুমি এ রকম বুঝিলে?

রাম। উহাদের দুই চারিটা কথা আমি শুনিয়াছি, সে-গুলো কিন্তু আমার ভাল বলিয়া বোধ হয় নাই। বিশেষতঃ স্ত্রীলোকটী সমস্ত পথ প্রায় কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়াছে।

শিব। সত্য নাকি? শীঘ্রই আমি সমস্ত টের পাইব।

এই সময়ে ঝরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, "ঘর প্রস্তুত। আপনারা শুইবেন চলুন।"

তাহার বিশ্বাস, এই পুরুষ এবং রমণীর মধ্যে স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ, তাই সে কেবল একটীমাত্র শয্যা রচনা করিয়া, তাঁহাদিগকে বিশ্রামার্থ আহ্বান করিতে আসিল।

ঝরিয়ার মুখে পূর্ব্বোক্ত আহ্বান শুনিয়া, ষোড়শী সুন্দরী সহসা দাঁড়াইয়া উঠিল এবং চাঞ্চল্য সহকারে ঝরিয়াকে লক্ষ্য করিয়া, কিন্তু শিবরামকে শুনাইয়া কহিল, "আমার নিজের একটা ঘর চাই।"

ভদ্রলোকটী সঙ্গিনীর এবম্বিধ আচরণ লক্ষ্য করিয়া, মৃদুস্বরে কহিলেন, "কেন বৃথা আশঙ্কা করিতেছ? কেন বৃথা সন্দেহকে মনে স্থান দিতেছ? ভয় কি তোমার!"

সুন্দরী ঈষদুন্নমিতনেত্রে তাঁহার দিকে একবার মাত্র চাহিয়া দেখিলেন। সে দৃষ্টিতে কেবল ঘৃণার বিষবহ্নি জ্বলিতেছিল। তাহার পর পুনরায় পরিচারিকাকে কহিল, "তুমি আমার নিকট কি রাত্রির এই কয়েক ঘণ্টা থাকিতে পারিবে না?"

ঝরিয়া শিবরামের দিকে চাহিল। শিবরাম কহিল, "খুব পারিবে। সেই ঘরের মধ্যে অপর একটী বিছানায় ঝরিয়া শুইয়া থাকিবে। যা'ন, আপনি ঝরিয়ার সহিত উপরে যান। আমি বাবুকে পৃথক কক্ষে বিছানা করিয়া দিতেছি।"

তদনুসারে সুন্দরী ঝরিয়ার সহিত উপরে উঠিয়া গেলেন। পার্শ্বের কক্ষে বাবুর শয্যা প্রস্তুত হইল। রামচরণ নীচেতেই একটা ঘরে পড়িয়া রহিল।

শিবরাম যখন পুনরায় বিশ্রামার্থ শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল, তখন রাত্রি প্রায় দুইটা। সে অবসন্নদেহে শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিল সত্য কিন্তু সহসা তাহার নিদ্রা আসিল না। কি যেন একটা অজানিত আতঙ্ক তাহার হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। কি যে, সে ভাব, কি জন্য যে সে আশঙ্কা, তাহা কোন ভাবী বিপদের পূর্ব্বছায়া কি না, তাহাও সে ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না। তাহার চক্ষে নিদ্রা আসিল না। মুদিতনেত্রে, চিন্তাবসন্নহৃদয়ে শয্যায় পড়িয়া রহিল মাত্র। এইরূপে প্রায় একঘণ্টা কাল অতিবাহিত হইল। সহসা শিবরাম শশব্যস্তভাবে শয্যার উপর উঠিয়া বসিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। অক্ষিগোলক স্পন্দহীন হইয়া আসিল। তাহার মনে হইল, কে যেন চীৎকার করিতেছে, কে যেন সাহায্য প্রার্থনায় আর্ত্তনাদ করিতেছে। শিবরাম স্থিরকর্ণ হইয়া রহিল, অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিল কিন্তু আর কোন শব্দ শুনিতে পাইল না। ভাবিল, ও কিছুই নয়, তাহার তন্দ্রালস চিত্তের বিভ্রম মাত্র। সে পুনরায় শুইয়া পড়িল কিন্তু তাহার মনের চাঞ্চল্য কিছুতেই নিবারিত হইল না। থাকিয়া থাকিয়া মনে পড়িতে লাগিল,

বাস্তবিকই সে একটা মর্ম্মন্তুদ আর্ত্তনাদ—যাতনার একটা বিকট চীৎকার শুনিয়াছে। অবশেষে উঠিয়া বসিল এবং আলোক জ্বালিয়া বরাবর নীচে নামিয়া আসিল। সদর দ্বার পূর্ব্ববৎ রুদ্ধ। কোথাও কিছু অস্বাভাবিক দেখিতে পাইল না, তখন শ্রান্ত ক্লান্ত লোক-জনকে আর তত রাত্রে বিরক্ত না করিয়া, আপনার কক্ষে যাইয়া শুইল এবং অবিলম্বে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ডবল খুন।

পর দিবস প্রাতঃকালে যখন শিবরামের নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন বেলা প্রায় নয়টা। শিবরাম বিছানায় উঠিয়া বসিল। অপরাপর দিবস নিদ্রাভঙ্গের পর বাড়ীতে যেমন একটা গোল-মাল, কর্ম্মব্যস্ত ঝরিয়ার কণ্ঠস্বর শুনিতে পায়,—আজ তাহার কিছুই নাই। সমস্ত বাড়ীখানার মধ্যে কেমন যেন একটা বিষাদমাখা, শঙ্কাবিজড়িত নীরব নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছে। কেবল বাহিরের বৈঠকখানায়, সরাপের দোকানে, দুই চারিজন তাহার আলাপী বন্ধু বসিয়া জটলা করিতেছে। মোটের উপর, শিবরামের সমস্ত বিষয়টা ভাল বোধ হইল না। তাড়াতাড়ি

নীচে নামিয়া আসিল, দালানে তাহার অপর ভৃত্যের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ঝরিয়া কোথায়?"

ভৃত্য উত্তর করিল, "দেখিতে পাইতেছি না। বোধ হয়, এখনও তাহার ঘুম ভাঙ্গে নাই।"

"অসম্ভব!" প্রভু অন্যমনস্কভাবে কহিল, "অসম্ভব! সে কখনই এত বেলা পর্য্যন্ত ঘুমায় না! কি একটা কাণ্ড ঘটিয়াছে। আমার কিছুই ভাল বোধ হইতেছে না।" তাহার পর নীচের বৈঠকখানায় গিয়া, বন্ধুবান্ধবের সহিত সাক্ষাৎ করিল। তাহারা বেলা পর্য্যন্ত নিদ্রা যাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, শিবরাম কহিল, "রাত্রি দু'পরের পর কয়েক জন লোক আসিয়াছিল, তাহাদের বন্দোবস্ত করিয়া দিতে রাত্রি অধিক হইয়াছিল, সেই জন্য উঠিতে বিলম্ব হইয়াছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, তাহারাও কেহ এখনও উঠে নাই—ঝরিয়াও ঘুমাইতেছে, আমার যেন কি রকম বোধ হইতেছে, তোমরা একটু অপেক্ষা কর, আমি আসিতেছি।"

শিবরাম কম্পিতহৃদয়ে উপরে উঠিয়া গেল। যে কক্ষে ঝরিয়া এবং সুন্দরী শুইয়াছিল, তাহার দ্বারে কান পাতিয়া শুনিল কিন্তু কক্ষের মধ্যে কোনরূপ সাড়াশব্দ শুনিতে পাইল না।

শিবরাম দ্বারে মৃদু করাঘাত করিল। তথাপি কোন উত্তর বা শব্দ পাইল না। ঝরিয়া এবং সুন্দরী কি এতই ঘুমাইয়াছে। তাহার মনে বড়ই সন্দেহ জন্মিল। সে কক্ষ ত্যাগ করিয়া, সুন্দরীর সমভিব্যাহারী পুরুষের কক্ষদ্বারে উপনীত হইল। সেখানেও সেই নীরব নিস্তব্ধতা। অনিশ্চিত বিপদাশঙ্কায় শিবরাম থর থর কাঁপিতে লাগিল। সেখান হইতে গাড়োয়ানের কক্ষ-

দ্বারে উপস্থিত হইল। বাহিরে দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিল কিন্তু কোনরূপ সাড়াশব্দ না পাইয়া, দ্বার ঠেলিয়া কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিল। কিন্তু এ কি! ভয়ে শিবরামের বাক্‌শক্তি রোধ হইল—হৃদয়ের তপ্ত শোণিত শীতল হইয়া আসিল।

কক্ষতলে মাদুরের উপর হতভাগ্য গাড়োয়ানের মৃতদেহ পতিত! তাহার সর্ব্বাঙ্গে রক্তমাখা! পরিধেয় বস্ত্র, শয্যাতল রক্ত-সিক্ত! বিক্ষিপ্ত হস্তপদে, বিকৃতমুখে, রক্তাক্ত কক্ষতলে শকট-চালকের জীবনহীন তুষার-শীতল মৃতদেহ নিপতিত! শিবরাম সেখানে দাঁড়াইতে পারিল না,—একেবার বৈঠকখানায় গিয়া হাজির হইল। তাহার বিকৃত বিশুষ্ক মুখ দেখিয়া, তাহার বন্ধুবান্ধবেরা কারণ জিজ্ঞাসা করিল।

শিবরাম কহিল, "সর্ব্বনাশ হইয়াছে! আমার বাড়ীর মধ্যে রাত্রে খুন হইয়া গিয়াছে!"

সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "খুন! বল কি! খুন! কে কাহাকে খুন করিল?"

শিবরাম কহিল, "দেখিবে আইস!"

সকলে কম্পিতহৃদয়ে শিবরাম প্রদর্শিত কক্ষে যাহা দেখিল, তাহাতে তাহাদের বুকের রক্ত জল হইয়া গেল। তাহারা পরস্পর মুখ চাওয়াচাহি করিতে লাগিল। শিবরাম কহিল, "এখনও আছে—এস, আরও দেখিবে।"

তাহারা মন্ত্রচালিতবৎ শিবরামের পশ্চাতে চলিল। পুরুষের কক্ষদ্বারে উপস্থিত হইয়া কহিল, "দেখ, ইহার ভিতর কি আছে।" অগ্রবর্ত্তী ব্যক্তি ভয়ে সরিয়া আসিল। উহাদের মধ্যে সাহসী একব্যক্তি অগ্রসর হইয়া, কক্ষদ্বার ঠেলিবামাত্র খুলিয়া গেল।

সকলে সভয়ে কক্ষমধ্যে দৃষ্টিসঞ্চালন করিল কিন্তু ভয়ের কারণ কিছুই দেখিতে পাইল না। কক্ষ শূন্য। শিবরাম কহিল, "পলাইয়াছে!"

অপরাপর ব্যক্তিরা সমস্বরে জিজ্ঞাসিল, "কে পলাইয়াছে?"

শিবরাম কহিল, "সেই শয়তান! সেই গোঁফওয়ালা লোকটা! তার চোখ দেখিয়াই ভাবিয়াছিলাম, সে বড় সহজ লোক নয়। এস, ও ঘরটা দেখি।"

এই বলিয়া, সুন্দরী ঝরিয়ার সহিত যে কক্ষে শুইয়াছিল, তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া, দ্বারে ধাক্কা মারিবা মাত্র দ্বার খুলিয়া গেল। কিন্তু ও কি! শিবরাম ভয়ে দুই তিন হাত পশ্চাতে হটিয়া আসিল। কক্ষতলে ঝরিয়া পতিত! চক্ষু বিস্ফারিত—দৃষ্টি স্থির—অঙ্গযষ্টি নিশ্চল! জিহ্বা বাহির হইয়া পড়িয়াছে। সকলে বুঝিল, নিদ্রিতাবস্থায় কেহ তাহাকে গলা টিপিয়া, শ্বাসরোধ করিয়া হত্যা করিয়াছে। বিষাদে নিশ্বাস ছাড়িয়া, শিবরাম কহিল, "হায়! তখন যদি আমি আসিতাম! হতভাগিনীর আর্ত্তনাদ এখনও আমার কর্ণবিবরে ধ্বনিত হইতেছে!"

সকলে মুখ চাওয়াচাহি করিল। কেহ কেহ শিবরামের প্রতি সন্দিগ্ধদৃষ্টি বিক্ষেপ করিতে লাগিল। শিবরাম পুনরায় কহিল, "তাহা হইলে, আরও একজন আছে। সে সুন্দরীকেও হত্যা করিয়াছে। কিন্তু তাহার মৃতদেহ কোথায়? তাহার শয্যা ত শূন্য দেখিতেছি। বোধ হয়, বাটীর বাহিরে, নিকটে কোথাও তাহাকে হত্যা করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। চল, সন্ধান করিয়া দেখিগে।"

শিবরামের বন্ধুবান্ধবেরা পরস্পর ইষারা-ইঙ্গিতে শিবরামকে

দোষী সাব্যস্ত করিতে করিতে নীচে নামিয়া আসিল। তাহারা সকলে অনুসন্ধানার্থ বাটীর বাহির হইয়া যাইতেছে, এমন সময়ে দেখিতে পাইল, সেই দিকে এক অশ্বারোহী দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছে। সকলে অশ্বারোহীর অপেক্ষায় বাটীর দ্বারে দণ্ডায়মান হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শম্ভুজি।

অশ্বারোহী নক্ষত্রবেগে অশ্ব ধাবিত করিয়া, পান্থশালার সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার এবং ঘোটকের অবস্থা দেখিয়া, বোধ হইতে লাগিল,—তিনি বহুদূর হইতে আসিতে-ছেন। অশ্বের সর্ব্বাঙ্গ এবং অশ্বারোহীর পোষাক পরিচ্ছদ কর্দ্দম-সিক্ত। গত রাত্রির ঝড়বৃষ্টির সময়েও বোধ হয় তিনি অশ্বা-রোহণে ছিলেন।

পান্থশালার দ্বারদেশে উপস্থিত হইবামাত্র অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন এবং লোক কয়জনের নিকটবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ পান্থশালার কর্ত্তা কে?"

শিবরাম অগ্রবর্ত্তী হইয়া, আগন্তুক যুবকের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া কহিল, "আমিই ইহার অধিকারী।"

আগন্তুক জিজ্ঞাসিলেন, "কাল রাত্রে তোমার এখানে কোন লোকজন আসিয়াছিল?"

শিবরাম কহিল, "অত ঝড়বৃষ্টিতে কি আর লোকজন আসে মহাশয়!"

আগন্তুকের চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সে ভ্রূকুটীকুটিল কটাক্ষের সম্মুখে শিবরামের অন্তরটা কাঁপিয়া উঠিল। আগন্তুক অতি সুন্দর সুপুরুষ। তাঁহার চোখে, মুখে, সর্ব্বাঙ্গে কেমন যেন একটা দৃঢ়তার চিহ্ন আঁকা,—তাঁহার আকৃতিতে কেমন যেন একটা আকর্ষণী শক্তি মাখান রহিয়াছে। তিনি বেশ পরিষ্কার হিন্দিতে কথা কহিলেও, তাঁহার জন্মস্থান যে হিন্দুস্থান নয়, তাহা যে কোন সূক্ষ্মদর্শীই অনুভব করিতে পারিবেন।

যুবক কহিলেন, "আমি আমার কথার ঠিক উত্তর পাইলাম না।"

শিবরাম। আমি ঠিক উত্তরই দিয়াছি। আমার এখানে কাল রাত্রে কোন অতিথি আইসে নাই।

যুবক। নিশ্চয় আসিয়াছে এবং তাহারা এখনও তোমার এখানে অবস্থান করিতেছে।

শিবরাম দেখিল, আগন্তুকের দৃষ্টি আনন্দপুরের সেই গাড়ীখানার দিকে। অস্বীকার করিয়া আর কোন ফল নাই দেখিয়া কহিল, "আসিয়াছিল।"

যুবক। খুব জমকাল গোঁপওয়ালা একটী পুরুষ এবং একটী সুন্দরী স্ত্রীলোক?

শিব। ঠিক। অমন সুন্দরী স্ত্রীলোক আমি জীবনে কখনও দেখি নাই। মহাশয়! সে মহিলাটী কি আপনার আত্মীয়?

যুবক সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া, কিছু বিচলিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাঁহারা এখন কোথায় ?"

শিব। মহাশয়, রাত্রে আমার এখানে ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে।

যুবক। কিরূপ ভয়ঙ্কর ঘটনা ?

শিব। লোমহর্ষণ কাণ্ড! খুন! খুন মহাশয়!

যুবক। বল কি! খুন?—সেই সুন্দরী খুন ?

শিব। তাহা ঠিক বলিতে পারি না।

এই বলিয়া, যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, শিবরাম আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিল। আগন্তুক মনোযোগ সহকারে শুনিয়া কহিলেন, "যুবতীর কোন অনুসন্ধান করিয়াছ ?"

শিব। আমরা খুঁজিতে বাহির হইতেছিলাম, এমন সময়ে আপনি আসিলেন।

যুবক। চল, আমি শুদ্ধ অনুসন্ধানে তোমাদের সাহায্য করিব। কিন্তু সর্ব্বপ্রথমে যে কক্ষে উক্ত ঘটনা ঘটিয়াছে, সেই কক্ষটা একবার দেখিব।

শিবরাম আগন্তুকের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে পারিল না। তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া উপরে চলিল। বাকি লোক কয়জন নীচে বৈঠকখানায় বসিয়া স্ব স্ব মনোগত ভাব ব্যক্ত করিতে লাগিল।

সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে শিবরাম পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়! সে স্ত্রীলোকটী কি আপনার কেহ হন ?"

যুবক। না। থানায় সংবাদ পাঠাইয়াছ কি ?

শিবরাম। না, ওকথাটা আমার মনেই ছিল না।

যুবক। শীঘ্র সংবাদ পাঠাও। নচেৎ অনেক গোলে পড়িবে।

শিবরাম। গোলে পড়িব?

যুবক। হাঁ। তোমার বন্ধুরা তোমায় সন্দেহ করিতেছে।

শিবরাম সহসা থামিয়া আগন্তুকের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল এবং বিস্মিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কে মহাশয়? আপনার নাম?"

যুবক অবিচলিতস্বরে কহিলেন, "শম্ভুজি।"

শিবরাম আর কিছু না বলিয়া, নীচে যাইবার জন্য ফিরিল কিন্তু সম্ভুজি তাহার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া কহিলেন, "কোথায় যাও?"

শিবরাম। একজনকে থানায় খবর পাঠাইতে বলিয়া আসি।

শম্ভুজি। যাও, কিন্তু শীঘ্র ফিরিয়া আসিতে চাও।

শিবরাম যাইতে উদ্যত হইল। শম্ভুজি পুনরায় কহিলেন, "আর একটা কথা শুনিয়া যাও,—যদিও তুমি কোন গোলে পড়, তোমাকে কেহ অভিযুক্ত করে, তুমি ভয় পাইও না। আমি জানি, তুমি নির্দোষী।"

শিবরাম নির্ব্বাক। শম্ভুজি বলিলেন, "আমাকে সন্দেহ করিও না। আমি বন্ধুর ন্যায় তোমায় সাহায্য করিব।"

শম্ভুজির কথাগুলা শিবরামের ভাল লাগিল না। মনে মনে বড়ই বিরক্ত হইয়া কহিল, "আমার অনেক বন্ধু-বান্ধব আছে। অপরিচিতের সহিত, বিদেশীর সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিবার বা তাহার সাহায্য গ্রহণ করিবার আবশ্যক আমি দেখি না।"

শম্ভুজি একটু হাসিয়া কহিলেন, "ভাল কিন্তু সময়ে আমার বন্ধুতার উপযোগিতা অনুভব করিবে।"

শিবরাম আর কোন কথা না বলিয়া, নীচে নামিয়া গেল

এবং একজন লোককে থানায় সংবাদ দিতে বলিল। পূর্ব্বেই থানায় লোক পাঠান হইয়াছিল সুতরাং আর পাঠাইবার আবশ্যক হইল না। তাহার একজন হিতৈষী বন্ধু গম্ভীরভাবে কহিল, "বার বার দুইবার। তোমার এখানে আরও একবার খুন হইয়া গিয়াছে। আশা করি, এবারও তুমি তোমার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিতে সমর্থ হইবে।"

শিবরাম কিছু চঞ্চল হইয়া কহিল, "আমি যে নিরপরাধ, তাহাতে বোধ হয়, এখানকার কাহারও সন্দেহ নাই?"

কিন্তু কি দুঃখের বিষয়, কেহই তাহার কথায় কোন উত্তর দিল না। শিবরাম তাহার প্রত্যেক বন্ধুর মুখের দিকে চাহিল কিন্তু কেহ তাহার পক্ষে একটীও কথা কহিল না; সকলেই অধোবদনে অবস্থান করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে শিবরাম মনে মনে কিছু ক্ষুণ্ণ হইয়া, তথা হইতে প্রস্থান করিল।

যথাসময়ে থানা হইতে তদারকে দারোগা আসিলেন। ইতিমধ্যে এই দুঃসংবাদ চারিদিকে প্রচারিত হওয়াতে, পান্থশালায় বহুলোক আসিয়া সমবেত হইল। শিবরামের বড় একটা সুনাম ছিল না এবং ভিতরে ভিতরে তাহার অনেক শত্রুও ছিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, সকলেই শিবরামকে সন্দেহ করিতে লাগিল। শকটচালক এবং ঝরিয়াকে যেরূপ নির্দ্দয়ভাবে হত্যা করা হইয়াছিল তদ্দর্শনে জনসাধারণ একেবারে বিচলিত হইয়া উঠিল এবং উচ্চৈঃস্বরে তাহাকে নিপাত করিবার জন্য অপরকে উৎসাহিত করিতে লাগিল। এই সময়ে আর এক ঘটনা ঘটিল।

শিবরামের চটী বা পান্থশালার অদূরেই এক খরস্রোতা পার্ব্বত্য নদী প্রবাহিতা। ঐ অঞ্চলের লোকে উহাকে চঞ্চলা নামে

অভিহিত করিয়াছিল। কতকগুলি লোক চঞ্চলার তীরে অনুসন্ধনার্থ গিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে কয়েকজন শশব্যস্তে ছুটিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, নদীর ধারে ঝোপের নিকট এক স্থানে একটা স্ত্রীলোকের জামার খানিকটা ছিন্নাংশ এবং তাহার অদূরে কতকগুলা কাল ছেঁড়া চুল পাওয়া গিয়াছে। এ জামা এবং চুল, নিশ্চয় সেই সুন্দরী রমণীর। তবে তাহার মৃতদেহ এখনও পাওয়া যায় নাই। সম্ভবতঃ চঞ্চলার খরস্রোতে উহা স্থানান্তরে ভাসিয়া গিয়াছে।

এই ঘটনায় উত্তেজিত জনসাধারণ একবারে উন্মত্ত হইয়া উঠিল এবং পুলিসের লোক কোন বিষয় বলিবার পূর্ব্বেই, তাহারা শিবরামকে গ্রেপ্তার করিয়া, তাহার এই পৈশাচিক কার্য্যের শাস্তি দিতে উদ্যত হইল। সহসা সেই উন্মত্ত জনতা ভেদ করিয়া, শম্ভুজি তথায় উপস্থিত না হইলে, তাহাদের কবল হইতে শিবরামকে রক্ষা করা পুলিসের পক্ষেও দুষ্কর হইত। শম্ভুজি কঠোর স্বরে কহিলেন, "এখানে পুলিসের লোক উপস্থিত রহিয়াছে, যদি শিবরাম প্রকৃতই দোষী হয়, তাহাকে পুলিসের হস্তে সমর্পণ কর। তোমরা কেন তাহাকে নির্য্যাতন করিতেছ? রাজবিচারে সে তাহার পাপের উপযুক্ত ফল পাইবে।"

শম্ভুজির এই যুক্তিযুক্ত কথাগুলিতে অনেকেই আপনাদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া নিরস্ত হইল। ইত্যবসরে শম্ভুজি শিবরামের কানে কানে কহিলেন, "ভয় পাইও না, আমার কথায় বিশ্বাস কর। শীঘ্রই তোমার মুক্তির উপায় করিয়া দিব। আমি জানি, তুমি নির্দ্দোষী।"

দারোগা মহাশয় শিবরামকে সদর থানায় চালান দিলেন।

বলা বাহুল্য চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই, শিবরামের বিরুদ্ধে সন্দেহ ব্যতীত, অপর কোন যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ না থাকাতে, এবং কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ পুলিস কর্ম্মচারীর কথায় নির্ভর করিয়া পুলিস সাহেব তাহাকে মুক্তি দিলেন।

দারোগা বাবু পান্থশালা পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে, গাড়ীতে যে সকল পোর্টমেণ্ট এবং বাক্স ছিল, তাহা সকলের সমক্ষে পরীক্ষা করিয়া, সেগুলি থানায় চালান দিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু সেগুলি খুলিবামাত্র, তাঁহার বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। পোর্টমেণ্ট বা বাক্সের মধ্যে মূল্যবান বা কাজের জিনিস কিছুই নাই। কেবল কতকগুলা ছেঁড়া ন্যাকড়া, ছেঁড়া কাগজ এবং কাঠের গুঁড়া। এ ঘটনাটীও শিবরামের মুক্তির অন্যতম কারণ।

শিবরাম মুক্তি পাইয়া, ফিরিয়া আসিয়া শম্ভুজির বিস্তর অনুসন্ধান করিল কিন্তু কেহ তাঁহার কোন সংবাদ দিতে পারিল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ভূতের উপদ্রব।

পূর্ব্বোক্ত হত্যাকাণ্ডের পর একমাস গত হইয়াছে। হত্যা সম্বন্ধীয় কল্পনার জল্পনা নিত্য নবপল্লবিত, মুকুলিত লতিকা প্রায় শুখাইয়া আসিয়াছে। লোকের উত্তেজনা অনেক কমিয়াছে, এমন

সময়ে সহসা আর একটী ঘটনায় লোকের লুপ্তপ্রায় স্মৃতি পুনরুদ্দীপিত হইয়া উঠিল।

মাধব সিং শিবরামের প্রতিবাসী বন্ধু। প্রতিদিন সন্ধ্যার পর শিবরামের আড্ডায় জুয়া খেলা হয়। যে দিনের ঘটনা বিবৃত করিতেছি, সে দিনও জুয়া খেলা এবং সঙ্গে সঙ্গে মদ এবং গঞ্জিকাও চলিতেছিল। রাত্রি দশটার পর স্থানান্তরে কোন বিশেষ কার্য্য থাকাতে, মাধব উঠিয়া চলিল। গন্তব্য স্থানে যাইতে হইলে, চঞ্চলা পার হইয়া যাইতে হয়। চঞ্চলার উপর একটী সাঁকো বা পুল আছে। রাত্রি অন্ধান্ধকারময়ী।

মদিরাশক্তিতে মাধবের চক্ষু দুইটী ঢুলু ঢুলু করিতেছিল। মাধব চঞ্চলার পরপারে যাইবার জন্য সাঁকোর মধ্যস্থলে আসিবা মাত্র, সহসা বজ্রাহতের ন্যায় স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। তাহার সে জমাটবান্ধা নেশার ঘোর কোথায় ছুটিয়া গেল। সর্ব্ব শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিল। তাহার অদূরে সম্মুখে এক শুক্লবসনা কামিনী। কামিনী আলুলায়িত কেশা কেশদাম মুক্ত হইয়া স্কন্ধ বহিয়া, নিতম্ব পর্য্যন্ত লম্বিত হইয়া পড়িয়াছে। রমণী যুবতী, সুবেশা, সুন্দরী। সহসা সাঁকোর উপর দিয়া, একটা দমকা বাতাস বহিয়া গেল। ভীত, বিস্মিত, চকিত মাধব দেখিল, রমণী আর সেখানে নাই। তাহার বোধ হইল, সেই বায়ু হিল্লোলের সঙ্গে সঙ্গে রমণীও তাহার সম্মুখ হইতে অদৃশ্য হইয়া গেল। সেখানে, আর মুহূর্ত্ত মাত্র দাঁড়াইতে মাধবের সাহস হইল না। ঊর্দ্ধশ্বাসে শিবরামের আড্ডায় ফিরিয়া আসিল। তাহার বিশুষ্ক পাণ্ডুর বদন, পলকহীন বিস্ফারিত নয়ন এবং হস্তপদের ঘন ঘন কম্পন নিরীক্ষণ করিয়া, সকলে ত্রস্তভাবে খেলা বন্ধ

করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং সমস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি? কি হইয়াছে? অমন করিতেছ কেন?"

মাধব সিং কথা কহিতে চেষ্টা করিল, পারিল না। তাহার শুষ্ক কণ্ঠ তালুতে বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইল না। সঙ্কেতে এক গ্লাস জল চাহিল। শিবরাম তাড়াতাড়ি তাহার মুখের নিকট এক গ্লাস মদ্য ধরিল। মাধব এক নিশ্বাসে সে গ্লাস শূন্য করিয়া কহিল, "ভূত! ভূত!"

অধিকাংশ লোকই হো হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। দুই একজন ভয় পাইলেও, মুখে কাষ্ঠহাসি হাসিতে ক্রটী করিল না।

একজন কহিল, "এইজন্য তোমার এত ভয়, এত কাঁপুনি! নেশার ঝোঁকে কোথায় কি দেখিয়াছ!"

মাধব কহিল, "না হে না—নেশার ঝোঁকে নয়! বাস্তবিকই একটা পেত্নী দেখিয়াছি। এমন আশ্চর্য্য কাণ্ড আর কোথাও দেখি নাই। সাঁকোর উপর দাঁড়াইয়া চুল শুকাইতেছিল। আমাকে দেখিয়া হওয়ায় মিশিয়া গেল। ব্যাপারটা কি বুঝিয়াছ? চঞ্চলার ধারে সেই একটা খুন হয়, শিবরামের আড্ডা হইতে তুলিয়া লইয়া গিয়া সেই সে দিন একটা সুন্দরী স্ত্রীলোককে একজন হত্যা করিয়া আইসে, তোমরা কি ইহারই মধ্যে সব ভুলিয়া গিয়াছ? সে অপঘাতে মৃত্যু কি না! সেই ছুঁড়ীটা ভূত হইয়া, ঐ নদীর ধারে ধারে সাঁকোর উপর বেড়াইয়া বেড়ায়!"

শেষোক্ত কথা কয়টী মাধব হাত পা নাড়িয়া, বেশ অঙ্গ-ভঙ্গির সহিত কহিল। অনেকেরই বিশ্বাস হইল। যাহারা অবিশ্বাস করিয়া হাসিয়াছিল, তাহারাও দমিয়া গেল। কেবল ছট্টুলাল

বিদ্রূপ করিতে লাগিল। সে কহিল, "আমি ভূতটুত বিশ্বাস করি না।"

মাধব কহিল, "একবার দেখিয়া আইস—চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হইবে।"

ছট্টু কহিল, "যদি সাঁকোর উপর হইতে ঘুরিয়া আসিতে পারি, কি হারিবে বল ?"

মাধব কহিল, "এক বোতল !"

ছট্টু বাহির হইল। যাইবার সময় শিবরামের দোনলা বন্দুকটা হাতে করিয়া লইয়া চলিল।

অপরাপর সকলে বাটীর বাহিরে আসিয়া কৌতুক দেখিতে লাগিল। মাধব বলিয়া দিল, "তুমি যে অর্দ্ধেক পথ হইতে ফিরিয়া আসিবে, তাহা হইবে না। সাঁকোর ওপারে একটা বটগাছ আছে, আসিবার সময় তাহার পাতা ছিঁড়িয়া আনা চাই।"

ছট্টু স্বীকৃত হইয়া চলিল, কিন্তু বাটী হইতে কিয়দ্দূর যাইবার পর তাহার আর সে সাহস রহিল না। কেমন একটা আতঙ্কে শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিতে লাগিল। এদিকে ফিরিবারও উপায় নাই। তাহা হইলে, বন্ধু-বান্ধবের নিকট হীনতা স্বীকার করিতে হইবে। সাত পাঁচ ভাবিয়া, সাহসে নির্ভর করিয়া যুবক ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিল সেই সময়ে যদি কেহ আলোক আনিয়া, ছট্টু লালের মুখখানি দেখিত, তাহা হইলে, তাহাতে রক্তের চিহ্ন মাত্র দেখিতে পাইত না।

যাহা হউক, সাঁকোর নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র ছট্টুর লুপ্ত সাহস ফিরিয়া আসিল। অন্ধকারের মধ্যে সম্মুখে দৃষ্টি সঞ্চালন করিল, কিন্তু কোন স্থলে প্রেতিনীর কোন চিহ্ন পাইল না। সাহস

সহকারে অগ্রসর হইয়া, সাঁকোর মধ্যস্থলে আসিল। সহসা ও কি? ছট্টুলালের সম্মুখে ঐ কে দণ্ডায়মান নয়? ছট্টুতে আর ছট্টু নাই! মুখ পাংশুবর্ণ, চক্ষু পলকহীন, অঙ্গ থরথর কম্পমান। শুভ্রবসনা সুন্দরী, আলুলায়িতকেশে ছট্টুলালের সম্মুখে দণ্ডায়মানা। ঐ হস্তসঙ্কেতে তাহাকে ডাকিতেছে না? ছট্টু আর সামলাইতে পারিল না। তাহার কম্পিতহস্ত হইতে পিস্তলটী মাটীতে পড়িবা মাত্র, গুড়ুম করিয়া আওয়াজ হইল। বন্দুকের সেই ধূমরাশির সঙ্গে সঙ্গে সেই সুন্দরী, প্রেতিনীও নৈশ বায়ুমণ্ডলীতে মিশাইয়া গেল। ছট্টু বিকট চীৎকার করিয়া, সেই স্থানেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

শিবরাম প্রভৃতি নিকটেই ছিল। পিস্তলের শব্দ এবং পর মুহূর্ত্তে ছট্টুর চীৎকার শুনিয়া, সকলে ঘটনাস্থলে ছুটিয়া আসিল এবং ধরাধরি করিয়া, তাহাকে শিবরামের আবাসে আনিয়া, তাহার চৈতন্য সঞ্চার করিল।

সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া, ছট্টু কহিল, "মাধবের কথাই সত্য। আমি সাঁকোর মাঝখান বরাবর যাইবা মাত্র, সহসা আমার সম্মুখে তিন চারি হাত তফাতে মাত্র, সেই পেত্নীটা আসিয়া দাঁড়াইল। তখনও আমার কোন ভয় নাই। আমি তাহাকে পথ ছাড়িয়া দিতে বলিলাম, পিস্তল দেখাইলাম, সে গ্রাহ্যও করিল না। বরং আমার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। আমি তাহার বক্ষ লক্ষ্য করিয়া পিস্তল ছুড়িলাম। তাহার রক্ত মাংসের দেহ হইলে, আমার অব্যর্থ লক্ষ্যের নিকট কখনই অব্যাহতি পাইত না। ধূম পরিষ্কার হইলে দেখিলাম, পেত্নী অক্ষতদেহে আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান। তাহার মুখে কুটিল হাসি, নয়নে

বিষম ভ্রুকুটী। সহসা পেত্নীটা হাত বাড়াইয়া, আমার হাতখানা চাপিয়া ধরিল। উঃ! বাপরে, সে হাতখানা কি ঠাণ্ডা! যেন বরফ! তাহার পর কি হইল, জানি না। বোধ হয় আমি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলাম।"

পাছে তাহার সাহসে কেহ সন্দেহ করে ভাবিয়া, ছট্টুলাল প্রকৃত ঘটনাটীকে বেশ করিয়া, পত্রপুষ্পে সাজাইয়া, বন্ধুবান্ধবের নিকট বাহাদুরি লইল।

যাহা হউক, সাঁকোর উপর প্রেতিনীর আবির্ভাবের বিষয় শীঘ্রই চারিদিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল। যাহারা অবিশ্বাস করিল, তাহারা প্রত্যক্ষ দেখিতে আসিয়া, নয়ন মনের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া গেল। রাত্রি দশটার পর, যে কোন পান্থ চঞ্চলা পার হইয়াছে, সেই ঐ শুভ্রবসনা প্রেতিনীকে আলুলায়িতকেশে সাঁকোর একস্থানে না একস্থানে দণ্ডায়মান দেখিয়াছে। ক্রমশঃ এ বিষয়ে আর কাহারও সন্দেহ রহিল না। সকলেই জানিল, চঞ্চলার সাঁকো শুভ্রবসনা সুন্দরী প্রেতিনীর আস্তানা হইয়াছে। এই ঘটনায় শিবরামের চটীর খুন পল্লিবাসীর হৃদয়ে নবীনভাব ধারণ করিল।

যেখানে প্রকৃতি, সেইখানেই পুরুষ। যেখানে প্রেতিনী, সেইখানেই ভূত। চঞ্চলার তীরেও শীঘ্রই লোকে ভূতের অবির্ভাব অনুভব করিতে লাগিল।

চঞ্চলা পার্ব্বত্য নদী। উহার প্রসারতা তত বেশী নয় কিন্তু গভীরতাই বেশী। চঞ্চলার যে তীরে আনন্দপুর অবস্থিত, সে তীর অপেক্ষাকৃত ঢালু এবং তাহার স্থানে স্থানে বেশ ফাঁকা স্থান আছে। অপর তীর কিন্তু খুব উচ্চ এবং প্রায়ই জঙ্গলাকীর্ণ।

সেই জঙ্গলের মধ্য দিয়া, আঁকা বাঁকা অপ্রসর পার্ব্বত্য পথ। অপর তীর ক্রমশঃ উচ্চ হইয়া, পাহাড়ে পরিণত হইয়াছে। যে স্থানে সাঁকো অবস্থিত, নদীর অপর তীরে, উহার বামভাগেই সেই পাহাড়শ্রেণী। পাহাড়ের পার্শ্ব ঘেঁসিয়া, একটু দক্ষিণে বাঁকিয়া ঐ পার্ব্বত্য পথ গিয়াছে। লোকজন, গাড়ী ঘোড়া ঐ পথেই চলা ফেরা করে। পাহাড়ের উপর দিয়াও পথ আছে কিন্তু সে পথ অতি দুর্গম। সেখান দিয়া কদাচিত লোকে যাতায়াত করে।

দিবসের মধ্যে যে কোন সময়ে, বিশেষতঃ মধ্যাহ্নে লোকে চঞ্চলার সাঁকোর উপর এবং তাহার তীরে প্রায়ই একজন বৃদ্ধকে দেখিতে পাইত। বৃদ্ধ নিবিষ্টমনে ঐ সকল স্থানে কি অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইত। দূর হইতে লোকে দেখিত, বৃদ্ধ আপন মনে নদীপুলিনে কিসের অন্বেষণ করিতেছে কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, এ পর্য্যন্ত কেহ তাহার নিকটে যাইতে কিংবা তাহার সহিত কোন কথাবার্ত্তা কহিতে সক্ষম হয় না। ঐ উদ্দেশ্যে কেহ তাহার নিকটবর্ত্তী হইবা মাত্র বৃদ্ধ কোথায় অদৃশ্য হইয়া যাইত। ক্রমশঃ লোকের মনে ধারণা জন্মিল, এও একটা ভূতের খেলা।

জন কতক নব্য বাবু একদিন পরামর্শ করিয়া, বৃদ্ধকে ধরিবার জন্য বহির্গত হইল। বেলা তখন দ্বিতীয় প্রহর। গগনতল নির্ম্মেঘ, নীলিমারঞ্জিত। বৃদ্ধ পূর্ব্ববৎ নতবদনে সাঁকোর অপর পারে আপন মনে কি খুঁজিতেছে। কোন দিকে লক্ষ্য নাই। চারি পাঁচজন লোক যে, তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছে, তাহাও দেখিতে পাইয়াছে কি না সন্দেহ। যুবকের দল আরও অগ্রসর

হইবামাত্র, বৃদ্ধ একটী ঝোপের অন্তরালে গমন করিল। যুবকেরা দ্রুতপদে সেই স্থানে এবং তাহার চতুর্দ্দিকে বহু অনুসন্ধান করিল কিন্তু তাহার কোন সন্ধান পাইল না। সে স্থানটী বেশ পরিষ্কার। সেখানে তেমন কোন বন-জঙ্গল ছিল না, সেখানে রবিকরদীপ্ত নাই, মধ্যাহ্নে লুকাইলে লোকে দেখিতে পায় না। তাহারা দেখিল, পাহাড়ের উপর হইতে এক নবীন শিকারী যুবক নামিয়া আসিতেছে। সে ব্যক্তিও জিজ্ঞাসিত হইয়া কহিল, "আমিও পাহাড় হইতে নামিতে নামিতে একজন বৃদ্ধকে ঐ সাঁকোর মুখে দণ্ডায়মান দেখিয়াছিলাম, কিন্তু সহসা আমার বোধ হইল, বৃদ্ধ যেন কোথায় উবিয়া গেল।"

যুবকেরা নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিল। বৃদ্ধ যে, কোন অশরীরী জীব, তাহাতে আর তাহাদের কোন সংশয় রহিল না।

আর একদিন অপর একদল, বৃদ্ধকে নদী-পুলিনে বিচরণ করিতে দেখিয়া, তাহাকে ধরিতে অগ্রসর হয়। এবার ইহারা পূর্ব্বোক্ত দল অপেক্ষা অধিক সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিল। কতকগুলি লোক প্রাতঃকাল হইতে অপর দলের সঙ্কেতের অপেক্ষা করিতেছিল। এক্ষণে তাহারাও সঙ্কেত পাইয়া, আসিতে লাগিল। ইহাদের উদ্দেশ্য দুই ধার হইতে, দুই দল অগ্রসর হইয়া, তাহাকে বেষ্টন করিয়া ফেলিবে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, যখন তাহারা নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইল, বৃদ্ধের কোন চিহ্ন দেখিতে পাইল না। তাহার অদূরে এক নবীনা কাপড় কাচিতেছে; তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, কিছু পূর্ব্বে সেও সেই স্থানে একজন বৃদ্ধকে দেখিয়াছে বটে, তবে সে কখন্, কোন্ দিকে গিয়াছে, বলিতে পারিল না।

ক্রমশঃ এ সংবাদ চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। লোকে জানিল, চঞ্চলার সাঁকোর উপর মধ্যযামিনীতে এক প্রেতিনীর এবং দিবসে মধ্যাহ্নে এক বৃদ্ধ ভূতের উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে। ভূতের ভয়ে অনেকে একা মধ্যাহ্নে বা সন্ধ্যার পর সে রাস্তায় যাতায়াত ছাড়িয়া দিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বৃদ্ধ পান্থ।

একদিন রাত্রি নয়টার পর শিবরামের আড্ডায় পূর্ব্ববৎ বন্ধু বান্ধব জমা হইয়াছে। সকলে একত্রে বসিয়া গল্পগুজব করিতেছে। গল্পের বিষয় চঞ্চলার উপর উপদেবতার আবির্ভাব। সহসা কক্ষের দ্বার ঠেলিয়া, এক বৃদ্ধ পান্থ তথায় উপস্থিত হইল। এক হাতে ছাতা ছড়ি, অপর হাতে প্রকাণ্ড এক ক্যাম্বিসের ব্যাগ। আগন্তুক বাঙ্গালী।

অন্ধকার রাত্রে সহসা বৃদ্ধকে কক্ষমধ্যে উপস্থিত দেখিয়া, শিবরামের দলবল, কক্ষ ত্যাগ করিয়া প্রথমতঃ পলাইতে মনস্থ করিয়াছিল। তাহার পর বৃদ্ধকে মানুষের মত কথা কহিতে শুনিয়া বুঝিল, না—এ বৃদ্ধ নদী পুলিনের সে বৃদ্ধ ভূত নয়।

বৃদ্ধ পান্থাবাসে রাত্রিবাসের জন্য স্থান পাওয়া যাইবে কি না, জিজ্ঞাসা করিলেন। শিবরাম কহিল, "খুব পাওয়া যাইবে।"

বৃদ্ধ তখন আশ্বস্ত হইয়া, এক স্থানে ব্যাগ এবং ছাতাছড়ি রাখিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। আড্ডাধারীদের ভূতের গল্প পূর্ব্ববৎ চলিতে লাগিল। বৃদ্ধ মনোযোগপূর্ব্বক তাহাদের কথাগুলি শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কি বলাবলি করিতেছ? এখানে কোথায় ভূতের উপদ্রব হইয়াছে?"

তাহারা ভূতের সম্বন্ধে যাহা যাহা জনিত বলিল। শুনিয়া, বৃদ্ধ হাসিয়া কহিলেন, "ভ্রম ভ্রম! সম্পূর্ণ ভ্রম! ভূত বলিয়া একটা পদার্থ পৃথিবীতে নাই!"

মাধব সিং সেখানে উপস্থিত ছিল। কহিল, "বলেন কি মহাশয়! একজনেরই ভুল হইতে পারে, দশ জন—বিশ জন দেখিয়াছে—সবারই কি ভুল হইয়াছে?"

বৃদ্ধ। নিশ্চয়ই।

মাধব। চোখে দেখিলে কিন্তু কথাটা অবিশ্বাস করিতে পারিতেন না। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি।

বৃদ্ধ। বল কি? সত্য নাকি? ভূতটার আকৃতি কি রকম?

মাধব। ভূত নয় মহাশয়! পেত্নী।

মাধব সিং সেই শুক্লবসনা সুন্দরীকে যেভাবে দেখিয়াছিল, বা তাহার রূপযৌবন সম্বন্ধে তাহার মনে যেমন ধারণা জন্মিয়াছিল,—বর্ণনা করিল। যুবতী, সুন্দরী প্রেতিনীর কথা শুনিয়া, বৃদ্ধ অন্যের অলক্ষিতে ঈষৎ শিহরিয়া উঠিলেন।

মাধব সিং কহিল, "আপনি যে ভূতের অস্তিত্বে অবিশ্বাস করিতেছেন—হাসিয়া উড়াইয়া দিতেছেন,—আপনি একা সাঁকোর উপর যাইতে পারেন?"

বৃদ্ধ। খুব পারি। একবার নয় দশবার।

মাধব। তাহা হইলে আপনার সাহসের প্রশংসা করিতে পারি। কৈ, যান দেখি ?

বৃদ্ধ। সে সাঁকে কোথায় ? কোন্ দিকে ?

বৃদ্ধ গাত্রোত্থান করিলেন। তিনি সঙ্গে পিস্তল বা অন্য অস্ত্র লইলেন না। সকলে বাটীর বাহির হইলে, মাধব সাঁকো কোন্ দিকে এবং কতদূরে বলিয়া দিল।

রাত্রি ঘোরান্ধকারময়ী। বৃদ্ধ অকুতোসাহসে সাঁকোর উপর উপস্থিত হইলেন এবং মন্থরপদে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু ভূত বা পেত্নীর কোন নিদর্শন পাইলেন না। সকলে তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল।

বৃদ্ধ সে রাত্রে আর কিছু আহার করিলেন না, কেবল এক গ্লাস জলপান কয়িয়া, শিবরাম নির্দ্দিষ্ট কক্ষে শয়ন করিতে গেলেন। কক্ষটী দ্বিতলে অবস্থিত।

বৃদ্ধ শয়ন করিতে গেলেন, কিন্তু শুইলেন না, দ্বার অর্গালরুদ্ধ করিয়া, বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, "সাঁকোর উপর শুক্লবসনা সুন্দরীর আবির্ভাব! ব্যাপারখানা কি ? আমাকে এ রহস্যের মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতেই হইবে। হায়! যদি কিছু পূর্ব্বে এ প্রেতিনী লীলার সংবাদ আমার নিকট পৌছিত! বোধ হয় অনেক বিলম্ব হইয়াছে! যাহা হউক, এ লীলার অভ্যন্তরে কি রহস্য নিহিত আছে, আমাকে একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতেই হইবে। ইহারা নিশ্চয়ই ভূতের মত কিছু দেখিয়া থাকিবে। আমি কি নিমিষের জন্য সেই শুভ্রবসনা সুন্দরীকে দেখিতে পাইব না ? দেখা যাউক, কি হয়!"

বৃদ্ধের কথায় এখন আর জড়তা নাই। এখন আর সে আধা বাঙ্গ্‌লা, আধা হিন্দি বুলি নাই। এখন বেশ পরিষ্কার হিন্দিতে কথা কহিতেছেন। এ বৃদ্ধ কে?

বৃদ্ধ অনেকক্ষণ শয্যার উপর বসিয়া রহিলেন। যখন বুঝিলেন, বাটীর সকলে গাঢ়নিদ্রাভিভূত হইয়াছে, তখন ধীরে ধীরে উঠিয়া, গবাক্ষ মুক্ত করিলেন। গবাক্ষে গরাদে ছিল না। বৃদ্ধ ব্যাগ খুলিয়া, দুইগাছি মজবুৎ দড়ি বাহির করিলেন, উহাদের এক এক প্রান্তে লোহার হুক লাগান। বৃদ্ধ সেই হুক দুইটী জানালার চৌকাটে লাগাইয়া দিয়া, অপর প্রান্ত মাটীতে ঝুলাইয়া দিলেন। তাহার পর অপূর্ব্বকৌশলে তরুণ যুবকের ন্যায়, সেই রজ্জু বহিয়া, বরাবর নীচে নামিয়া আসিলেন। কে এ ছদ্মবেশী, অদ্ভুতকর্ম্মা বৃদ্ধ?

ক্রমশঃ পরিচয় পাইবেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পেত্নীর পশ্চাতে।

বৃদ্ধ অন্ধকারে সাঁকোর দিকে অগ্রসর হইত লাগিলেন। পুলের নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র, উহার মধ্যস্থলে কে যেন দাঁড়াইয়া রহিয়াছে বলিয়া, তাঁহার বোধ হইল। মূর্ত্তির পরিধানে শুভ্র বসন। বৃদ্ধ বজ্রাহতের ন্যায় দণ্ডায়মান হইলেন। ব্যাপারখানা

কি? নির্জ্জন নিশীথে পর্ব্বত-পাদমূলে কে ঐ শুক্লবসনা সুন্দরী? এ লোকান্তরবাসিনী কোন অশরীরী মূর্ত্তি, না রক্তমাংসগঠিত মর্ত্ত্যের কোন দেহী? মুহূর্ত্তের জন্য বৃদ্ধ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়, মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার ললাট স্বেদাক্ত হইল। পরমুহূর্ত্তে দৃঢ়স্বরে বৃদ্ধ কহিলেন, "সুন্দরী! তুমি মর্ত্ত্যেরই হও, আর মরণের পর পারের কোন জগতেরই হও, শীঘ্রই আমি তোমার মায়াজাল ছিন্ন করিব।"

বৃদ্ধ শনৈঃ শনৈঃ নির্ভীকচিত্তে সেই অপূর্ব্ব নারীমূর্ত্তির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। রমণীমূর্ত্তিও ক্রমশঃ হটিয়া যাইতে লাগিল। বৃদ্ধ বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একটী পিস্তল বাহির করিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই কি ভাবিয়া, পিস্তলটী যথাস্থানে সংরক্ষণ পূর্ব্বক, পূর্ব্ববৎ নারীমূর্ত্তির অনুধাবন করিতে লাগিলেন। সাঁকোর প্রান্ত সীমায় উপস্থিত হইয়া শুভ্রবসনা মূর্ত্তি সহসা থামিল। অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গ বাহির হইয়া, পরমুহূর্ত্তে যেমন তাহার অস্তিত্ব লুপ্ত হইয়া যায়, সেইরূপ রমণীমূর্ত্তি সহসা অন্ধকারের মধ্যে নৈশবায়ুতে উল্লম্ফন করিল। তাহার পর সমস্তই অন্ধকার। সে অপূর্ব্ব মূর্ত্তি অন্ধকারে কোথায় মিশাইয়া গেল! বৃদ্ধ দ্রুতপদে সেই স্থানে আসিয়া, বহু অন্বেষণ করিলেন। কিন্তু সেই অপার্থিব মূর্ত্তির কোন চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না! সে রাত্রে অন্বেষণে আর কোন ফল নাই দেখিয়া, বৃদ্ধ সেই স্থানে একটী নিশানা রাখিয়া, বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং রজ্জু সাহায্যে দ্বিতলের কক্ষে উঠিয়া, নিশ্চিন্তমনে নিদ্রা গেলেন!

রাত্রি প্রভাতে বৃদ্ধ বাটী হইতে ভ্রমণার্থ বহির্গত হইলেন। গত রজনীতে যে স্থানে নিশানা রাখিয়া আসিয়াছিলেন, তথায়

উপস্থিত হইয়া, সৌরালোকে তন্ন তন্ন করিয়া, অনুসন্ধান করিলেন কিন্তু সন্দেহজনক কোন নিদর্শন পাইলেন না।

শিবরাম মনে করিয়াছিল, বৃদ্ধ প্রাতঃকালে উঠিয়া চলিয়া যাইবে। প্রভাত হইল, বেলা দশটা বাজিল কিন্তু বাঙ্গালী বাবু যাইবার নামটাও করিল না। উপরন্তু, আহারাদির আয়োজন করিয়া দিতে বলিলেন। শিবরাম ভাবিল, বোধ হয় রাত্রে আহারাদি হয় নাই, মধ্যাহ্নে আহারাদির পর চলিয়া যাইবে। সন্ধ্যা হইল তখনও সেই ভাব। তবে বুঝি বড়ই ক্লান্ত হইয়াছে, রাত্রিটা বিশ্রাম করিয়া যাইবে!

সন্ধ্যার পর বৃদ্ধ পুনরায় সাঁকোর উপর উপস্থিত হইলেন এবং গত নিশিতে যে স্থানে শ্বেতবসনা সুন্দরীকে বায়ুস্তরে মিশাইয়া যাইতে দেখিয়াছিলেন, সেই স্থানে এবং তাহার নিকটবর্ত্তী স্থান সকলে এক প্রকার ধূলিবৎ চূর্ণপদার্থ ছড়াইয়া দিয়া আসিলেন। রাত্রে আহারাদির পর তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কক্ষে প্রস্থান করিলেন এবং গভীর রাত্রে সকলে নিদ্রাভিভূত হইলে, পূর্ব্বরাত্রির মত রজ্জু বহিয়া গবাক্ষপথে নীম্নে অবতরণ করিলেন। সাঁকোর নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সুন্দরী পূর্ব্ববৎ শুভ্র বসন পরিধান করিয়া, অচল পাষাণ মুর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া হাওয়াতে চুল শুকাইতেছে। বৃদ্ধ সাঁকোর সমীপবর্ত্তী হইবামাত্র, সুন্দরী একবারও পশ্চাতে মুখ না ফিরাইয়া সম্মুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। অদ্য রাত্রি অপেক্ষাকৃত অল্পান্ধকারময়ী। বৃদ্ধ নারীমূর্ত্তির নিকটবর্ত্তী হইবার জন্য যেমন দ্রুত চলিলেন, নারীমূর্ত্তিও সেইরূপ দ্রুত চলিতে লাগিল। অনুসরণকারী যেমন গতি মন্থর করিলেন, রমণীমূর্ত্তির গতিও অমনি মন্থর হইল। বৃদ্ধ থামিলেন,

কিন্তু রমণী না থামিয়া, অতি ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। অবশেষে যে স্থানে ধূলিবৎ চূর্ণ বিকীর্ণ ছিল, রমণী সেই স্থানে আসিয়া পূর্ব্ববৎ উল্লম্ফন দিয়া উঠিল। তাহার পর একেবারে অদৃশ্য। বৃদ্ধ শিহরিয়া উঠিলেন। ভাবিলেন, বাস্তবিকই কি তবে এ ভৌতিককাণ্ড? সত্যই কি তবে জীবের প্রেতাত্মা আসিয়া, তাহার পাপ-পুণ্যের কর্ম্মভূমিতে এইরূপে আবির্ভূত হইয়া থাকে? এ নারীমূর্ত্তি ছায়ারূপিণী, কি আমাদের মত দেহী জীব, কাল প্রাতঃকালে নিশ্চয়ই বুঝিব। যে কৌশল বিস্তার করিয়া রাখিয়াছি, তাহার নিকট সুন্দরী, নিশ্চয় তোমার চাতুরী ধরা পড়িবে। অশরীরী ছায়ামূর্ত্তির পদচিহ্ন পড়িবে না। যাহার দেহ রক্তমাংস গঠিত নয়, কোন পদার্থে তাহার পদাঙ্ক কখন পড়িতে পারে না কিন্তু চতুরা, যদি তুমি ছায়াদেহী না হইয়া, আমাদের মত স্থূলশরীরী হও, আমার ঐ বিকীর্ণ চূর্ণের উপর কাল নিশ্চয় তোমার পদাঙ্ক দেখিতে পাইব। বৃদ্ধ পান্থাবাসে আসিয়া শয়ন করিলেন।

বৃদ্ধ প্রভাতে শিবরামকে ডাকিয়া কহিলেন, "দেখ তেওয়ারী, তোমাদের এ স্থানটী আমার বেশ পছন্দ হইয়াছে। আমি বৃদ্ধবয়সে তীর্থপর্য্যটনে এবং দেশভ্রমণে বাহির হইয়াছি! তোমাদের এখানে কিছু দিন থাকিব।" শিবরাম মুখে খুব সন্তোষ প্রকাশ করিল কিন্তু মনে মনে বিরক্ত হইল। কারণ প্রথমাবধিই তাঁহার প্রতি তাহার কেমন একটা সন্দেহ জন্মিয়াছে।

প্রভাতে কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিবার পরে, বৃদ্ধ ধীরে ধীরে সাঁকোর উপর উপস্থিত হইলেন এবং যেখানে জাল পাতিয়া আসিয়াছিলেন, তাহার চতুর্দ্দিকে এবং সেই স্থানটী মনোযোগের

সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন কিন্তু যখন দেখিলেন, বিকীর্ণ চূর্ণের উপর একটীও পদাঙ্ক চিহ্নিত হয় নাই, তখন তাঁহার আর বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। তবে সত্যই কি সেই রমণীমূর্ত্তি ছায়ারূপিণী। সূক্ষ্মশরীরী না হইলে, নিশ্চয়ই ঐ বিস্তৃত চূর্ণের উপর তাহার পদচিহ্ন অঙ্কিত হইত। হায়! তবে কি তাঁহার এত কষ্ট, এত পরিশ্রম সকলই ব্যর্থ হইল? মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার মুখমণ্ডল নিরাশার অন্ধকারে মলিনতা প্রাপ্ত হইল। কিন্তু পরক্ষণে এ প্রেতলীলার অন্ত দেখিবার জন্য হৃদয়কে দৃঢ় করিয়া, পুনর্ব্বার উত্তমরূপে সেই স্থানে এবং তাহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহে সেই রসানিক চূর্ণ ছড়াইয়া দিয়া, বাসায় ফিরিয়া আসিলেন।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময়ে আনন্দপুরে এবং তাহার সন্নিহিত অনেক পার্ব্বত্য পল্লীতে মদচোয়ানর খুব ধূম চলিতেছিল। অনেক স্থলে মদের গুপ্ত ভাটী ছিল। লোকপরম্পরায় শিবরামের সহিত ঐ সকল ভাটীওয়ালাদের যোগাযোগের কথা শুনা যাইত। বৃদ্ধকে স্থায়ীভাবে শিবরামের বাসায় আড্ডা গাড়িতে দেখিয়া, অনেকে তাঁহাকে কোম্পানির চর বলিয়া কাণাঘুষা করিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে দিনমান কাটিয়া গেল। পুনরায় রাত্রি আসিল। শিবরামের আড্ডায় তাহার বন্ধুবান্ধবেরা আসিয়া তাস দাবা খেলিয়া চলিয়া গেল। বৃদ্ধও আহারাদি করিয়া, শয়ন করিতে গেলেন এবং ঘণ্টাখানেক নীরবে কক্ষমধ্যে অবস্থানের পর, পূর্ব্ববৎ রজ্জুসাহায্যে অবতরণপূর্ব্বক সাঁকোর অভিমুখে গমন করিলেন। আজ কিন্তু গিয়াই প্রেতিনীর

সাক্ষাৎ পাইলেন না। প্রায় এক ঘণ্টা অপেক্ষা করিবার পর, সে রজনীতে প্রেতাত্মার আবির্ভাবের আর সম্ভাবনা নাই ভাবিয়া, বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময়ে সহসা নির্দ্দিষ্ট স্থানে সেই শুভ্রবসনা সুন্দরী আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার আলুলায়িত কেশপাশে, তাহার পরিধেয় শ্বেত-শুভ্র-বাসে, তাহার সরল সুন্দর দীর্ঘ আকৃতিতে কেমন যেন একটা পরুষ কর্কশ অথচ মোহজনক, আশঙ্কাবিজড়িত লোকান্তরের ভাব মাখান রহিয়াছে। পলকের জন্য বৃদ্ধের অন্তর কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু ঐ ছদ্মবেশী বৃদ্ধের জরাজীর্ণ বক্ষপঞ্জরের অভ্যন্তরে যে হৃদয় অবস্থিত ছিল, তাহা ভয় যে কি পদার্থ, তাহা জানিত না। যতই ভয়প্রদ ভীষণপ্রকৃতির হউক, মৃত বা জীবিতের সম্মুখীন হইতে সে হৃদয় সঙ্কুচিত হইত না। বৃদ্ধ অকুতোসাহসে সুন্দরীকে ধরিবার জন্য প্রসারিতহস্তে তাহার দিকে ছুটিলেন। সুন্দরীও ছুটিল এবং নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া, মুহূর্ত্তের জন্য একবার মাত্র লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক, কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল। বৃদ্ধ স্তম্ভিত, নির্ব্বাক। দিনে দিনে তাঁহার হৃদয়ের বদ্ধসংস্কার শিথিল হইয়া যাইতেছে। পূর্ব্বে যে সংস্কারকে কুসংস্কার বলিয়া, নাসিকা কুঞ্চিত করিতেন, এক্ষণে তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে বাধ্য হইতেছেন। বৃথা চেষ্টা! রক্তমাংসধারী শরীরী শত্রুর সহিত প্রতিযোগিতা সাজে। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে পরাস্ত হইলেও, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত গৌরব কোনক্রমে হীনতা প্রাপ্ত হইবে না। কল্য প্রাতঃকালে পান্থাবাস ত্যাগ করিতে মনস্থ করিয়া, বাসায় ফিরিলেন।

অন্যান্য দিনের ন্যায় আজও বৃদ্ধ সূর্য্যোদয়ের অল্পক্ষণ পরেই

সাঁকোর উপর উপস্থিত হইলেন এবং নির্দ্দিষ্ট স্থানে দৃষ্টি পড়িবা মাত্র, সহসা তাঁহার মুখমণ্ডল আনন্দপ্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি মুক্তকণ্ঠে কহিলেন, "ভূতই হও, আর পেত্নীই হও, এই-বার তুমি যাবে কোথায়?"

বৃদ্ধ সেই স্থানে বসিয়া পড়িলেন এবং খুব মনোযোগের সহিত ইতস্ততঃ পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। সাঁকোর উপর এলোমেলোভাবে অনেকগুলি পদচিহ্ন পড়িয়াছে। উত্তমরূপে লক্ষ্য করিয়া তিনি বুঝিলেন, তাহার কতকগুলির মুখ আনন্দ-পুরের দিকে এবং অপরগুলির মুখ তাহার বিপরীত দিকে। যেগুলির মুখ বিপরীত দিকে, সেগুলি কিছু দূরে দূরে এবং ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। বৃদ্ধ বুঝিলেন,' এইগুলি পলায়ন করিবার সময় পড়িয়াছে। কাল রাত্রে যে মুখ নিরাশায় মলিন এবং হতাশে বিশুষ্ক হইয়াছিল, আজ তাহা হর্ষে প্রদীপ্ত হইয়া হাসিতেছে। প্রেতিনীরূপিণী নারী অথবা পুরুষ যাহাই হউন,—তিনি যে, তাঁহারই মত নরলোকবাসী শরীরী জীব, তাহাতে আর তাঁহার সন্দেহ মাত্র রহিল না। অস্ফুটস্বরে কহিলেন, "যে হও তুমি, এইবার তোমায় আমায় বোঝা-পড়া। এইবার তুমি কত চতুর, তোমার উর্ব্বর মস্তিষ্কে কত চাতুরির সৃষ্টি হয়, তাহা আমি বুঝিয়া লইব।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

উপত্যকা-ভূমে।

সাঁকোর পরেই নদীর পরপারে অঋজু পথ। বৃদ্ধ অনেক দূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া দেখিলেন কিন্তু সে পথে আর কোথাও পায়ের দাগ বা সে রাসায়নিক চূর্ণর চিহ্ন পাইলেন না। সে পথ পরিত্যাগ করিয়া, যে স্থানে সুন্দরী প্রেতিনী লম্ফ প্রদান করিত, সেই স্থানে ফিরিয়া আসিলেন। সাঁকোর বাম দিকে তীরপ্ররূঢ় লতাগুল্মের ঘন সন্নিবেশ, আবার মাঝে মাঝে বেশ অল্পপরিসর, মুক্ত পাহাড়ভূমি। বৃদ্ধ এক্ষণে সেই বাম দিকের লতাগুল্মের উপর এবং পাহাড়-তলীতে অনুসন্ধান করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। লতাগুল্মের পত্রপুঞ্জের উপর তখনও নিশির শিশির বিন্দুসকল রবিকরোজ্জ্বল হইয়া ঝলমল করিতেছিল। তাহার উপর সে রেণু পড়িলেও, সম্ভবতঃ শিশির জলে বিধৌত হইয়া গিয়া থাকিবে; সুতরাং তাহার উপর আপততঃঃ কোন নিদর্শন না পাইলেও, কোন কোন লতিকার নধর পত্র পদদলিত হইয়াছে বলিয়া, তাঁহার স্পষ্টই বোধ হইল। তিনি সেই চিহ্ন লক্ষ্য করিয়া, কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবামাত্র, খানিকটা প্রস্তরভূমি দেখিতে পাইলেন। পুনরায় বৃদ্ধের মুখ-মণ্ডল আনন্দপ্রফুল্ল হইয়া উঠিল। প্রস্তরভূমিতে সুন্দরীর স্পষ্ট পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন। সে রেণুচিহ্নিত পদাঙ্ক ধরিয়া, পাহাড়ের উপর উঠিতে লাগিলেন। সহসা এক স্থানে আবার তিনি দিশে-হারা হইলেন। চতুর্দ্দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, সম্মুখের

সেই পথ ভিন্ন অন্যদিকে যাইবার আর কোন উপায় নাই। সন্দেহে সন্দেহে আরও খানিকটা উঠিলেন, সহসা একস্থানে মোড় ফিরিয়া দেখিলেন, একদিকে খুব উচ্চ পাহাড়, তাহার গা ঘেঁসিয়া, অপ্রশস্ত পথ,—তাহার পরেই গভীর নিম্ন খাত। এই পথে আসিয়া, আবার একস্থানে সুন্দরীর অভ্রান্ত পদচিহ্ন পাইলেন। বৃদ্ধ অতি সতর্কতার সহিত সেই চিহ্ন ধরিয়া সেই অপ্রশস্ত বন্ধুর পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সহসা সম্মুখে উচ্চ পাহাড়ে পথরুদ্ধ দেখিয়া, স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন।

পাহাড় উচ্চ হইলেও, একেবারে দুরারোহ নয়। বৃদ্ধবেশী অল্প আয়াসেই পাহাড়ের উপর আরোহণ করিলেন। প্রভাতারুণের হৈমকরদীপ্ত পর্ব্বতশীর্ষে দণ্ডায়মান হইয়া, বৃদ্ধ চারিদিকের অতি মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি যে স্থলে দণ্ডায়মান, তাহার অদূরেই পাহাড়তলিতে খানিকটা বিস্তৃত প্রান্তর। চতুর্দ্দিকে পাষাণপ্রাচীরে বেষ্টিত, প্রকৃতির অভেদ্য দুর্গের মত, সেই নিম্নভূমি বা উপত্যকা শোভা পাইতেছিল। তথাকার লতাগুল্ম এবং অনুচ্চ পার্ব্বত্য বৃক্ষসমাচ্ছাদিত অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য বৃদ্ধের অন্তরকে একেবারে মোহিত করিয়া ফেলিল। সহসা বৃদ্ধ চমকিয়া উঠিলেন। সেই বৃক্ষবল্লীর মধ্যস্থলে লতাগুল্মবেষ্টিত একখানি ক্ষুদ্র কুটীর। সেই পার্ব্বত্য-কুঞ্জকুটীরের সম্মুখস্থ মুক্তক্ষেত্রে রাত্রির সেই ছায়ারূপিণী রমণীমূর্ত্তি উপবিষ্টা।

বৃদ্ধ আর কালবিলম্ব না করিয়া, পাহাড় হইতে অবতরণ করিতে লাগিলেন। পাহাড়ের উপর হইতে সুন্দরীর অবস্থান ভূমি তত বেশী দূর না হইলেও, পার্ব্বত্য-পথে ঘুরিয়া ফিরিয়া, নিম্নে

আসিতে, তাঁহার কিছু বিলম্ব হইল। অবশেষে কুটীরের সম্মুখে আসিয়া দেখিলেন, সুন্দরী অদৃশ্য! মনে করিলেন, বোধ হয়, কুটীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে, সত্বরপদে দ্বার খুলিয়া দেখিলেন, কুটীর শূন্য! সেখানে জনমানবের চিহ্নমাত্র নাই। তন্ন তন্ন করিয়া, কুটীরের চারিদিক, বৃক্ষ লতাদির অন্তরাল, বহুস্থানে অন্বেষণ করিলেন কিন্তু সকলই বৃথা হইল। অবশেষে এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন, বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে পিস্তল বাহির করিয়া, উপর্য্যুপরি পাঁচ সাতটী শব্দ করিলেন। সে শব্দে সমগ্র পাহাড়ভূমি মুখরিত হইয়া, প্রতিধ্বনি বিস্তার করিতে লাগিল। বৃদ্ধ দেখিলেন, দূরে লতাগুল্মান্তরাল হইতে গেরুয়াবসনপরিহিত, তুষারশুভ্র কেশ এবং শ্মশ্রুগুম্ফশোভিত এক বৃদ্ধ রুদ্রমূর্ত্তিতে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। তাঁহার বেশ সন্ন্যাসীর মত কিন্তু হস্তে বিষাক্ত ধনুর্ব্বাণ। বৃদ্ধ এই অপূর্ব্ব সন্ন্যাসীর আরক্তনেত্র দেখিয়া কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না।

বৃদ্ধ সন্ন্যাসী কর্কশকণ্ঠে কহিলেন,—"তুমি কে? কি জন্য আমার এই শান্তির আশ্রমে আসিয়া, শান্তিভঙ্গ করিতেছ?"

বৃদ্ধ সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া কহিলেন,—"আমার বড় পিপাসা হইয়াছে, একটু জলপান করিবার জন্য ঠাকুর! তোমার এই কুটীরে আসিয়াছি।"

সন্ন্যাসী। মিথ্যা কথা! আমার এখানে আসিতে অনেক পার্ব্বত্য ঝরণা অতিক্রম করিয়া আসিয়াছ? নির্ঝরের সে শীতল জল ত্যাগ করিয়া, তুমি যে আমার এখানে জলপানার্থ আসিয়াছ, এ কোন মূর্খেও বিশ্বাস করিবে না। তুমি নিশ্চয় কোন ভণ্ড।

বৃদ্ধ। বোধ হয় তোমার অপেক্ষা নয়। আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া, জীবহিংসার জন্য ধনুর্ব্বাণ লইয়া ঘুরিতেছি না।

সন্ন্যাসী। এ কেবল আত্মরক্ষার্থ! এখন বল, তুই কে? এবং কি জন্য এখানে আসিয়াছিস?

বৃদ্ধ। দেখিতেছ না আমি একজন বৃদ্ধ বাঙ্গালী।

সন্ন্যাসী। অনেকক্ষণ দেখিয়াছি। এখন ধীরে ধীরে এখান হইতে প্রস্থান কর।

বৃদ্ধ। স্থানটী বড় সুন্দর। ঠাকুর, তুমি কি বাবাচারী?

সন্ন্যাসী এবার বড়ই উত্তেজিত হইয়া উঠিল। ধনুকে তীর যোজনা করিয়া কহিল, "আর দ্বিতীয় কথা ব্যতীত, তুমি আমার অধিকৃত এ স্থান ত্যাগ করিবে। নচেৎ ইহজীবনে ত্যাগ করা অসম্ভব হইবে।"

বৃদ্ধ কোন উত্তর করিলেন না! কেবল তাঁহার অধরোষ্ঠ মুহূর্ত্তের জন্ম হাস্যরঞ্জিত হইয়া উঠিল। সন্ন্যাসী পুনরায় কহিলেন, "তুমি এখনও বল যাইবে কি না?"

বৃদ্ধ সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া কহিলেন, "ঠাকুর! সে সুন্দরী স্ত্রীলোকটী তোমার কে?"

সন্ন্যাসী। তুমি পাগল না কি? স্ত্রীলোক আবার কোথায় পাইলে?

বৃদ্ধ। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে যিনি এই কুটীরসম্মুখে বসিয়াছিলেন?

সন্ন্যাসী। তোমার দৃষ্টিভ্রম। এখানে কোন স্ত্রীলোক থাকে না।

বৃদ্ধ। কেন বৃথা গোপন করিতে চেষ্টা পাইতেছ? আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। আমি বৃদ্ধ হইলেও, এখনও আমার দৃষ্টি অনেক ছদ্মবেশী যুবকের অপেক্ষা তীক্ষ্ণ।

সন্ন্যাসী ঠাকুরের সুন্দর মুখখানি মুহূর্ত্তের জন্য কেমনতর হইয়া গেল। বৃদ্ধের নিকট সে পরিবর্ত্তন অলক্ষিত রহিল না। বহু চেষ্টা করিয়াও সন্ন্যাসীর নিকট সে সুন্দরীর কোন সন্ধান পাইবার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া, অগত্যা তখনকার মত পান্থশালায় ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন।

বাসায় ফিরিয়া, কথায় কথায় সেই পার্ব্বত্য উপত্যকার কথা শিবরামকে জিজ্ঞাসা করিলেন। শিবরাম কহিল, "হাঁ, ঐ স্থানে শঙ্করবাবা নামে এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসী বাস করেন। তিনি বহুদিন ঐ স্থানে আছেন। বিশেষ প্রয়োজন না পড়িলে, পাহাড় ছাড়িয়া তিনি গ্রামে প্রবেশ করেন না। তাঁহার স্বভাব অতি কোমল। তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া, ঐ নির্জ্জনে বসিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করেন।"

ঐ সন্ন্যাসী যে, শিবরাম কথিত শঙ্কর বাবা নয়, বৃদ্ধ তাহা বেশ বুঝিয়াছিলেন। সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশ অতি সুকৌশলে বিন্যস্ত হইলেও, প্রথম দৃষ্টিতেই তিনি তাহার কৃত্রিমতা বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

ঐ দিবস অপরাহ্নে নিকটবর্ত্তী পোষ্টাফিসে গিয়া, বৃদ্ধ একটী পার্শ্বেল লইয়া আসিলেন। পুলিন্দার মধ্যে দুইখানি ফটোছবি। একখানি এক সুন্দর যুবকের। তাহার মুখ এবং চেহারা সুন্দর হইলেও, নেত্রদৃষ্টিতে কুটিলতা এবং নির্ম্মম পৈশাচিকতার স্পষ্ট চিহ্ন লক্ষিত হইতেছিল! অপরখানি এক সুন্দরী ষোড়শীর। বৃদ্ধ অনিমেষ নয়নে সুন্দরীর ফটোচিত্রখানির দিকে চাহিয়া অস্ফুটস্বরে কহিলেন, "তাহা হইলে এখনও আমি অভ্রান্ত পথেই চলিতেছি। সুন্দরী, যে দিন আমি তোমার পৈত্রিক সম্পত্তি উদ্ধার

করিয়া, তোমায় নিরাপদ করিতে পারিব, সেই দিন আমার এত পরিশ্রমের সার্থকতা হইবে।”

সেই দিন রাত্রে সকলে নিদ্রিত হইলে, বৃদ্ধ পুনরায় বাটী হইতে বহির্গত হইলেন এবং সাঁকোর উপর বহুক্ষণ অপেক্ষা করিলেন কিন্তু সে রাত্রে প্রেতিনী আসিল না দেখিয়া, তিনি স্বয়ংই তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন। অবিলম্বে কুটীরের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দূর হইতে দাঁড়াইয়া দেখিলেন, কিন্তু কুটীরের মধ্যে আলোকরশ্মি কিংবা কোন শব্দ শুনিতে পাইলেন না, তখন ধীরে ধীরে কুটীরের সমীপবর্ত্তী হইয়া, তাহার দ্বার ঠেলিয়া, তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র কেমন একটা পচা-গন্ধ তাঁহার ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। তাঁহার নিকটেই একটী ক্ষুদ্র লণ্ঠন ছিল, তাহা জ্বালিয়া দেখিলেন, কক্ষতলে বস্ত্রাচ্ছাদিত এক শব পতিত। দিবসের বেলায় যখন এ কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তখন কিন্তু এ মৃতদেহ দেখিতে পান নাই।

মুহূর্ত্তের জন্য একটা আশঙ্কায় তাঁহার হৃদয় বিচলিত হইয়া উঠিল। এ আশঙ্কা প্রাণের আশঙ্কা নয়। পাছে নির্ম্মম পিশাচ নিরাশোন্মত্ত হইয়া, সুন্দরীর প্রাণের হানি করিয়া বসে, এই আশঙ্কা। সন্দেহভঞ্জনার্থ শবদেহের আচ্ছদন-বস্ত্র খুলিয়া ফেলি-লেন ; দেখিলেন, দেহ কোন বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর। সহসা তিনি শিহ-রিয়া উঠিলেন ; বুঝিলেন, এ দেহ আর কাহারও নয়, ইহা শিব-রাম-কথিত শান্তপ্রকৃতি নির্জ্জনপ্রয়াসী সন্ন্যাসী শঙ্কর বাবার মৃতদেহ। উঃ! পাষণ্ডের অকর্ম্ম কিছুই নাই! সংসারত্যাগী সন্ন্যা-

সীর প্রাণসংহার করিতে, যাহার প্রাণে কুণ্ঠা বোধ হয় না, সে যে পিশাচ অপেক্ষাও কোন নির্ম্মম ঘৃণিত জীব, তাহাতে সন্দেহ নাই। পাষণ্ড আজ কয়েকদিন হইল, তাঁহাকে হত্যা করিয়া, অন্য কোন স্থলে ফেলিয়া রাখিয়াছিল, অদ্য কুটীর ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে, তাঁহার শান্তিময় সাধনার ভূমিতে তাঁহাকে ফেলিয়া রাখিয়া গিয়াছে।

তিনি কুটীরের মধ্যে দাঁড়াইয়া, এইরূপ ভাবিতেছেন, এমন সময়ে বাহিরে লোক সমাগমের শব্দ স্পষ্ট তাঁহার কর্ণকুহরে ধ্বনিত হইল। পলকমধ্যে আলোক নিভাইয়া দিলেন। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা গৃহের মধ্যে নিশ্চল নিষ্পন্দ দাঁড়াইয়া রহিলেন কিন্তু আর কাহারও কোন সাড়া শব্দ না পাইয়া, ধীরে ধীরে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। এক্ষণে চন্দ্রালোকে তাঁহাকে বেশ দেখা যাইতে লাগিল। সহসা নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া, সুপ্ত পাহাড়শ্রেণীর মধ্যে ভীষণ প্রতিধ্বনি জাগাইয়া, গুড়ুম করিয়া পিস্তলের আওয়াজ হইল। বৃদ্ধের কর্ণের নিকট দিয়া, গুলি-গুলা বোঁ বোঁ শব্দে চলিয়া গেল। আকস্মিক বিপদেও বৃদ্ধের প্রত্যুৎপন্নবুদ্ধির অপচয় ঘটিল না, তিনি বিকট চীৎকার করিয়া, কুটীর-সম্মুখে সটান পড়িলেন! দুই একবার হস্তপদ ইতস্ততঃ বিক্ষেপ করিলেন। তাহার পর সমস্ত নীরব।

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পড়িয়া রহিলেন কিন্তু তাঁহার নিধনপ্রয়াসী তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইল না। তাঁহার কৌশল ব্যর্থ হইল। মনে করিয়াছিলেন, তাঁহার শত্রু,—তিনি যিনিই হউন না কেন, তাঁহাকে মৃত ভাবিয়া, তাঁহার নিকট ছুটিয়া আসিবে কিন্তু সে ব্যক্তিও নিতান্ত হীনবুদ্ধি বা অচতুর নয়। তাঁহার বিস্তৃত বাগুড়ায়

পা দিতে আসিল না দেখিয়া, তিনি উঠিয়া দাড়াইলেন এবং সাবধানে সে স্থান ত্যাগ করিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলেন!

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

তুমিই কি সেই?

পরদিন প্রাতঃকাল হইতেই অল্প অল্প বৃষ্টিপাত হইতে লাগিল। বৃদ্ধ সে দিন আর বাটী হইতে বাহির হইতে পারিলেন না। প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া, শিবরামের দোকানের একপার্শ্বে বসিয়া, তাহার বেচাকেনা দেখিতে লাগিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শিবরামের দোকানটী দুই ভাগে বিভক্ত। একটিতে দেশী সুরা এবং অপরাপর মাদক দ্রব্যও বিক্রীত হইত। দোকানের সম্মুখে একখানা চালাঘরে একখানা বেঞ্চ পাতা ছিল। সময়ে সময়ে অনেকে সেইখানে বসিয়াই, বোতলকে বোতল পার করিয়া চলিয়া যাইত। আজও প্রাতঃকালে বাদলার হাওয়ায় শরীর গরম করিবার জন্য দুই চারিজন জড় হইয়া, মদ খাইয়া জটলা করিতেছে। শিবরাম কোন কার্য্যবিশেষে অল্প সময়ের জন্য স্থানান্তরে গিয়াছে। তাহার একজন লোক দোকানে বসিয়া দোকানদারী করিতেছে।

টিপি টিপি বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে আর একজন মাতাল আসিয়া জুটিল। মাতাল টলিতে টলিতে বৃদ্ধের সম্মুখে নীচে

আসিয়া বসিয়া পড়িল এবং তাঁহাকে বাঙ্গালী দেখিয়া, নানারূপ জিজ্ঞাসা-পড়া করিতে লাগিল। বৃদ্ধ আধা হিন্দি আধা বাঙ্গলায় তাহার কথার জবাব দিতে লাগিলেন। সহসা মাতালটা উঠিয়া গিয়া, এক বোতল মদ কিনিয়া, নিজে দুই এক গ্লাস খাইল,—বাকিটা সব উপস্থিত অপরাপর মদ্যপের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিল। তাহার আগমন অবধি বৃদ্ধ মনোযোগের সহিত তাহার আকার-ইঙ্গিত লক্ষ্য করিতেছেন। লোকটা যে, সে অঞ্চলের নয়, তাহার বেশের মধ্যে যে, অনেক কৃত্রিমতা আছে, তাহা তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন।

এই সময়ে শিবরাম আসিয়া উপস্থিত হইল। লোকটা মদের ঝোঁকে খুব বকিতেছিল কিন্তু শিবরাম আসিবা মাত্র, তাহার কথাবার্ত্তা অত্যন্ত সংযত হইয়া পড়িল। সকল কথাতেই হুঁ হাঁ দিয়া সারিতে লাগিল। তাহার উপর দৃষ্টি পড়িবামাত্র শিবরাম শিহরিয়া উঠিল। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে করিতে, শিবরামের মুখ দিয়া, তাহার অজ্ঞাতে একটা বিস্ময়সূচক শব্দ বাহির হইয়া পড়িল। সকলে তাহার দিকে চাহিবামাত্র, শিবরাম অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া, কার্য্যান্তরে লিপ্ত হইবার ভাণ করিল। ইত্যবসরে মাতালটা পুনরায় বৃদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া, মাতলামি করিতে করিতে, তাঁহার গায়ে ঢলিয়া পড়িবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার উদ্দেশ্য, বৃদ্ধের ঐ চুলগুলা এবং দাড়ি-গোঁফ প্রকৃতই পাকা কি না, একবার কোনরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখে। বৃদ্ধ কিন্তু তাহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া, সহসা উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং তাহার দক্ষিণ হস্তের কব্জি ধরিয়া, এমন জোরে একটা ঝাকুনি মারিলেন, যে তাহা-

তেই মাতালটা, বেশ হৃষ্টপুষ্ট এবং বলিষ্ঠ হইলেও, কয়েক হস্ত দূরে যাইয়া পড়িয়া গেল। অপরাপর মাতালগুলা তাহাকে তুলিতে গেল কিন্তু কাহারও সাহায্যের আবশ্যক হইল না। সে উঠিয়া বেগে সে স্থান হইতে পলায়ন করিল। তাহার মাতলামি যে ভাণমাত্র, তাহা আর কাহারও বুঝিতে বাকি রহিল না।

শিবরাম বৃদ্ধ বাঙ্গালীর শরীরে অমানুষিক শক্তি দেখিয়া, তাঁহার প্রতি তাহার পূর্ব্বসন্দেহ আরও বদ্ধমূল হইল। কিন্তু মুখে কোন কথা প্রকাশ করিল না।

কিয়ৎক্ষণ পরে বৃদ্ধ শিবরামকে ডাকিয়া উপরে উঠিলেন। উভয়ে তাঁহার কক্ষমধ্যে উপস্থিত হইলে, জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও লোকটা কে?"

শিব। কেমন করিয়া জানিব। দোকানে কত লোক আসে যায়, দোকানদার কি তাহার সংবাদ রাখে? আমি উহাকে পূর্ব্বে আর কখনও দেখি নাই।

বৃদ্ধ। কিন্তু তোমার মনে হইতেছিল, যেন পূর্ব্বে কোথায় তাহাকে দেখিয়াছ।

শিব। কে বলিল?

বৃদ্ধ। আমি বলিতেছি।

শিব। কেমন করিয়া জানিলে?

বৃদ্ধ। উহাকে দেখিবামাত্র তুমি শিহরিয়া উঠিলে কেন? আর উহাকে না চিনিতে পারিলে, তোমার মুখে ওরূপ বিস্ময়-সূচক শব্দ নির্গত হইত না।

শিব। সে কিছুই নয়।

বৃদ্ধ। দেখ শিবরাম! আমার সহিত চাতুরী খেলিয়া কোন ফল নাই। সত্য করিয়া বল, ঐ লোকটা সেই জমকাল গোঁফ-ওয়ালা কি না?

শিব। কোন্ জমকাল গোঁফওয়ালা লোক?

বৃদ্ধ। যে মধ্যরাত্রিতে তোমার এখানে সেই ষোড়শী যুবতীকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া, তোমার বাড়ীর মধ্যে দুই তিনটা খুন করিয়া রাখিয়া যায়।

শিবরাম অন্তরে শিহরিয়া উঠিল। বৃদ্ধের মুখপানে খরদৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া কহিল, "তুমি এত খবর কোথায় পাইলে? তুমি কোন তন্ত্রমন্ত্র জান, না কোন ছদ্মবেশী পিশাচ?"

বৃদ্ধ। সে সংবাদে তোমার আপাততঃ কোন বিশেষ ফল-লাভ নাই। আমি সাদা কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছি। সাদা কথায় আমায় উত্তর দিলেই লেটা চুকিয়া যায়।

শিব। আমি জীবনে কখনও আর তাহাকে দেখি নাই।

বৃদ্ধ ভাঙ্গা বুলি ছাড়িয়া, বিশুদ্ধ হিন্দিতে অথচ দৃঢ়স্বরে কহিলেন, "দেখ শিবরাম! এখনও বলিতেছি, আমার কথায় স্পষ্ট উত্তর দাও। অনেক কষ্টের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবে।"

শিবরাম সহসা বৃদ্ধের ভাষার পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া কহিল, "ও! তুমি তাহা হইলে, কোন ছদ্মবেশী গুপ্তচর! আমার এখানে আসিয়া বাসা লইয়াছ।"

বৃদ্ধ। আমার কথার উত্তর দাও।

শিব। আমি গোয়েন্দার কথায় জবাব দিই না।

সহসা বৃদ্ধ দণ্ডায়মান হইয়া, শিবরামের দক্ষিণ হাতখানা চাপিয়া ধরিলেন। শিবরাম যন্ত্রণায় ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

তাহার সর্ব্বাঙ্গ তাড়িতাঘাতে কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। বিকৃত-মুখে, যন্ত্রণাকাতরকণ্ঠে শিবরাম কহিল, "আমায় কি খুন করিবে! ছাড় ছাড়, হাত ছাড়, যাহা জানি বলিতেছি।"

বৃদ্ধ তাহার হাত ছাড়িয়া দিলেন। শিবরাম মুক্তি পাইয়া, ভীত চকিতনেত্রে তাঁহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। তাহার কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনে স্বভাবতঃ উদয় হইতে লাগিল, বুঝি বা বৃদ্ধ পিশাচসিদ্ধ, নচেৎ তাহার ঐ জরাজীর্ণ কলেবরে এত শক্তি কোথা হইতে আসিল। মানুষের শারীরিক সামর্থ্য অপেক্ষা, তাহাদের মস্তিষ্কের উদ্ভাবনী শক্তির ফল—বিজ্ঞানবল যে, শতগুণে অধিক কার্য্যকারী, তাহা শিবরামের জানা ছিল না।

বৃদ্ধ পুনরায় আসন পরিগ্রহ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "এখন বল, লোকটাকে তুমি চেন কি না?"

শিব। তাহার কথাগুলা যেন আমার কর্ণে পরিচিত বলিয়া বোধ হইয়াছিল।

বৃদ্ধ। সেই হত্যাকারীর সহিত ইহার মুখের বা আকৃতির কোন সাদৃশ্য আছে কি না?

শিব। ভাল বুঝিতে পারিলাম না।

বৃদ্ধ। তাহা হইলে, তোমার মনে একটা সন্দেহ হইয়াছিল?

শিব। হাঁ—হইয়াছিল।

বৃদ্ধ। যাউক। এক্ষণে আমার দ্বিতীয় কথা,—আমার সম্বন্ধে কোন কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না। লোকে আমায় বাঙ্গালী বৃদ্ধ ব্যতীত যদি অন্যরূপ সন্দেহ করে, আমি জানিব, তোমা হইতেই তাহা প্রকাশিত হইয়াছে।

শিব। না, আমার দ্বারা ইহার বিন্দু বিসর্গ প্রকাশিত হইবে না।

বৃদ্ধ। আমি তোমার শত্রু নই। তুমি অন্য যে কার্য্যই কর না কেন, তোমার এখানে অন্য যে কোন ব্যক্তি, যে কোন উদ্দেশ্যে যাতায়াত করুক না, আমি সকল বিষয়েই কাণা বোবা। আমি তোমার কোন কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করি নাই এবং সাধ্যসত্ত্বে করিবও না। কিন্তু যে দিন জানিব, তুমি আমার ন্যস্ত বিশ্বাসের অপব্যবহার করিয়াছ, সেই দিন জানিবে, তোমার জীবনের শেষ দিন। তুমি এইমাত্র আমার পৈশাচিক শক্তির অল্পমাত্র পরিচয় পাইয়াছ।

"অল্পমাত্র!" বলিয়া, শিবরাম বৃদ্ধের মুখের দিকে ভয়ব্যাকুল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। বৃদ্ধ কহিলেন, "তোমরা সাঁকোর উপর যাহার প্রেতাত্মা দেখিতে পাইয়াছিলে, আমি সেই সুন্দরীর হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছি।"

সহসা শিবরামের ভাবভঙ্গির পরিবর্ত্তন ঘটিল। নম্রস্বরে কহিল, "তাহা হইলে আপনি একজন গোয়েন্দা পুলিস?"

বৃদ্ধ সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া কহিলেন, "আমার দ্বারা তুমি পূর্ব্বে অনেক উপকার পাইয়াছ, এখনও পাইবে। আমার সাহায্য না পাইলে, এখনও তোমায় কারাগারে পচিতে হইত এবং পরিণামে বিচারে কি হইত, কে জানে? হয় ত তোমার জীবনদণ্ড হইলেও হইতে পারিত।"

শিবরামের মুখে আর কথা নাই। পলকহীন দৃষ্টিতে কেবল ছদ্মবেশী বৃদ্ধের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতেছে। তাহাকে তদবস্থ নিরীক্ষণ করিয়া, পুনরায় বৃদ্ধ কহিলেন, "কেন শিবরাম!

তুমি ইহারই মধ্যে কি তোমার উপকারী বন্ধু শম্ভুজিকে ভুলিয়া গিয়াছ ?”

শিবরাম একেবারে লাফাইয়া উঠিল। কহিল, “বলেন কি মহাশয়! আপনিই সেই শম্ভুজি? না—না! তাহা হইলে কি আমি একটুও চিনিতে পারিতাম না।”

হাসিয়া বৃদ্ধ মুহূর্ত্তের জন্য ছদ্মবেশ অপসারিত করিলেন। শিবরামের বিস্ময়ের আর সীমা পরিসীমা নাই।

বৃদ্ধকে বা বৃদ্ধবেশীকে আর আমরা বৃদ্ধ বলিয়া অভিহিত করিব না। শম্ভুজি কহিলেন, “তোমাকে রাজদণ্ড হইতে রক্ষা করিলেও, তোমার পল্লীবাসী বন্ধুবান্ধবের মন হইতে সন্দেহ এখনও যায় নাই। যদি গ্রামবাসী এবং আত্মবন্ধুর নিকটেও নির্দ্দোষ বলিয়া প্রতীয়মান হইতে চাও, প্রকৃত হত্যাকারীকে ধরিয়া দিতে আমায় সাহায্য কর।”

শিব। যে আজ্ঞা, আমি প্রাণপণে আপনার সাহায্য করিব। আচ্ছা, যদি সন্দেহই হইল, আপনি ও লোকটাকে গ্রেপ্তার করিলেন না কেন?

শম্ভুজি। অনেক কারণ আছে। লোকটা বদমায়েস, মূর্ত্তিমান পিশাচ। উহার দ্বারা অনেক চুরি, ডাকাতি, জালিয়াতি এবং খুন হইয়াছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস, মুরলাকে এখনও খুন করিতে সাহস করে নাই।

শিব। মুরলা কে?

শম্ভুজি। সেই সুন্দরী ষোড়শী যুবতী।

শিব বলেন কি! খুন হয় নাই ত গেল কোথা?

শম্ভুজি। সেইটাই এখন আমাদিগকে বাহির করিতে হইবে।

ঐ লোকটার অনুসরণ করিয়া, উহাকে লক্ষ্যের মধ্যে রাখিতে পারিলে, সময়ে মুরলার সন্ধান মিলিবে।

শিব। তবে উহাকে নজরছাড়া হইতে দিলেন কেন?

শম্ভুজি। তাহারও কারণ আছে। আমি যে, উহার অনুসরণ করিয়া এতদূর আসিয়াছি, ও জানিতে পারিয়াছে। সেই জন্য সাহস করিয়া, ইচ্ছা থাকিলেও হত্যা করিতে পারিতেছে না। কিন্তু সুবিধা পাইলে, আমার জীবন নষ্ট করিতেও কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইবে না। ফাঁদ পাতিয়া, আমাকে প্রলোভিত করিয়া, তাহাতে ফেলিবার জন্য আসিয়াছিল। কিন্তু আমি কি তাহাতে পা দিই!

শিব। তবে সাঁকোর উপর ও ভৌতিক কাণ্ড—

শম্ভুজি। সেও ঐ পাষণ্ডের লীলা।

শিব। আপনি বলিতেছেন কি! শত শত লোক সাঁকোর উপর একটা সুন্দরী পেত্নী দেখিয়া আসিল। আর আপনি বলিতেছেন, সেটা পেত্নী নয়—ভৌতিক কাণ্ডও নয়—পাষণ্ডের শঠতা মাত্র!

শম্ভুজি। মুরলা বা সেই সুন্দরীর যে অপঘাতে মৃত্যু হইয়াছে এবং তাহার মুক্তি বা ঔর্দ্ধদেহিক গতি না হওয়াতে, সে যে প্রেতযোনী প্রাপ্ত হইয়া যে স্থানে তাহাকে হত্যা করা হইয়াছিল, সেইস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, এই ধারণা লোকের মনে,—বিশেষতঃ আমার অন্তঃকরণে বদ্ধমূল করিবার জন্য, তাহার এত ষড়যন্ত্র, এত প্রয়াস। সে নিজেই রমণীর বেশ ধারণ করিয়া, এইরূপ পেত্নীর অভিনয় করিত।

শিব। বুঝিলাম কিন্তু অদৃশ্য হইয়া যাইত কি প্রকারে?

শম্ভুজি। অতি সহজেই। সাঁকোর অপর পারেই বটগাছটা আছে দেখিয়াছ?

শিব। হাঁ—হাঁ।

শম্ভুজি। তাহার পরেই বামদিকে খানিকটা গুল্মলতাচ্ছাদিত উচ্চভূমি। তাহার পরেই পাহাড়ে উঠিবার সঙ্কীর্ণ পথ। কেমন, সত্য কি না?

শিব। হাঁ।

শম্ভুজি। পেত্নীটা অদৃশ্য হইবার সময়ে একবার লাফাইয়া উঠিত, তাহার পর কোথায় অদৃশ্য হইয়া যাইত।

শিব। হাঁ ঠিক। যাহারা দেখিয়াছে, তাহারাই বলিয়াছে।

শম্ভুজি। বটগাছের ডালে এখনও দেখিতে পাইবে, একগাছা দড়ি বাঁধা আছে। ধূর্ত্ত ঐ দড়ি ধরিয়া কৌশল পূর্ব্বক লাফাইয়া উঠিত, তাহার পর পার্শ্বের নিম্নভূমিতে পড়িয়া, শ্যামপল্লবিত বৃক্ষলতাদির মধ্য দিয়া, সাবধানে পাহাড়ের উপর উঠিয়া যইত।

শিব। ওঃ! এতকাণ্ড! আচ্ছা মহাশয়! দু'পর বেলায় যে বুড় ভুতটা দেখা যায়—সেটা কি? সেটাও কি মিথ্যা?

শম্ভুজি একটু হাসিলেন। শিবরাম কিছু বুঝিতে না পারিয়া, তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। শম্ভুজি কহিলেন, "কৈ, সেটাকেও ত আর দেখা যায় না।"

শিব। না, আজ কয়েক দিন ধরিয়া, তাহারও উপদ্রব থামিয়াছে।

শম্ভুজি। থামিয়াছে আর কৈ? সাঁকো, নদীর ধার ছাড়িয়া, তোমার পান্থাবাসে আসিয়া বাসা লইয়াছে মাত্র।

শিবরাম বসিয়াছিল। ভয়ে বিস্ময়ে উঠিয়া দাঁড়াইল।

হাসিয়া শম্ভুজি কহিলেন, "ভয় নাই, আমি ভূত নই। তোমারই মত মানুষ।"

শিব। মানুষ হইলেও ভূতপ্রেতসিদ্ধ বটে। আপনি ভূত সাজিয়া কি করিতেন?

শম্ভুজি। তোমাকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যাইবার পর, আমিও এখান হইতে প্রস্থান করি এবং পুলিস-সাহেবকে প্রকৃত ঘটনা বিবৃত করিয়া, তোমায় মুক্ত করিয়া দিই। তাহার পর গোপনে সুন্দরীর লাস অন্বেষণ করি। পাছে লোকে সন্দেহ করে ভাবিয়া, সেই বৃদ্ধের বেশ ধরিয়া, নদীর ধারে ধারে, পাহাড়ের উপর এবং নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে বহু অন্বেষণ করিয়াও মুরলার মৃতদেহ বা তাহার হত্যাকারীর কোন সন্ধান পাইলাম না। বরং প্রতি দিন প্রতি পলে আমার মনে তাহার জীবিত সম্বন্ধে দৃঢ় ধারণা জন্মিতে লাগিল। এই সময়ে সাঁকোর উপর রাত্রে সুন্দরী পেত্নীর আবির্ভাবের কথা শুনিয়া, ঐ চক্রের চক্রীর সন্ধান করিতে পারিলে, আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে ভাবিয়া, এই বাঙ্গাল বৃদ্ধবেশে তোমার এখানে আসিয়াছি।

শিবরাম। আপনি কি উপায়ে অদৃশ্য হইতেন?

শম্ভুজি। অদৃশ্য নয়, অদ্ভুত পরিবর্ত্তন। তোমার স্মরণ থাকিবে, আমাকে ধরিবার জন্য যতবার চেষ্টা হইয়াছে, সকলেই নিকটবর্ত্তী স্থানের মধ্যে আর একজন সম্পূর্ণ নূতন লোককে দেখিয়া আসিয়াছে।

শিব। ঠিক কথা। আপনার ছদ্মবেশকে বলিহারি যাই। এখন ঐ মুরলাই বা কে এবং ঐ পাষণ্ড লোকটাই বা কে, বলুন এবং আমার দ্বারা আপনার কি সাহায্য হইতে পারে?

শম্ভুজি সহসা শিবরামের কথায় কোন উত্তর না দিয়া, তাহার মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "শিবরাম! তুমি পিস্তল ছুঁড়িতে জান?"

শিব। জানি।

শম্ভুজি। আবশ্যক হইলে, একা পাহাড়ের উপর উঠিতে পারিবে?

শিব। খুব পারিব।

শম্ভুজি। আমি তোমার নিকট এত কথা প্রকাশ করিতাম না কিন্তু আমার একজন সাহসী অথচ বিশ্বাসী সঙ্গীর আবশ্যক হইয়াছে। আমি একা সকল দিকে নজর রাখিতে পারিতেছি না

শিবরাম বিশ্বাসের সহিত তাঁহার সকল আদেশ পালন করিতে প্রতিশ্রুত হইল।

নবম পরিচ্ছেদ।

বিশ্বনাথ।

শম্ভুজি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একবার মাত্র শিবরামের মুখের দিকে কটাক্ষ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—

"পুনানগরে সাহরাম এবং গঙ্গারাম নামে দুই ভাই বাস করিতেন। যৌবনে বিবাহাদির পর পরস্পরে পৃথকভাবে সংসার যাত্রা আরম্ভ করেন। ব্যবসাবাণিজ্যে জ্যেষ্ঠ বেশ উন্নতি করেন,

কনিষ্ঠ গঙ্গারামের অবস্থা তত ভাল ছিল না। কনিষ্ঠ কমলা নামে এক কন্যা রাখিয়া, ইহলোক ত্যাগ করেন। জ্যেষ্ঠ সাহ-রামের পত্নীও এক কন্যা প্রসব করেন। তাহার নাম হইল মুরলা।

"মুরলার জন্মগ্রহণের পর হইতেই সাহরামের পত্নী শয্যাগত হইয়া পড়েন। সাহরাম পত্নীকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। মুরলার বয়স যখন তিন বৎসর, তখন তাঁহার পত্নীর মৃত্যু হয়। সাহরাম পত্নীশোকে একান্ত কাতর হইয়া পড়েন। এই সময়ে আর এক ঘটনা ঘটে, একজন জ্যোতিষী সাহরামের করকুষ্ঠি দেখিয়া বলেন, পঞ্চদশ বৎসরের মধ্যে পিতাপুত্রীতে সাক্ষাৎ হইলে, একজনের প্রাণের হানি হইবে। কন্যাবৎসল পিতা মুরলার জীবনাশঙ্কা করিয়া, বহুদিনের পরিচারিকা হীরা বাইয়ের উপর কন্যার রক্ষণাবেক্ষণের ভার সমর্পণ পূর্ব্বক, বিষয় আশয়ের বন্দোবস্ত করিয়া, বাটী হইতে বহির্গত হন।

"তিনি বিন্ধ্যাচল পার হইয়া, ইন্দোরে আসিয়া বাস করেন। এদিকে মুরলা ধাত্রী হীরাবাইয়ের তত্ত্বাবধানে দিনে দিনে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। হীরাবাই তাহাকে কন্যানির্ব্বিশেষে পালন করিত। অর্থাভাব ঘটিত না, সাহরাম মাসে মাসে টাকা পাঠাইয়া দিতেন কিন্তু তিনি কোথায় এবং কি জন্য স্বদেশ এবং কন্যা ত্যাগ করিয়া, বিদেশবাসী হইয়াছেন, বড় একটা কেহ জানিত না!

"কমলা মুরলা অপেক্ষা তিন চার বৎসরের বড়। কমলা মাতুলালয়ে বাস করিত, সেইজন্য উভয়ের মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ বড় একটা হইত না, তবে মধ্যে মধ্যে পত্রের আদানপ্রদান চলিত।

"মুরলার বয়স যখন নয় বৎসর, তখন হঠাৎ একদিন সাহরামের নিকট হইতে একজন লোক মুরলাকে তাহার পিতার নিকট লইয়া যাইবার জন্য আসিল। মুরলা পিতাকে দেখিবার জন্য সানন্দচিত্তে তাহার সহিত গমন করিল কিন্তু সেই লোকটী মুরলাকে তাহার পিতার নিকট লইয়া না গিয়া, সাহপুরে তারাবাই নাম্নী এক বিদুষী রমণীর নিকট রাখিয়া যায়। মুরলা অগত্যা তারাবাইয়ের তত্বাবধানে থাকিয়া, লেখাপড়া এবং শিল্পকলা শিক্ষা করিতে লাগিল।

"সাহরাম ইন্দোরে থাকিয়া, বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। এখানেও তাঁহার অনেক বন্ধুবান্ধব জুটিয়াছিল। সাহরাম তাঁহার যাবতীয় বিষয়সম্পত্তি উইল করিয়া, তাঁহার দুইজন বন্ধুকে অছি নিযুক্ত করিয়া যান। উইল করিবার ছয় মাস পরেই তাঁহার হঠাৎ মৃত্যু হয়।

"মৃত্যুর পর অভিভাবকগণ উইল খুলিয়া দেখিলেন, মৃত সাহরাম তাঁহাদের হেপাজাতে কন্যার জন্য নগদ এবং স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তিতে প্রায় দুই লক্ষ টাকা রাখিয়া গিয়াছেন। তবে উইলের মধ্যে আরও উল্লেখ ছিল, যদি মুরলার সন্তানাদি না হয়, এবং স্বামীর অগ্রে তাহার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে অর্দ্ধেক সম্পত্তি আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী কমলা এবং অপরার্দ্ধ মৃত মুরলার স্বামী পাইবে। আর যদি মুরলার বিবাহের পূর্ব্বেই তাহার মৃত্যু হয়, তবে সমগ্র সম্পত্তি উইলের সর্ত্তানুসারে কমলাই ভোগদখল করিবে।

"ইত্যবসরে একজন অভিভাবকের মৃত্যু হইল। এখন কেবল গণপতি সিং রহিলেন। গণপতি সিং মহাবিপদে পড়িলেন। মুরলা

জ্যেষ্ঠতাতের মৃত্যুসংবাদ জ্ঞাপন করিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। যাহাকে পাঠাইলেন, তাহাকে উইলের কথা উল্লেখ করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন।

"বিবাহের পর কমলা স্বামীর সহিত বাস করিতেছিলেন। তাঁহার স্বামীর নাম কিষণজী। সে যে কিরূপ পাষণ্ডপ্রকৃতি ক্রমশঃ তাহার পরিচয় পাইবে। তবে আপাততঃ এইমাত্র জানিয়া রাখ, তাহার মত ধূর্ত্ত পিশাচ আর নাই। অনেকবার জেল খাটিয়াছে। যে লোক সাহরামের মৃত্যুসংবাদ দিতে আসিয়াছিল, সে কিষণজীর মত তত চালাক নহে। কিষণজী কলে কৌশলে উইলের সকল বিষয়, বিশেষতঃ তাহাতে তাহাদের লাভালাভ কতদূর আছে, জানিয়া লইল।

"মুরলার ধাত্রী এখন কমলার নিকটেই আছে। মুরলার প্রতি তাহার পূর্ব্বস্নেহের এখনও কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। একদিন রাত্রে কমলার শয়নকক্ষের পাশ দিয়া, তাহার নির্দ্দিষ্ট প্রকোষ্ঠে শয়ন করিতে যাইতেছে, এমন সময়ে স্বামী স্ত্রীর কথোপকথনের মধ্যে সাহরাম এবং মুরলার নামোল্লেখ শুনিয়া, সে দাঁড়াইয়া গেল। তাহার পর যাহা শুনিল, তাহাতে তাহার হৃদয়ের রক্ত জল হইয়া গেল। সাহরামের মৃত্যু সংবাদ সে পূর্ব্বে শোনে নাই কিংবা তিনি যে, কোন উইল করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাও তাহার জানা ছিল না। কমলা এবং কিষণজীর কথাবার্ত্তা হইতে এক্ষণে সমস্ত বুঝিয়া লইল। তাহারা যে, মুরলাকে বঞ্চিত করিয়া, তাহার সর্ব্বনাশ করিতে ষড়যন্ত্র করিতেছে, তাহা বেশ বুঝিতে পারিল। কিন্তু সে দুর্ব্বলা, সহায়-সম্পত্তিহীনা স্ত্রীলোক মাত্র। কি উপায়ে তাহার কন্যাপ্রতিম মুরলাকে পিশাচ-পিশাচীর কবল হইতে রক্ষা

করিবে, তাহা ভাবিয়া পাইল না। মুরলা যে কোথায়, জীবিত কি মৃত, তাহাও তাহার জানা নাই।

"মুরলার সহিত কমলার দেখা সাক্ষাৎ না হইলেও, দুই ভগ্নীর মধ্যে সময়ে সময়ে পত্রের আদান প্রদান চলিত। কমলার নিকট মুরলার ভিন্ন ভিন্ন বয়সের কয়খানি ফটোচিত্রও ছিল। হীরা তাহা জানিত। একদিন কৌশলে মুরলা এবং কিষণজীর দুইখানি চিত্র স্থানান্তরিত করিয়া রাখিল। সে তাহাদিগকে খুব নজরে নজরে রাখিয়াছিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু করিতে পারিল না। একদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখিল, পক্ষী পক্ষিণী উড়িয়াছে। হীরা বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িল। সহসা একটা কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল। বিশ্বনাথকে সংবাদ দিলে হয় না?"

শিবরাম এতক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া শুনিতেছিল, এক্ষণে সহসা বলিয়া উঠিল, "কে বিশ্বনাথ? পুনার বিখ্যাত গোয়েন্দা?"

শম্ভুজি ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "হাঁ। হীরার মনে ঐ কল্পনা উদ্ভূত হইবা মাত্র, তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে যথাযথ সকল বিষয় জ্ঞাপন করিল। বিশ্বনাথ তাহার প্রতিবাসী, পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার সহিত তাহার জানাশুনা ছিল। তিনি হীরাকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া, যাবতীয় ঘটনা তাঁহার উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর নিকট বিবৃত করেন। পুলিস সাহেব তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে কিষণজীর অনুসরণ করিতে অনুমতি দেন। কিষণজী নামজাদা বিখ্যাত বদমায়েস। পুলিসের গুপ্ত ডায়েরিতে তাহার নাম, ধাম এবং কার্য্যবিবরণীর উল্লেখ ছিল।"

শম্ভুজি মুহূর্ত্তমাত্র থামিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "কিষণজী ইন্দোরে আসিয়া বুঝিল, তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ কোন লোক

আসিয়াছে। অছি বা অভিভাবকের নিকট কমলাকে উপস্থিত করিয়া কিষণজী কহিল, 'আজ তিন বৎসর হইল মুরলার মৃত্যু হইয়াছে, সুতরাং তাহার অবর্ত্তমানে উইলের সর্ত্তানুসারে সমস্ত বিষয়, এক্ষণে আমার এই স্ত্রীতে বর্ত্তিতেছে। আপনি সমস্ত বুঝাইয়া দিন।' অছি গণপতি সিং তাহা অপেক্ষা আরও চতুর। সে তাহার কথায় বিশ্বাস না করিয়া, তাহাকে বিদায় করিয়া দিল। কিষণজী তখন অন্য উপায় দেখিতে লাগিলেন। প্রাণপণ করিয়া স্বামী স্ত্রীতে ক্রমে ক্রমে নগরে নগরে মুরলার অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। যে বিদুষী রমণীর নিকট মুরলা ছিলেন, তিনিও সহসা কোন কার্য্যবশতঃ স্থানান্তরে গিয়া বাস করাতে এবং সম্প্রতি প্রায় দুই বৎসর যাবৎ উভয় ভগ্নীর মধ্যে পত্র লেখালেখি না থাকাতে, কমলা বা কিষণজী মুরলার বর্ত্তমান ঠিকানা জানিত না। সুতরাং তাহাদিগকেও কিছু বেগ পাইতে হইল। অবশেষে বহু পরিশ্রমের পর কিষণজী তাঁহার সন্ধান পাইয়া, একখানা জাল পত্র সহ তথায় উপস্থিত হয় এবং রমণীর সমস্ত পাওনা-গণ্ডা বুঝাইয়া দিয়া, মুরলাকে লইয়া প্রস্থান করে। সরলা বালিকা এতদিনের পর পিতৃপদ দেখিতে পাইবে ভাবিয়া, আনন্দের সহিত কিষণজীর সহিত বাটীর বাহির হয়। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই তাঁহার মোহ ভঙ্গ হইল। বুঝিতে পারিলেন, লোকটী প্রতারক। প্রতারণা করিয়া তাঁহাকে লইয়া আসিয়াছে। বিশ্বনাথ বরাবর কিষণজীর অনুসরণ করিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু একজন পথ-প্রদর্শকের ভ্রান্তিবশতঃ কিষণজীর প্রস্থানের বারঘণ্টা পরে, তিনিও সেই বিদুষী রমণীর বাটীতে উপস্থিত হন। হায়! যদি কিছুপূর্ব্বে তিনি তথায় পৌছিতে পারিতেন, তাহা হইলে, আজ এতগুলা

নির্ম্মম হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইত না। সামান্য পদস্খলন হওয়াতেই, এতখানি দুর্দ্দৈব ঘটিয়া গেল। পাষণ্ড মুরলাকে লইয়া, বিনোদ-পুরে আসিয়া, গাড়ী ভাড়া করে এবং তোমার এখানে আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহার পর যাহা যাহা ঘটিয়াছে, তুমি প্রায় সবই জান। হতভাগ্য গাড়োয়ান এবং হতভাগিনী ঝরিয়া তাহার হস্তে নির্দ্দয়ভাবে নিহিত হইয়াছে। মুরলাও এতদিন মরিত কিন্তু দুইটী কারণে সে পথে অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছে। প্রথম বিশ্বনাথের ভয়, দ্বিতীয় মুরলার প্রাণমনোহারী যৌবনশ্রী। পাষণ্ড এখন অন্যবিধ উপায়ের চেষ্টা দেখিতেছে।"

শিবরাম এতক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া, বক্তার কথাগুলি শুনিয়া যাইতেছিল। সহসা তাহার মনে একটা সন্দেহ উপস্থিত হওয়াতে, জিজ্ঞাসা করিল,—"বিশ্বনাথ এখন কোথায় ?"

শম্ভুজি। তোমার সম্মুখে।

বিস্ময়ে শিবরামের চক্ষু বিস্ফারিত হইল। প্রায় একমিনিট কাল বাক্য নিঃসরণ হইল না। অবশেষে কহিল,—"আশ্চর্য্য !"

হাসিয়া শম্ভুজি বা পুনার বিখ্যাত ডিটেক্‌টিভ বিশ্বনাথ কহি-লেন, "কিছুই নয়। তুমি আমার বক্তব্য সমস্ত শুনিলে। কিষণ-জীর ভীষণ পাপ এবং তাহার ষড়যন্ত্রের বিষয়ও সমস্ত অবগত হইলে, এক্ষণে বল, আমায় কোন কোন বিষয়ে সাহায্য করিতে পারিবে কি না ? অবশ্য তাহার জন্য যথেষ্ট পুরস্কার পাইবে।"

শিব। পুরস্কারের লোভ না দেখাইলেও, আমি সহজে এবং সানন্দে আপনার প্রস্তাবে সম্মত হইতাম।

বিশ্ব। উত্তম। ঐ পাহাড় হইতে উপরে উঠিবার কিংবা নামিবার আর দ্বিতীয় পথ আছে কি না ?

শিব। আছে, কিন্তু বড় দুর্গম এবং এখান হইতে বহুদূরে।

বিশ্ব। শঙ্কর বাবার আশ্রমে অর্থাৎ সেই উপত্যকায় নামিবার আর কয়টী পথ আছে ?

শিব। আমাদের এদিকে আর নাই, ঐ একটী মাত্র। তবে উহার বিপরীত দিকে আরও আছে।

বিশ্ব। তুমি পাহাড়ে উঠিবার নামিবার যে দুর্গম পথের উল্লেখ করিলে, সে পথ দিয়া কোন কোমলাঙ্গী স্ত্রীলোক যাইতে পারে কি না ?

শিব। অসম্ভব।

বিশ্ব। বৃষ্টি থামিয়া রৌদ্র উঠিয়াছে। আমি পাহাড়ের উপর উঠিব, যে পর্য্যন্ত না নামিয়া আসি, তোমাকে ঐ পথের উপর নজর রাখিতে এবং সম্ভবতঃ রাত্রে আমার সহিত তোমায় যাইতে হইবে।

শিব। যাইব।

বিশ্ব। কিন্তু সাবধান, একবর্ণও যেন প্রকাশ না হয়।

শিবরাম হাসিয়া কহিল, "স্ত্রীপুত্র না থাকিলেও, প্রাণের প্রতি আমার একটা মমতা আছে।

বিশ্বনাথ আর কোন কথা কহিলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে একটী ক্ষুদ্র পুলিন্দা লইয়া, কক্ষ হইতে বহির্গত হইলেন। শিবরাম নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে মনোযোগ দিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

চতুরে চতুরে।

বেলা যখন তৃতীয় প্রহর, বিশ্বনাথ পুনরায় সেই পাহাড়তলীতে, সেই পার্ব্বত্য কুঞ্জকুটীরে উপস্থিত হইলেন। বহু অন্বেষণেও কিন্তু তথাকার অধিবাসীদের কোন সন্ধান পাইলেন না। তখন পুনরায় পাহাড়ে পাহাড়ে, প্রতি উপত্যকায় ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এখন আর তাঁহার সে বৃদ্ধ বঙ্গালীর বেশ নাই। কিশোর রাজপুতের বেশে পাহাড়ে পাহাড়ে শিকার খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন।

বিশ্বনাথ পাহাড়ে উঠা-নামার পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের আশায়, একটী স্বভাবসুন্দর পাহাড়তলীতে বসিয়া পড়িলেন। সঙ্গে আহার্য্য ছিল, খুলিয়া আহার করিতে লাগিলেন।

প্রদোষ-তপন পশ্চিমে হেলিয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি যে পাহাড়-নিম্নে সমতল ভূখণ্ডে বসিয়া, নিশ্চিন্তমনে আহারকার্য্য সমাধা করিতেছিলেন, তাহার উপরিভাগে বিচরণশীল কোন প্রাণীর চলচ্ছায়া নিম্নে তাঁহার পুরোভাগে আসিয়া পড়িল। আহার বন্ধ হইল। মনোযোগপূর্ব্বক লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া বুঝিলেন, ছায়া মানবের। কয়েকজন লোক সাবধানতার সহিত, পাহাড়ের উপর ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে। সম্ভবতঃ শত্রুপক্ষ,—তাঁহারই অন্বেষণ করিতেছে। পরমুহূর্ত্তে ছায়া অদৃশ্য। তিনি সে স্থান হইতে

সরিয়া বসিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ছায়া পুনরায় পতিত হইল, এবার বিভিন্ন দিক হইতে। সঙ্গে সঙ্গে গুড়ুম করিয়া, একটা শব্দ হইল এবং পূর্ব্বে যে স্থানে বসিয়াছিলেন, তাহার নিকটবর্ত্তী পর্ব্বত গাত্রে কয়েকটা গুলি আসিয়া প্রতিহত হইল। বিশ্বনাথ পাঁহাড় হইতে নামিবার পথে একটা ঝোপের অন্তরালে হামা-গুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িলেন।

প্রায় পনের মিনিট পরে, তিন জন ভীমাকৃতি পাহাড়ী লোক নামিয়া আসিল। তাহারা, বিশ্বনাথ যে স্থানে পড়িয়াছিলেন, সেই স্থানটা অতিক্রম করিবা মাত্র, তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বজ্রকর্কশস্বরে তাহাদিগকে অগ্রসর হইতে নিষেধ করিলেন। তাহারা মুখ ফিরাইয়া দেখিল, পশ্চাতে শমন-কিঙ্করের মত এক রাজপুত যুবক, তাহাদের মস্তক লক্ষ্য করিয়া, দুই হাতে দুই পিস্তল লইয়া দণ্ডায়মান। তাহারা এইরূপভাবে সহসা আক্রান্ত হইয়া, হতবুদ্ধি এবং স্তম্ভিত হইয়া পড়িল।

বিশ্বনাথ পুনরপি আরক্তনেত্রে এবং কুলিশ-কঠোররবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোদের মধ্যে কে, এইমাত্র আমার প্রতি গুলি নিক্ষেপ করিল ? বল শীঘ্র বল, নচেৎ আমি তিনটা মাথাই উড়াইয়া দিব।"

তাহারা ভীত হইয়া কহিল, "আমরা শিকার করিতে বাহির হইয়াছি। আপনাকে গুলি মারিব কেন মহাশয় !"

বিশ্বনাথ কহিলেন,—"বটে !"

তাহাদের কথার প্রত্যুত্তরে ঐ একটী মাত্র কথা তাঁহার মুখ হইতে উচ্চারিত হইল কিন্তু উহা এমনিভাবে এবং এমনি স্বরে বাহির হইল যে, তাহা শ্রুতমাত্র পাহাড়ীদের আপাদ-মস্তক কাঁপিয়া

উঠিল। বিশ্বনাথ মুহূর্ত্তমাত্র নীরব থাকিয়া, পশ্চাতে কাহার পদ শব্দ শুনিয়া, সেই দিকে মুখ ফিরাইলেন। ইত্যবসরে একজন পাহাড়ী তাহার বন্দুক উত্তোলন করিল। বিশ্বনাথের পশ্চাতে মুখ ফিরান একটা ছলমাত্র। নিমেষমধ্যে সেই উদ্যত-বন্দুক পাহাড়ীর দিকে ভ্রুকুটী করিয়া চাহিবা মাত্র, সে ভয়ে জড়সড় হইয়া বন্দুক নামাইয়া লইল। ইত্যবসরে বিশ্বনাথ নিকটবর্ত্তী লোকটার হাত ধরিয়া, এক ঝাঁকুনি মারিলেন। লোকটা চীৎকার করিতে করিতে, মাটিতে পড়িয়া গেল। অপর দুই জন অবসর বুঝিয়া পলায়ন করিল। তাহাদিগকে আটক রাখা বিশ্বনাথের অভিপ্রায় নয়। ঐ একজনেই তাঁহার কার্য্যসিদ্ধি হইবে।

বিশ্বনাথ লোকটাকে উঠিতে আদেশ করিলেন। সে উঠিলে কহিলেন, "আমি কাহাকেও না বলিয়া কহিয়া, সহসা চোর ডাকাতের মত খুন করিতে ভালবাসি না। শোন্, শীঘ্রই আমার হাতে তোর মৃত্যু হইবে, তোকে পাঁচ মিনিট সময় দিলাম। ইহার মধ্যে ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিয়া মরিতে প্রস্তুত হ'?"

লোকটা তাঁহার পদতলে পড়িয়া কহিল,—"আমায় ক্ষমা করুন। আমায় মারিবেন না। আমার কোন দোষ নাই। আমি বন্দুক ছুড়ি নাই।"

বিশ্বনাথ। তুইত সঙ্গে ছিলি? যাক, এখন আমি যা জিজ্ঞাসা করিব, যদি সত্য উত্তর দিস, ছাড়িয়া দিব, নচেৎ একটী গুলিতে তোর মাথার খুলিটা উড়াইয়া দিব।

পাহাড়ী। যাহা জানি বলিব।

বিশ্ব। তোরা কাহার লোক?

পাহাড়ী। কাহার লোক?

বিশ্ব। হাঁ,—কে তোদের আমাকে খুন করিতে নিযুক্ত করিয়াছে ?

পাহাড়ী। কৈ—কেহ না।

বিশ্বনাথ গিরিপৃষ্ঠে পদাঘাত করিয়া, পুনরায় পিস্তল উদ্যত করিয়া কহিলেন, "কেহ তোদের নিযুক্ত করে নাই ?"

পাহাড়ী নীরব। বিশ্বনাথ পিস্তল নামাইয়া তাহার দক্ষিণ হস্তের কব্জিটা চাপিয়া ধরিলেন। সর্পের পৃষ্ঠে যষ্টির আঘাত করিলে, যন্ত্রণায় সে যেমন ছট্‌ফট্ করিতে থাকে, বিশ্বনাথ কর্তৃক ধৃতহস্ত পাহাড়ীও তদ্রূপ করিতে লাগিল। তাহার আর্তনাদে গিরি-উপত্যকা প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। কহিল,—"ছাড়ুন, ছাড়ুন, সমস্তই বলিতেছি।"

বিশ্বনাথ হাত ছাড়িয়া দিলেন। পাহাড়ী তখনও মুখ বিকৃত করিতে করিতে কহিল,—"তাহা হইলে, মহাশয় আমার জীবন যাইবে। আমার দ্বারা কোন কথা প্রকাশ হইয়াছে জানিলে, আমায় খুন করিবে।"

বিশ্ব। আমি কোনরূপে প্রকাশ করিব না।

পাহাড়ী। সাত দোহাই আপনার।

বিশ্বনাথ। নিশ্চিন্ত থাক। এখন বল তোমরা কাহার লোক ?

পাহাড়ী। আমরা যোধমলের লোক।

বিশ্ব। কে সে ? কি করে ?

পাহাড়ী পুনরায় নীরব। বিশ্বনাথ পুনরায় হস্ত উত্তোলন করিলেন। পাহাড়ী ভয় পাইয়া বলিল,—"মদ চোঁওয়ায়।"

বিশ্ব। কোথায় ?

পাহাড়ী। এই পাহাড়েরই উপর।

কোথায় মদের ভাটী, পাহাড়ী তাঁহাকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিল।

বিশ্ব। যোধমলকে আমি চিনি না। তাহার সহিত কোন কালে আমার শত্রুতা নাই। সে আমাকে খুন করিবার জন্য গুণ্ডা নিযুক্ত করিল কেন?

পাহাড়ী। আপনি কোম্পানির গোয়েন্দা। মদের চোরা ভাটী খুঁজিতে পাহাড়ে উঠিয়াছেন।

বিশ্ব। কে তোমাদের প্রভুকে এ সংবাদ দিল?

পাহাড়ী। সে একটা লোক। যোধমলের সহিত তাহার হালে আলাপ হইয়াছে।

বিশ্ব। লোকটাকে দেখিতে কেমন?

পাহাড়ী তাহার আকৃতি বর্ণন করিল। বিশ্বনাথ চমকিয়া উঠিলেন। প্রকৃতিস্থ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে লোকটা কোথায়?"

পাহাড়ী। আজ দুপর বেলায় আসিয়া, আপনি যে, পাহাড়ে উঠিয়াছেন, তাহার সংবাদ দিয়া গেল।

বিশ্ব। সে একা, না তাহার সঙ্গে আর কেহ থাকে?

পুনরায় পাহাড়ী নীরব। কিন্তু বিশ্বনাথের ভ্রুকুটীকুটিল কটাক্ষের প্রতি দৃষ্টি সম্বদ্ধ হওয়াতে কহিল,—"মহাশয়! সে অনেক কথা। সে কথায় আপনার কোন প্রয়োজন নাই।"

বিশ্ব। সে আমি বুঝিব। তোমায় যাহা জিজ্ঞাসা করিলাম বল?

পাহাড়ী একে একে সমস্ত কহিল। তাহার সারার্থ,—

একদিন অতি প্রত্যূষে ঐ লোকটা একটী সুন্দরী স্ত্রীলোককে সঙ্গে লইয়া, পাহাড়ের উপর উপস্থিত হয় এবং যোধমলের সহিত খানিকক্ষণ পরামর্শের পর, স্ত্রীলোকটীকে এক দুর্গম স্থানে লুকাইয়া রাখিয়া দেয়। সেই অবধি সেই লোকটা যোধমলের সহিত আসিয়া প্রত্যহ সাক্ষাৎ করিয়া যায়।

লোকটা যে কে, বিশ্বনাথের বুঝিতে বাকী রহিল না। তথাপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "লোকটার নাম কি শোন নাই ?"

পাহাড়ী। আজ্ঞা না।

বিশ্ব! যে যুবতী স্ত্রীলোককে লোকটা লুকাইয়া রাখিয়াছে বলিলে, সে ইচ্ছাপূর্ব্বক, তাহার সঙ্গে গেল, না তাহাকে জোর করিয়া লইয়া যাইতে হইল ?

পাহাড়ী। মেয়েটা বড়ই কাঁদাকাটি করিতেছিল, কিছুতেই তাহার সঙ্গে যাইবে না। শেষে যোধমল শুদ্ধ তাহার সহিত যোগ দিয়া, একরূপ টানিয়া ছিঁড়িয়া তাহাকে রাখিয়া আসিল।

বিশ্বনাথ কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া কহিলেন,—"তুমি যাইতে পার।"

লোকটা ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিয়া, হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। বিশ্বনাথ ধীরে ধীরে পাহাড় হইতে নামিয়া, শিবরামের পান্থশালায় ফিরিয়া আসিলেন। আসিতে আসিতে ভাবিলেন, শুদ্ধ তিনি তাহার উপর লক্ষ্য রাখিতেছেন না, সেও প্রতিপদে তাঁহার গতি বিধির উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেছে এবং কৌশলে তাঁহার নিপাত সাধন করিবার জন্য ঘুরিতেছে।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

উদ্ধার ও অন্তর্ধান।

বাসায় ফিরিয়া বিশ্বনাথ, শিবরামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যোধমল কেমন লোক ?"

শিবরামের মুখখানি শুথাইয়া গেল। কহিল, "বড় ভাল নয়।"

বিশ্ব। কি করে ?

শিব। ব্যবসা।

বিশ্ব। কিসের ?

শিবরাম নীরব। তাহাকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া, কহিলেন, "পাহাড়ের উপর তাহার মদের ভাটী আছে। যে স্থানে ভাটী, সে স্থানটা কেমন ?"

শিব। বড়ই দুর্গম এবং বিপদসঙ্কুল। অনেকবার অনেক গোয়েন্দা-পুলিস তাহার সন্ধানে যাইয়া প্রাণ হারাইয়াছে।

সে দিবস আর কোন কথাবার্ত্তা হইল না। পর দিবস সন্ধ্যার পূর্ব্বে শিবরাম ছদ্মবেশ ধরিয়া, পাহাড়ের অন্য দিকে উঠিল। সে কেবল ছল মাত্র। কারণ বিশ্বনাথের বিশ্বাস, শত্রুপক্ষও তাঁহার গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছে। সেই জন্য তাহাদিগকে বিপথগামী করিবার জন্য শিবরামকে বিভিন্নপথে প্রেরণ করিয়া, নিজের পথ পরিষ্কার করিয়া রাখিলেন। তাহার প্রস্থানের অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে, বিশ্বনাথ যোধমলের আড্ডার অভি-

মুখে যাত্রা করিলেন, এবং সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পরে, তাহার নিকট-বর্ত্তী এক উপত্যকায় উপস্থিত হইলেন।

সে স্থানটী অতি ভয়ঙ্কর। দুই দিকে উচ্চ পাহাড়। মধ্য দিয়া অপ্রসর পথ। সে পথ আবার এত দুর্গম যে, পদে পদে পদস্খলিত হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা যথেষ্ট। বিশ্বনাথ সহসা সম্মুখে কাহার পদশব্দ শুনিয়া, স্তম্ভিত হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। কাণ পাতিয়া শুনিয়া বুঝিলেন, বাস্তবিকই কোন লোক তাঁহার দিকে আসিতেছে। পাশেই একটা গহ্বর ছিল, তিনি তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার অনুমান মিথ্যা নয়। অন্ধকারের মধ্যে একজন লোককে অতি সন্তর্পণে আসিতে দেখি-লেন। প্রথমে মনে করিয়াছিলেন, আগন্তুক কিষণ জি। কিন্তু অন্ধকারে তাহার আকৃতি স্পষ্ট দেখিতে না পাইলেও, তাহার চলন-ভঙ্গিমা এবং কার্য্যকলাপ দেখিয়া বুঝিলেন, সেও তাঁহারই মত কোন অপরিচিত ব্যক্তি। যাহা হউক, তিনি আর অধিকক্ষণ ভাবিবার অবসর পাইলেন না। লোকটা সেই গহ্বরের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল এবং তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ইতস্ততঃ কি অন্বেষণ করিতে লাগিল। বিশ্বনাথ নীরব নিস্পন্দ। আগন্তুক অস্ফুটস্বরে কহিল, "কৈ, কাহাকেও ত দেখিতে পাইতেছি না, কিন্তু নিশ্চয়ই আমি কাহারও পদশব্দ শুনিয়াছি।"

আগন্তুক প্রায় পনের মিনিট কাল নীরবে অপেক্ষা করিল। তাহার পর হামাগুড়ি দিয়া, নিঃশব্দে অগ্রসর হইতে লাগিল। বিশ্বনাথ গহ্বর হইতে বাহির হইয়া, তাহার অনুসরণ করিয়া চলিতে লাগিলেন। কিছুদূর এইরূপে অগ্রসর হইবার পর, অপরিচিত ব্যক্তি পকেট হইতে একটী ক্ষুদ্র আঁধারে লণ্ঠন বাহির করিলেন।

উহার মধ্য হইতে অতি তীব্র কিন্তু অতি সূক্ষ্ম আলোকরশ্মি বাহির হইয়া, সম্মুখস্থ পাহাড়-গাত্রে একটী অতি ক্ষুদ্র আলোকবিন্দুর মত প্রতিফলিত হইতে লাগিল। বিশ্বনাথ বুঝিলেন, অপরিচিত নিশ্চয় কোন পুলিস-কর্ম্মচারী। বে-আইনী মদের ভাটীর সন্ধানে আসিয়াছেন। এখন কি উপায়ে তিনি তথায় তাঁহার উপস্থিতি তাঁহাকে জ্ঞাপন করিবেন, ভাবিতে লাগিলেন। পার্শ্বেই পাহাড়ের উপর উঠিবার মত খানিকটা স্থান ছিল। মুহূর্ত্তেই বিশ্বনাথ তাহার উপর উঠিয়া গেলেন এবং উপর হইতে একখানা ছোট পাথর গড়াইয়া দিলেন। নিমিষে পুলিস-কর্ম্মচারীর আলোকটী আবৃত করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন। বিশ্বনাথ দুই তিনবার কাশিলেন। পুলিশ-কর্ম্মচারী শব্দ লক্ষ্য করিয়া, নিকটে আসিবা মাত্র অন্ধকারে অস্পষ্ট একজন মানুষের আকৃতি দেখিতে পাইলেন এবং অবিচলিত-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে ওখানে?"

বিশ্বনাথও অকম্পিত এবং অবিকৃত স্বরে বলিলেন, "স্বপক্ষীয় কোন লোক, কোন বন্ধু।"

কর্ম্মচারী কহিলেন, "ভাল বন্ধু, নীচে নামিয়া আইস। হাত দুটী কিন্তু উপরে তুলিয়া আসিবে।"

বিশ্বনাথ কর্ম্মচারীর সাবধানতায় অসন্তুষ্ট হইলেন না। উভয় হস্ত উপরের দিকে তুলিয়া, বরাবর নামিয়া আসিলেন। কর্ম্মচারী তাঁহাকে সম্মুখে দেখিয়া কহিলেন, "দাঁড়াও।"

বিশ্বনাথ দাঁড়াইলেন। কর্ম্মচারী কহিলেন, "এখন বল তুমি কে?"

বিশ্ব। আমিও তোমারই মত একজন। আমিও একটা অপরাধীর সন্ধানে আসিয়াছি।

কর্ম্ম। কিন্তু বন্ধু! তুমি ভুল বুঝিয়াছ। আমি পুলিস-কর্ম্মচারী নই। আমি ভাটীওয়ালা।

বিশ্ব। অসম্ভব! নিশ্চয়ই আমিও যা, তুমিও তাই। তুমিও যে পুলিস-কর্ম্মচারী আমার—

তাঁহার মুখের কথা মুখে রহিল। তিনি লম্ফ দিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন। পরমুহূর্ত্তে পিস্তলের শব্দে পাহাড়তলী কাঁপিয়া উঠিল। সম্মুখের গিরিগাত্রে কয়েকটা গুলি গিয়া সশব্দে পতিত হইল।

"তুমি ত ভারি গোঁয়ার!" বলিয়া, বিশ্বনাথ লোকটার উভয় হস্ত চাপিয়া ধরিলেন। লোকটার সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু তাহার মুখ দিয়া, একটীও যন্ত্রণার আর্ত্তনাদ বাহির হইল না। বিশ্বনাথ তাহার হাত ছাড়িয়া দিয়া কহিলেন, "তোমার নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য আমাদের উভয়েরই কার্য্যক্ষতি হইল। আমি যে শত্রু নই, এখন তাহা বুঝিতে পারিলে?"

কর্ম্ম। খুব বুঝিয়াছি, নিশ্চয় তুমি শয়তান।

বিশ্ব। শয়তানও নহি বা ভাটীওয়ালাও নহি কিন্তু আমিও তোমারই মত একজন পুলিস-কর্ম্মচারী। তুমি আবগারী-গোয়েন্দা, চোরা-ভাটীর খোঁজে আসিয়াছ, আমি একজন অপরাধীর সন্ধানে আসিয়াছি।

কর্ম্ম। সত্য বলিতেছ?

বিশ্ব। সত্য বলিতেছি। শত্রু হইলে, তোমার হাত ছাড়িয়া দিতাম না। আমার কবল হইতে তুমি যে, নিজেকে মুক্ত করিতে পার না, তাহা বেশ বুঝিয়াছ।

কর্ম্ম। তাহা হইলে, তুমিও পুলিস-কর্ম্মচারী?

বিশ্ব। পুনার বিশ্বনাথের নাম শুনিয়াছ কি?

কর্ম্মচারীর বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। কি বলিতে যাইতে-ছিলেন কিন্তু বিশ্বনাথ বাধা দিয়া কহিলেন, "এদিকে এস, তোমার পিস্তলের আওয়াজে শত্রুরা আমাদের সন্ধানে বাহির হইয়াছে।"

বাস্তবিকই তাই। সাত আট জন লোক আলোক এবং অস্ত্র লইয়া, তাঁহাদের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। ইত্যবসরে বিশ্ব-নাথ কর্ম্মচারীর সহিত পূর্ব্বকথিত গহ্বরের মধ্যে গিয়া, লুকাইয়া রহিলেন। তাহারা ইতস্ততঃ বিস্তর অন্বেষণ করিল কিন্তু কোথাও শত্রুর সন্ধান না পাইয়া, প্রস্থান করিল।

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে তাঁহারাও গুপ্তস্থান হইতে বহির্গত হইলেন এবং অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর প্রস্থানের পর একটী মোড় ফিরিয়া, উভয়েই স্তম্ভিত হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। সম্মুখে গগনস্পর্শী পর্ব্বতপ্রাচীর। সে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া, অগ্রসর হওয়া, মনুষ্যের পক্ষে অসম্ভব। মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহারা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। পরমুহূর্ত্তে উভয়ে আসে পাশে পথান্বে-ষণ করিতে লাগিলেন। বিশ্বনাথ আবগারী কর্ম্মচারীর নিকট হইতে আলোকটী লইয়া, ইতস্ততঃ খুঁজিতে খুঁজিতে, একটা সামান্য গহ্বর দেখিতে পাইলেন। বিশ্বনাথ সাহসে নির্ভর করিয়া, তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, গহ্বরমুখ প্রথমতঃ অতি অপ্রসর হইলেও, উহার মধ্য বেশ বিস্তৃত। তিনি গহ্বরমুখে সঙ্গীকে রাখিয়া, তাহার মধ্যে অগ্রসর হইলেন। তাহার মধ্যে সূচীভেদ্য নিবিড় অন্ধকার। সেই অজ্ঞাত প্রদেশে হামাগুড়ি দিয়া আসে-পাশে এবং ঊর্দ্ধে-অধে হস্তসঞ্চালন করিতে করিতে, অকুতোসাহসী বিশ্বনাথ ক্রমশই অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সহসা তাঁহার পথ-রোধ হইল। কোন দিকে আর কোন পথের নিদর্শন খুঁজিয়া

পাইলেন না। কিন্তু তিনি যে, বিপথে আসিয়াছেন, তাহাও তাঁহার বোধ হইল না। কারণ সেই সময়ে নিকটেই কোথায় মনুষ্যের কথোপকথনের শব্দ পাইলেন। তিনি রুদ্ধনিশ্বাসে শুনিতে লাগিলেন। স্বর ক্রমশঃ উচ্চ এবং স্পষ্টীকৃত হইতে লাগিল। বিশ্বনাথ শিহরিলেন। কোন রমণী কাহার নিকট প্রাণ-ভিক্ষা করিতেছে।

রমণী যে, মুরলা এবং পুরুষ যে, পাষণ্ড কিষণ জি, বিশ্বনাথ তাহাদের কথাবার্ত্তা হইতে তাহা নিঃসন্দেহে বুঝিয়া লইলেন। আশে পাসে পর্ব্বতগাত্রে হাত বুলাইয়া দেখিতে লাগিলেন কিন্তু দ্বার কিংবা প্রবেশ-নির্গমের কোন পথ খুঁজিয়া পাইলেন না। তবে কি এতদূর অগ্রসর হইয়া, মুরলার সন্ধান পাইয়া, দূর হইতে তাহার মৃত্যু-যন্ত্রণা, তাহার আর্ত্তনাদ শুনিয়া যাইবেন? কথনই না। যে উপায়ে হউক, তাহাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাইবেন।

সহসা তাঁহার হস্ত একটা ভগ্ন-স্থানে পড়িল। স্থানটী তাঁহার পার্শ্বস্থ পর্ব্বতগাত্রে নয়, কতকটা ঊর্দ্ধে। একটু লক্ষ্য করিয়া বুঝিলেন, উহা ভগ্ন-স্থান নয়। ঐটাই প্রবেশ-নির্গমের পথ। উহার উপরে একখান পাথর চাপান থাকাতে প্রথম হস্তস্পর্শে ঐরূপ বোধ হইয়াছিল। বিশ্বনাথ বাহুবলপ্রয়োগে ধীরে ধীরে পাথরখান সরাইয়া ফেলিবা মাত্র, বেশ স্পষ্ট কথাবার্ত্তা শুনিতে পাইলেন। পুরুষটা তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিতেছে, "আর আমি তোর কোন কথা—কোন ওজর-আপত্তি শুনিব না। আমিই তোর নিকট-আত্মীয়, আমারই উপর তোর পিতা মৃত্যুকালে তোর রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়া গিয়াছে। আমি যতই তোর প্রতি সদ্ব্যবহার করিতেছি, তুই ততই আমার অবাধ্য হইয়া দাঁড়াইতেছিস। এখন বল, আমার প্রস্তাবে সম্মত কি না?"

মুরলা দৃঢ়স্বরে কহিল, "প্রাণ থাকিতে নহে।"

কিষণ। কেন? আপত্তির কারণ কি? আমার স্ত্রী আছে বলিয়া?

মুরলা নীরব। পুনরায় কিষণ জী কহিল, "পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি, তুমি সম্মত হইলেই, তাহাকে ত্যাগ করিব,—খুন করিয়া ভাসাইয়া দিব।"

মুরলা। তোমার মত পাষণ্ড সবই পারে। আমি আত্মহত্যা করিব, তবু তোমার মত পিশাচের পত্নী হইব না।

কিষণ। আমার হাতে কি দেখিয়াছিস? হয় আমাকে বিবাহ করিতে সম্মত হ', আমি তোর সমস্ত বিষয় আশয় উদ্ধার করিয়া দিব, নচেৎ ইহার দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া, পাহাড়তলে ফেলিয়া দিব। তুই মরিলেই কমলা সমস্ত বিভবের অধিকারিণী হইবে। কেবল তোর ঐ মুখখানি দেখিয়া, এতদিন কিছু বলি নাই। আজ প্রথমে তোর সতীত্ব তার পর তোর প্রাণ লইব, ধন ত কমলার আছেই।

এই বলিয়া পাষণ্ড মুরলার হাত চাপিয়া ধরিল। মুরলা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। বিশ্বনাথ আর থাকিতে পারিলেন না। যাহা শুনিয়াছেন তাহাই যথেষ্ট। বেগে তাহাদের পর্ব্বতগুহা বা কক্ষে উপস্থিত হইয়া, ভীমনাদে কহিলেন, "নির্ম্মম পিশাচ! কে কাহার প্রাণ লয় দেখ।"

বিশ্বনাথকে সহসা তথায় উপস্থিত দেখিয়া, কিষণজী কক্ষ ত্যাগ করিয়া, পলায়ন করিল। বিশ্বনাথ মুরলাকে কহিলেন, "কুমারী! ওঠ, মুহূর্ত্ত নষ্ট করিবার সময় নাই। পাষণ্ড এখনই লোকজন লইয়া আসিবে।"

মুরলা কহিল, "তুমি কে?"

বিশ্ব। যেই হই, এখন পরিচয় দিবার সময় নয়। তবে জানিয়া রাম, তোমার শত্রু নই।

মুরলা। শত্রু মিত্র চিনি না। পরিচয় না পাইলে যাইব না।

বিশ্ব। আমি পুনার গোয়েন্দা বিশ্বনাথ।

মুরলা বিশ্বনাথের নাম শুনিয়াছিল। চমকিয়া উঠিল, কহিল, "সত্য বলিতেছ?"

বিশ্ব। সত্য বলিতেছি কিন্তু সুন্দরী শীঘ্র—আর মুহূর্ত্ত নষ্ট করিলে, আমাদের উভয়ের প্রাণ লইয়া যাওয়া ভার হইবে। যাও যাও, শীঘ্র পলাও। ঐ তাহারা আসিতেছে।

এই সময়ে অনেক লোকের দ্রুত পদশব্দ এবং কণ্ঠস্বর ক্রমশঃ তাঁহাদের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। বিশ্বনাথ কহিলেন, "ঐ গহ্বর-দিয়া নীচে নামিয়া পড়িয়া, বরাবর চলিয়া যাও। আমি যাইতেছি। যদি নাও যাইতে পারি, তোমার ভয় নাই। গহ্বরের ওমুখে যিনি দণ্ডায়মান আছেন, তোমাকে নিরাপদ স্থানে লইয়া যাইবেন। যাও, যাও, শীঘ্র পলাও।"

মুরলা গহ্বরপথে প্রবেশ করিল কিন্তু পদ মাত্র অগ্রসর না হইয়া কহিল, "আমি যাইব না।"

বিশ্বনাথ আশ্চর্য্য হইলেন। জিজ্ঞাসিলেন, "কেন?"

মুরলা। আপনি কেন যাইবেন না?

বিশ্বনাথ। উহাদের আক্রমণ হইতে তোমাকে রক্ষা করিব।

মুরলা। উহারা অনেক, আপনি একা,—অসম্ভব। বরং আপনি পালায়ন করুন, মরিতে হয়, আমি এইখানে দাঁড়াইয়া মরিব।

বিশ্ব। আমার জন্য ভয় নাই। তুমি অগ্রে যাও, আমি সহজেই পলাইতে পারিব।

মুরলা। না, আমি আমার উদ্ধারকর্ত্তা, প্রাণদাতাকে বিপদের মাঝে ফেলিয়া, কখনই পালাইব না। মরিতে হয় দুইজনেই এইখানে মরিব।

বিশ্ব। সুন্দরী, কেন তুমি আমাদের উভয়ের জীবননাশের কারণ হইতেছে! যদি আমার কথা শোন, উভয়েরই প্রাণরক্ষা হইবে। যাও, বিলম্ব করিও না। আমি শীঘ্রই তোমার সহিত মিলিত হইব।

মুরলা আর দ্বিরুক্তি করিতে সাহস করিল না। তাঁহার প্রস্থানের অব্যবহিত পরেই শত্রুনিক্ষিপ্ত গুলি আসিয়া, গহ্বরমুখে প্রস্তরখণ্ডে প্রতিহত হইল। একটা, দুইটা, তিনটা পিস্তলের শব্দ হইল, পুনঃ পুনঃ সশব্দে গুলি আসিয়া, তাঁহার আশে পাশে পড়িতে লাগিল। বিশ্বনাথ এখনও নীরব। তিনি ইচ্ছা করিলেই, শত্রুপক্ষের যত জনকে ইচ্ছা খুন করিতে পারিতেন। তাহারা মশালের আলোকে রহিয়াছে—তাঁহার লক্ষ্য অব্যর্থ কিন্তু যতক্ষণ সাধ্য কাহারও প্রাণ লইবেন না—ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য। তাঁহার জীবন নিতান্ত বিপন্ন না হইলে, কখনই তিনি অপরের জীবনের উপর হস্তক্ষেপ করিতেন না। শত্রুগণকে নিকটবর্ত্তী দেখিয়া, একটী পাঁচনলা পিস্তল বাহির করিয়া উপর্য্যুপরি ঘন ঘন পাঁচটী আওয়াজ করিলেন। তাহাদের গুলি সকল কাহারও কাণের নিকট দিয়া, কাহারও মাথার চুলের উপর দিয়া, বোঁ বোঁ শব্দে বাহির হইয়া গেল কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় কাহারও শরীরে লাগিল না। লোকগুলা ভয়ে ছত্রভঙ্গ হইয়া, যে যেদিকে পারিল পলায়ন করিল। তাহাদের নেতা কিষণজীও পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিল। বিশ্বনাথ অবসর বুঝিয়া, আর সে স্থানে মুহূর্ত্ত মাত্র অপেক্ষা করিলেন না। গহ্বরমুখে পাথারখান চাপাইয়া দিয়া, যত শীঘ্র পারিলেন, বাহির হইয়া পড়িলেন।

মুরলা পূর্ব্বেই বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। এক্ষণে অবকারী-গোয়েন্দার সহিত মিলিত হইয়া তিনজনে দ্রুত প্রস্থান করিতে লাগিলেন।

শত্রুপক্ষ তাঁহাদের যে অনুসরণ করিবে, ইহা নিশ্চিত। সেই জন্য তাঁহারা আপাততঃ আনন্দপুরের দিকে অগ্রসর না হইয়া, তাহার বিপরীত দিকে, অন্যপথে যাইতে মনস্থ করিলেন। আবগারী গোয়েন্দা কহিলেন,—"নিকটেই একটা গণ্ডগ্রাম আছে, সেখানে যানবাহনেরও সুবিধা হইতে পারিবে। এই পথেই যাওয়াই ঠিক। তাহার পর রাত্রিশেষ বিনোদপুরের পথে আপনারা গন্তব্য পথে যাইবেন। আমিও বিনোদপুরের থানা হইতে উপযুক্ত লোকজন লইয়া, এদিকে ফিরিব।"

বিশ্বনাথ তাঁহার কথা যুক্তিযুক্ত ভাবিয়া, তাহাতেই সম্মত হইলেন। কোনরূপ যানের যোগাড় করিতে না পারিলে, এ পথ অতিবাহিত করিতে, মুরলার বড়ই কষ্ট হইবে। সেইজন্য আরও তিনি উক্ত প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

তাঁহারা যখন সেই গণ্ডগ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন রাত্রি প্রায় প্রভাত। বিশ্বনাথ মুরলাকে এক পাহাড়ীয় কুটীরে রাখিয়া, যানসংগ্রহ করিতে গেলেন। আবকারী-গোয়েন্দা তাঁহাদের অপেক্ষায় না থাকিয়া, অগ্রেই প্রস্থান করিলেন।

অর্দ্ধঘন্টা পরে বিশ্বনাথ একখানা একাগাড়ী আনিয়া হাজির করিলেন কিন্তু এ কি! মুরলা কোথায়? কুটীরস্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। সে কহিল, "কেন মহাশয়! আপনিই ত একজন লোক পাঠাইয়া, তাহাকে লইয়া গেলেন। আবার এখন অমন করিতেছেন কেন?"

বিশ্ব। আমি লোক পাঠাইয়া দিয়াছি?

পাহাড়ী। হাঁ মহাশয়! সে আসিয়া আপনার একখানা পত্র দেখাইল। স্ত্রীলোকটী কোন কথা না বলিয়া, তাহার সহিত প্রস্থান করিলেন।

বিশ্বনাথ দেখিলেন, তাঁহার এত যত্ন, এত চেষ্টা, সকলই বৃথা হইল। জীবন বিপন্ন করিয়া, মুরলাকে উদ্ধার করিয়াও রাখিতে পারিলেন না। মুরলা পুনরায় শত্রুহস্তে পড়িল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

গণপতি সিং।

বিশ্বনাথ তথায় আর অধিকক্ষণ কালবিলম্ব না করিয়া, শিবরামের বাসায় ফিরিয়া আসিলেন এবং যত শীঘ্র সম্ভব আহারাদি সম্পন্ন করিয়া, তাঁহার জিনিষপত্র যাহা ছিল, লইয়া বহির্গত হইলেন।

সাতদিন অক্লান্ত পরিশ্রমের পর একটু সামান্য সূত্র পাইলেন। শুনিলেন, কিষণজী মুরলাকে লইয়া, ইন্দোরের অভিমুখে প্রস্থান করিয়াছে। একটী বিষয় তাঁহাকে বড়ই চিন্তিত করিয়া তুলিল, লোকমুখে জ্ঞাত হইলেন, এবার মুরলা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তাহার সঙ্গে গিয়াছে।

তিনি সামান্য মাত্র সূত্র ধরিয়া, ইন্দোরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইন্দোর সুবৃহৎ বহুলোকপূর্ণ সহর। তথায় তাহাদিগকে অন্বেষণ করিয়া, বাহির করা বড় সহজ কাজ নয়। তিনি অন্য উপায় ধরিলেন।

একদিন মধ্যাহ্নে গণপতি সিংহের আড়তে গিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝিলেন, গণপতি বড় সহজ লোক নয়। তিনি তাঁহার খাস কামরায় উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "আপনারই নাম কি গণপতি সিংহ?"

গণ। আজ্ঞা হাঁ। আপনার কি প্রয়োজন?

বিশ্ব। আমি মুরলার স্বপক্ষে কতকগুলি বিষয় জানিতে আসিয়াছি।

গণপতির মুখমণ্ডল অপ্রসন্ন হইল। কহিলেন, "আমি যাহাকে তাহাকে মুরলার সংবাদ দিই না। কি নাম আপনার?"

বিশ্বনাথ তাঁহার পরিচয় দিলেন।

গণ। আমি তোমায় চিনি না। তোমার মত কত বিশ্বনাথ আসিয়াছিল। তুমি কি করিতে আসিয়াছ?

বিশ্ব। মুরলার বিষয় যাহাতে অপচয় না হয়, উইলের সর্ত্তানুসারে প্রকৃত অধিকারিণী যাহাতে বিষয়ের অধিকার পায়, তাই দেখিতে আসিয়াছি।

গণ। তোমার মত অপরিচিতের সহিত আমি কোন বৈষয়িক কথাবার্ত্তা কহি না। তুমি এখন যাইতে পার।

বিশ্বনাথ দেখিলেন, এ বড় সহজ লোক নয়। তিনি কিছু রূঢ়স্বরে কহিলেন, "আমি এখানে মহাশয়ের অনুগ্রহপ্রার্থী হইয়া আসি নাই। যাহা বলি, আপনি শুনিতে বাধ্য।"

গণপতি বসিয়াছিলেন। উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং দৃঢ়তার সহিত কহিলেন, "যাও, এখান হইতে চলিয়া যাও। এ আমার বাড়ী, এখানে তোমার হুকুম চলিবে না।"

তাঁহার রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়াও বিশ্বনাথ বিচলিত হইলেন না। পূর্ব্ববৎ বসিয়া রহিলেন। তাঁহার সেই প্রকার তাচ্ছীল্যভাব দেখিয়া, গণপতি আরও জ্বলিয়া উঠিলেন এবং তাঁহার মুখের নিকট হাত নাড়িয়া কহিলেন, "শুনিতে পাইয়াছ ?"

বিশ্ব। শুনিয়াছি। রাগ করিতেছেন কেন, ঠাণ্ডা হইয়া বসুন।

গণ। তুমি এখন যাইবে কি না বল ?

বিশ্ব। না।

গণ। না ? জোর তোমার! গলাধাক্কা না দিলে, বুঝি যাইবে না ?

বিশ্ব। অতটা ভাল নয়!

গণ। এখনও উঠিলে না ?

বিশ্বনাথ নির্ব্বিকার। গণপতির ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রান্ত হইল। তিনি তাঁহাকে ধরিবার জন্য হাত বাড়াইবামাত্র, বিশ্বনাথ তাঁহার কব্জিটা ধরিয়া ফেলিলেন। সিংহ মহাশয়ের তর্জ্জন গর্জ্জন মুহূর্ত্তে থামিয়া গেল। মুখে যন্ত্রণার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। বিশ্বনাথ হাত ছাড়িয়া, অচঞ্চলস্বরে কহিলেন, "এখন ঠাণ্ডা হইয়া বসিয়া, আমার কথাগুলি শোন!"

গণপতি একখানা চেয়ারের উপর বসিয়া, ঐ অদ্ভুতকর্ম্মা লোকটার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিতে লাগিলেন। বিশ্বনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন ভালমানুষের মত আমার কথা শুনিবে কি ?"

গণ। তুমি কি পিশাচ ?

বিশ্ব। দু-জনের মধ্যে একজন বটে।

গণ। কি তোমার দরকার বল ?

বিশ্ব। গোটাকতক কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই।

গণ। বলিয়া যাও ?

বিশ্ব। কিষণজীর সহিত কি আজকাল তোমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল ?

গণ। কিষণজীর বিষয় তুমি কি জান ?

বিশ্ব। আগে আমার কথার উত্তর দাও। সে কি আজকাল তোমার এখানে আসিয়াছিল ?

বিশ্বনাথের তীক্ষ্ণদৃষ্টি সর্ব্বত্র ঘুরিতেছিল। গণপতির গতি লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "সাবধান বন্ধু! ও সব ভাল নয়। ছোরা ছুরিতে হাত দিও না। আমিও নিরস্ত্র হইয়া, তোমার মত ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসি নাই। এখন আমার কথার উত্তর দাও।"

গণ। কিষণজীর সহিত আমার সম্পর্ক কি ? সে আমার নিকট কি করিতে আসিবে ?

বিশ্ব। সে তাহার স্ত্রী কমলার ন্যায্য প্রাপ্য বুঝিয়া লইবার জন্য আসিবে।

গণ। আমার বন্ধু সাহরামের কন্যার যতক্ষণ না মৃত্যুর ন্যায়-সঙ্গত প্রমাণ দেখিতে পাইব, ততক্ষণ সে গচ্ছিত সম্পত্তি কোনক্রমে আমার হস্তান্তর হইবে না।

বিশ্ব। কিষণজী সেই প্রমাণই লইয়া আসিতেছে।

গণ। ও বুঝিয়াছি। তুমিও তাহা হইলে তাহার দলের,

উভয়ে ষড়যন্ত্র করিয়া, মুরলার বিষয়টা ফাঁকি দিবার চেষ্টায় আসিয়াছ।

বিশ্ব। ভুল বুঝিয়াছ। আমার মত কিষণজীর আর দ্বিতীয় শত্রু নাই। আমাকে সে যত ভয় করে, এত ভয় আর কাহাকেও সে করে না। আমি প্রাণপণ-যত্নে সেই পাষণ্ড এবং অপর এক জনের ষড়যন্ত্র নষ্ট করিয়া, মুরলাকে তাহার পিতার তাবৎ সম্পত্তি বুঝাইয়া দিব।

গণ। আর একজন কে?

বিশ্ব। গণপতি সিং—সরলবিশ্বাসী সহরামের বিশ্বাসী বন্ধু।

গণপতি পুনরায় লাফাইয়া উঠিলেন। কিন্তু সহসা আত্মদম করিয়া কহিলেন, "কমলার বা কিষণজীর সকল আশা ফুরাইয়াছে। উইলে লেখা আছে, মুরলার অবর্ত্তমানে কমলা বিষয়ের অধিকারিণী হইবে। কিন্তু মুরলা সুস্থশরীরে স্বচ্ছন্দমনে জীবিত আছে। তাহাকে সনাক্ত করিতে কোন কষ্টই হয় নাই।"

এই সংবাদে বিশ্বনাথ বিচলিত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্য। পরক্ষণে আত্মসংবরণ করিয়া, গণপতির চালের উপর আর এক চাল চালিলেন। সে বড় সহজ চাল নয়—পাকা হাতের পাকা চাল। কহিলেন, "হাঁ, আমিও শুনিয়াছি, মুরলা জীবিত আছে এবং সেই যে, সাহরামের কন্যা তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে কিন্তু তুমিও যে এ সকল বিষয় জ্ঞাত আছ, তাহা আমি জানিতাম না।"

গণপতি ধাকা সামলাইতে পারিলেন না। অসাবধানে বলিয়া ফেলিলেন, "মুরলা জীবিত! বল কি! কোথায়?"

বিশ্বনাথ ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "কেন, তুমি কি জান না?

এই না বলিলে মুরলা জীবিত আছে, তাহাকে উপযুক্ত লোকে সনাক্ত করিয়াছে ?”

গণপতি লজ্জিত হইলেন। নিজের অসাবধানতায় নিজে ধরা দিলেন। ভুল সংশোধন করিবার জন্য কহিলেন, “আমি ঐ রকম সংবাদ পাইয়াছি মাত্র কিন্তু আমি বিশ্বাস করি নাই। ধূর্ত্ত জাল মুরলাকে আমার সম্মুখে হাজির করিয়া, কখনই কাজ হাসিল করিয়া যাইতে পারিবে না।”

বিশ্বনাথের কাজ শেষ হওয়াতে, তিনি আর অধিকক্ষণ অপেক্ষা করা যুক্তিসঙ্গত বোধ করিলেন না। তিনি প্রস্থান করিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

ষড়যন্ত্র।

বিশ্বনাথের প্রস্থানের অর্দ্ধঘণ্টা পরে গণপতিও উঠিলেন এবং মোটামুটি একটা ছদ্মবেশ ধরিয়া, বাটী হইতে বাহির হইলেন, সহরের পশ্চিমাংশে আদৌ ভদ্রলোকের বাস নাই এবং নিতান্ত দায়গ্রস্ত বা আবশ্যক না হইলে, কোন ভদ্রলোক দিনের বেলায় সে দিকে যাতায়াত করে না। গণপতি ঐ অঞ্চলে একটা সরু গলির মধ্যে প্রবেশ করিয়া, কোন লোককে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। যেখানে যেখানে তাহার থাকিবার সম্ভাবনা, সেখানে না পাইয়া সরাপের দোকানে তাহার সন্ধানে প্রবেশ করিলেন। সেখানে কত লোক আসিতেছিল, যাইতেছিল,

কে কাহাকে লক্ষ্য করে। তিনি ছদ্মবেশে থাকিলেও, একজনের দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিলেন না। বিশ্বনাথও কিষণজীর যদি কোন সংবাদ পান ভাবিয়া, এখানে আসিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহারও ছদ্মবেশ। গণপতি প্রবেশ করিবামাত্র তিনি তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন এবং তথায় তাঁহাকে দেখিয়া যারপরনাই বিস্মিত হইলেন।

গণপতি সেখানেও বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিতেছিলেন, এমন সময়ে একটা লোক তথায় উপস্থিত হইলে, তাহার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া কহিলেন, "জান খাঁ! তোমায় না খুঁজিয়াছি কোথায় ?"

জান খাঁ জাতিতে পাঠান। দোহারা চেহারা। দেখিলেই মনে হয়, লোকটা ভয়ানক নিষ্ঠুর এবং ধড়ীবাজ। জান খাঁ কহিল, "কোন কাজ আছে না কি ?"

জান খাঁর মুখের উপর দৃষ্টি পড়িবামাত্র, বিশ্বনাথ চমকিয়া উঠিলেন। সে যে তাঁহার পরিচিত। বোম্বাই অঞ্চলের পুলিস মাত্রেই তাহাকে অল্প বিস্তর জানে। সকলেরই ধারণা, টাকার জন্য জান খাঁ সবই করিতে পারে। এরূপ কীর্ত্তিমান লোকের সহিত গণপতিকে কথা কহিতে দেখিয়া, বিশ্বনাথ ছলক্রমে তাহাদের নিকটে আসিয়া উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইলেন।

গণপতি কহিলেন, "কাজ না থাকিলে, তোমায় এত করিয়া খুঁজিব কেন ? জরুরি কাজ। কাল সন্ধ্যা নয়টার পর দৌলতবাগে উপস্থিত থাকিবে। যে লোকটার সহিত আমি কথা কহিব, তাহাকে বেশ করিয়া চিনিয়া লইবে। তাহার পর রাত্রের মধ্যেই বুঝিয়াছ ?—টাকার জন্য ভাবনা নাই।"

"যে আজ্ঞা হুজুর" বলিয়া, জান খাঁ লাফাইয়া উঠিল। কহিল, টাকার জন্য আপনার সহিত কখনও কি বাক-বিতণ্ডা করিয়াছি।"

তাহার পর আরও দুই চারিটী ফিস-ফাস কথাবার্ত্তার পর দুই জনে দুই দিকে প্রস্থান করিল।

পর দিবস প্রাতঃকালে একখানা দৈনিক সংবাদপত্র পড়িতে পড়িতে, বিশ্বনাথ শিহরিয়া উঠিলেন। বিজ্ঞাপনটী এইরূপ :—

"যে ভদ্রলোক গণপতি সিংহের আড়তে গতকল্য মৃত ধনী সাহরামের উইল এবং তাঁহার অনুদ্দিষ্টা উত্তরাধিকারিণীর সংবাদ জানিতে আসিয়াছিলেন, অদ্যরাত্রি নয়টার সময় দৌলতবাগে উপস্থিত হইলে, বিশেষ উপকৃত হইব।"

বিশ্বনাথ বিজ্ঞাপনটী পুনঃ পুনঃ পাঠ করিলেন। গতকল্যকার সরাপের দোকানের ঘটনাটী স্মরণ হওয়াতে, মনে মনে একটু হাসিয়া কহিলেন, "ভাল গণপতি! তোমার গুণ্ডা জান খাঁ আমার কি কতদূর করে, একবার দেখিব!"

* *   * * *   * * *

নির্দ্দিষ্ট সময়ে বিশ্বনাথ দৌলতবাগে উপস্থিত হইলেন। রাত্রি হইয়াছিল, তথাপি তখনও বহুলোক বাগানে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছিল। গণপতির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইবামাত্র গণপতি পূর্ব্বদিনের তাঁহার দুর্ব্ব্যবহারের বিষয় উল্লেখ করিয়া, ক্ষমা চাহিলেন। বিশ্বনাথও ভদ্রতা জানাইয়া, নম্রস্বরে কহিলেন, "সে জন্য কিছু মনে করিবেন না। আজ আমার সহিত কি জন্য সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়াছেন, এখন তাহাই বলুন?"

গণ। হাঁ বলিতেছি। আমার বিশ্বাস জন্মিয়াছে, আপনি

মুরলার অনেক সংবাদ রাখেন। সম্ভবতঃ সে এখন কোথায় তাহাও আপনি জানেন।

বিশ্ব। হাঁ, জানি সত্য।

গণ। কোথায় আমাকে বলুন. আমি আপনাকে উত্তম-রূপে পুরস্কৃত করিব।

বিশ্ব। আমি যাহা জানি, আদালতে প্রকাশ করিব। আমারও বিশ্বাস জন্মিয়াছে, তুমিও কিষণজীর মত একজন পাকা বদমায়েস। তুমি চক্রান্ত করিয়া, অসহায়া কুমারীকে তাহার ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিবার চেষ্টায় আছ। কিন্তু নিশ্চয় জানিও, তোমার পাপ সংকল্প কখনই সিদ্ধ হইবে না। যেরূপে পারি, তোমার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়া, মুরলাকে তাহার পিতার যাবতীয় সম্পত্তির অধিকার দেওয়াইব।

গণ। সাবধান!

বিশ্ব। আমার বিবেচনায় তোমারই সাবধান হওয়া উচিত ছিল।

গণ। তুমি আমাকে কোন সংবাদ দিবে না?

বিশ্ব। না।

গণ। আমি তোমাকে উত্তমরূপে পুরস্কৃত করিব।

বিশ্ব। ঘুষ দিয়া, আমাকে কর্ত্তব্যপথ হইতে বিচ্যুত করিতে পারিবে না।

গণপতি দন্তে অধরদংশন করিলেন। কহিলেন, "তুমি যাইতে পার। এই অবাধ্যতার জন্য তোমাকে অনুতাপ করিতে হইবে।"

বিশ্বনাথ প্রস্থান করিলেন কিন্তু যাইবার পূর্ব্বে জানিয়া

গেলেন, জান খাঁ পার্শ্বের বৃক্ষান্তরালে দণ্ডায়মান,—গণপতির ইঙ্গিতে তাঁহার অনুসরণ করিতেছে।

তিনি বাগান হইতে বাহির হইয়া, সদর রাস্তায় আসিয়া পাড়িলেন এবং তাঁহার বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন না করিয়া, নগরের যে দিকে লোকের বিরলবসতি, সেই দিকে চলিতে লাগিলেন। এখনও দুই চার জন পথিক চলা-ফেরা করিতেছে। বিশ্বনাথ নগরের উত্তরাংশে নদীর দিকে চলিলেন। মাঝে মাঝে মুখ ফিরাইয়া দেখিতে লাগিলেন। জান খাঁ এখনও তাঁহার পশ্চাতে। অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া, নদীপুলিনে আসিয়া, উপস্থিত হইলেন। তিনি পথ চলিতেছিলেন কিন্তু তাঁর লক্ষ্য ছিল পশ্চাতের দিকে। জান খাঁ নির্জ্জন পাইয়া, কার্য্য সমাধা করিবার জন্য, ক্রমশঃ তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। বিশ্বনাথ দেখিলেন, আর অবসর দেওয়া কর্ত্তব্য নয়। জান খাঁ এদিকে এক তীক্ষ্ণধার ভোজালী বাহির করিয়া, তাঁহাকে আক্রমণ করিতে, যেমন হস্তোত্তোলন করিতে যাইবে, অমনি বিশ্বনাথ নিমিষের মধ্যে তাহার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। জান খাঁ দেখিল, তাহার সম্মুখে কালাগ্নিবর্ষী ঝক্‌ঝকে পিস্তল একটা, তাহার মাথার খুলিটা উড়াইয়া দিবার জন্য উদ্যত রহিয়াছে।

বজ্রগর্জ্জনে বিশ্বনাথ কহিলেন, "ভোজালি ফেল্।"

জান খাঁ ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। কহিল, "যদি না ফেলি ?"

বিশ্ব। হাতের ভোজালির সঙ্গে সঙ্গে মাথারও খানিকটা খসিয়া পড়িবে।

জান খাঁ তখনও ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া, বিশ্বনাথ ভোজালি সমেত তাহার হাতখানা ধরিয়া ফেলিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে অস্ত্রখানা

তাহার অবশ হস্ত হইতে পড়িয়া গেল। বিষম যন্ত্রণায় মুখখানা বিকৃত করিয়া কহিল, "ছাড়িয়া দাও!"

বিশ্বনাথ হস্তত্যাগ করিয়া কহিলেন, "জান খাঁ!"

জান খাঁ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। বিস্ময়ের বেগ কিছু প্রশমিত হইলে কহিল, "আপনি কে? আপনাকে ত চিনি না!"

বিশ্বনাথ পূর্ব্ববৎ স্বরে কহিলেন, "খুব চেন। আমি পুনার বিশ্বনাথ।"

জান খাঁ দাঁড়াইয়া ছিল, বসিয়া পড়িল। দুর্দ্দান্ত নরহন্তা দস্যু নিতান্ত নীরিহ ভাল মানুষের মত মাথায় হাত দিয়া, বসিয়া পড়িল। বিশ্বনাথকে তাহার যত ভয়, দুনিয়ার অপর কাহাকেও সে অত ভয় করে না। তাঁহারই ভয়ে পুনা ত্যাগ করিয়া, সে ইন্দোরে পলাইয়া আসিয়াছে। এখানেও বিশ্বনাথ। হায়! এবার আর তাহার নিস্তার নাই। পলায়ন-চেষ্টা বৃথা ভাবিয়া, নিশ্চেষ্ট বসিয়া রহিল। পাষণ্ড পিশাচেরা অন্য শতরকমে মরিতে পারে, প্রাণের মমতা বিসর্জ্জন দিয়া লাঠালাঠি, খুনোখুনি, চুরি রাহাজানি করিতে গিয়া, অক্লেশে মরিতে পারে,—সে সাহস তাহাদের আছে কিন্তু রাজদ্বারে আইনের ফাঁসে মাথা দিতে তাহাদের বড় ভয়।

বিশ্বনাথ কহিলেন, "জান খাঁ! সামান্য আড়াই শত টাকার লোভে তুমি আমায় খুন করিতে আসিয়াছিলে?"

জান খাঁ। হুজুর! পূর্ব্বে চিনিতে পারিলে, লক্ষ টাকা দিলেও, আমি আপনার ত্রিসীমায় পদার্পণ করিতাম না।

বিশ্ব। আমি তোমার সন্ধানে পুনা হইতে আসিয়াছি।

জান। এবার ক্ষমা করুন—ছাড়িয়া দিন, এ রাজ্য ছাড়িয়া চলিয়া যাইব, আর কখনও আপনাদের জ্বালাতন করিতে আসিব না।

জান খাঁ বিশ্বনাথের পা দুইটা জড়াইয়া ধরিল। বিশ্বনাথ কহিলেন, "পা ছাড়িয়া উঠ।"

জান খাঁ মন্ত্রচালিতের ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইল। বিশ্বনাথ কহিলেন, "জান খাঁ, বদমায়েসী করিয়া, বিস্তর টাকা উপায় করিয়াছ, কিছু জমাইতে পারিয়াছ কি?"

জান। ধর্ম্মবাতার, কাল কি খাইব তাহার সংস্থান নাই।

বিশ্ব। দিন কতক বদমায়েসী ছাড়িয়া দেখ দেখি, কিছু সুখ পাও কি না,—স্বচ্ছন্দে আহার জোঠে কি না!

জান। দয়া করিয়া আমায় এবার ছাড়িয়া দিন, এমন কাজ আমি আর কখনও করিব না।

বিশ্ব। একেবারে ছাড়িতে পারিতেছি না। আমার কোন কার্য্য করিতে হইবে। কিন্তু সাবধান! যদি ঘুণাক্ষরে বিশ্বাসঘাতকতা কর, বিশ্বমণ্ডলের অপর প্রান্তে যাইলেও, বিশ্বনাথের ক্রোধানল হইতে আত্মারক্ষা করিতে পরিবে না।

জান। জান খাঁ খুনে, ডাকাত, চোর, জুয়াচোর সবই বটে কিন্তু বিশ্বাসঘাতক নয়। আপনি এবার আমার প্রাণ রক্ষা করুন, দেখিবেন, আমিও জান দিয়া, আপনার জান রক্ষা করিব।

বিশ্বনাথ একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। তাহার পর কহিলেন, "গণগতি সিং তোমাকে যে, আড়াই শত টাকা দিবে বলিয়াছে, উহা দুই চারি দিনের মধ্যে তুমি পাইবে, এখন আমার কথা মত কাজ করিতে পারিলে, আমিও তোমাকে যথেষ্ট পুরস্কার দিব।"

জান। ও আড়াই শত কি করিয়া পাইব, আপনাকে খুন করিতে না পারিলে ত, আর সে আমাকে ও টাকা দিবে না?

বিশ্ব। আচ্ছা, যাহাতে আমাকে খুন করিতে পার, আমি তাহার উপায় করিয়া দিব। আপাততঃ তুমি তাহার যেমন কাজকর্ম্ম কর, তেমনই করিয়া যাও। আমাকে আজ খুন করিবার সুবিধা পাও নাই, দুই চারি দিনের মধ্যে কাজ হাসিল করিয়া দিবে—এই কথা বলিবে।

জান খাঁ অবাক হইয়া, তাঁহার মুখের দিকে চাহিল। বিশ্বনাথ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিলেন। জান খাঁও হাসিয়া কহিল, "ওঃ, এতক্ষণে বুঝিয়াছি। উত্তম পরামর্শ।"

বিশ্ব। এখন আর একটা কথা,—ইন্দোরে আসিয়া, সাবেক বন্ধুবান্ধব, কাহারও সহিত কি দেখা শুনা হয় নাই?

জান। কৈ এখানে আর কে আসিবে। তবে আজ পাঁচ সাত দিন হইল, একবার কিষণজীর সহিত দেখা হইয়াছিল।

অন্যমনস্কভাবে জিজ্ঞাসিলেন, "বটে, সেও এখানে আসিয়াছে না কি? পুনায় থাকিতে, সে তোমার বড় পেয়ারের লোক ছিল। এখন এখানে কোথায় থাকে?"

জন। দৌলতবাগের দক্ষিণে যে সরু গলি, ঐ গলির ভিতর লাল রঙ্গের একখানা দোতালা বাড়ী আছে, সেইখানে একদিন তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। শুনিলাম, সপরিবারে বাস করিতেছে।

বিশ্বনাথ তাহাকে সে দিনের মত বিদায় দিয়া, বাসায় প্রস্থান করিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

আমি বিশ্বনাথ।

কিষণজী সস্ত্রীক পুনা ত্যাগ করিয়া আসেন, পাঠক পূর্ব্বেই জ্ঞাত হইয়াছেন। ইন্দোরে আসিয়া, একটী বাটী ভাড়া করে এবং তথায় কমলাকে রাখিয়া, মুরলার সন্ধানে গমন করে। যতদিন তাহার কোন সন্ধান পায় নাই, ততদিন মধ্যে মধ্যে আসিয়া, কমলার খোঁজ খবর লইয়া যাইত, খরচপত্রের অনাটন পড়িলে, টাকাকড়ি দিয়া যাইত। মুরলার সন্ধান পাইলেও, একবার আসিয়াছিল কিন্তু তাহার পর হইতে আর বড় একটা কমলার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিত না কিংবা কোথায় কি হইতেছে, তাহাও তাহার নিকট কিছু প্রকাশ করিয়া বলিত না। দশ বিশ দিন অন্তর কখনও একদিন সহসা আসিয়া, দুই পাঁচ মিনিট থাকিত, তাহার পর চলিয়া যাইত।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে যে ঘটনা বিবৃত হইল, তাহার পরদিন মধ্যাহ্নে সময়ে এক বৃদ্ধ পথিক গলদ্ঘর্ম্মকলেবরে কমলার বাটীর দ্বারে আসিয়া আঘাত করিল। কমলা দ্বার খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে গা তুমি ?"

বৃদ্ধ কহিল, "মা, আমি পথিক। বুড় মানুষ—আর একটু হইলে, রৌদ্রে সর্দ্দিগর্ম্মি হইয়া মারা যাইতাম। তোমাদের এইখানে একটু বসি। একটু খাবার জল দিতে পার মা।"

বিনা আহ্বানেই বৃদ্ধ মুক্তদ্বারের মাঝখানে বসিয়া পড়িল এবং উত্তরীয় খুলিয়া ব্যজন করিতে লাগিল। কমলা কহিল, "আচ্ছা বোস, একটু ঠাণ্ডা হও, জল আনিয়া দিতেছি।"

কিয়ৎক্ষণ পরে কমলা এক ঘটী জল আনিয়া দিল। বৃদ্ধ আপন মনে বলিতে লাগিল, "উঃ, এত রৌদ্রেও মানুষে বাটীর বাহির হয়। লোভেই পাপ—পাপেই মৃত্যু। লোভ করিতে গিয়াই ত মরিয়াছিলাম আর একটু হইলে। উঃ! কি গরম!"

কমলা কহিল, "এত রোদে কোথায় গিয়াছিলে?"

পথিক। আমাদের দেশের একটী লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে।

কমলা। তোমাদের দেশ কোথায়?

পথিক। সে অনেক দূর মা।

কমলা। তবু বল না কোন্ দেশ?

পথিক। পুনা।

কমলা। পুনা!

কমলার অসাবধানতায় তাহার মুখ দিয়া, বিস্ময়বিজড়িত-কণ্ঠে উচ্চারিত হইল, "পুনা!" পথিক একে বৃদ্ধ, তাহাতে পথশ্রান্ত,—কমলার সে ভাব লক্ষ্য করিলেন না। আপন মনে উত্তরীয় ব্যজন করিতে লাগিলেন।

কমলা। বুড় মানুষ, এত রোদে কি কোথাও যাইতে আছে! অন্য সময়ে দেশের লোকের সঙ্গে দেখা করিতে যাইতে পার নাই?

পথিক। কি জান মা! দেশের লোক, চেনাশুনা আছে। হঠাৎ বিস্তর টাকা পাইয়া, দু হাতে উড়াইতেছে, তাই কিছু

পাবার আশায় গিয়াছিলাম। তা এমনি পোড়া অদৃষ্ট, দেখা হইল না।

কমলা। হঠাৎ টাকা পাইয়াছে—দু হাতে উড়াইতেছে, এমন লোক কে পুনার?

পথিক। লোকটার খুব কপাল জোর। প্রথম পক্ষের স্ত্রীটী মরিয়া গেল—সঙ্গে সঙ্গে আর একটী পাত্রী আসিয়া জুটিল। তাহার অগাধ বিষয়। সে সমস্তই এখন তাহার হাতে। আহা, যদি একবার দেখা করিতে পারি।

কমলা কিছু বিচলিত হইল কিন্তু মনোভাব গোপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে এমন লোক?"

পথিক। তাহার নাম কিষনজী। প্রায় দু লক্ষ টাকার সম্পত্তি পাইয়াছে।

কমলা। কি বলিলে? কিষণজী—বাড়ী পুনায়?

পথিক। হাঁ মা!

কমলা। তুমি তাহাকে চেন?

পথিক। বিলক্ষণ, চিনিনে আবার! সাহরাম উইল করিয়া, বিস্তর টাকা রাখিয়া গিয়াছে। সেই সমস্ত টাকাকড়ি এবং মুরলার মত সুপাত্রী লাভ কি কম সৌভাগ্যের কথা!

কমলা। তুমি কি তাহার প্রথম পক্ষের পরিবারকে কখন দেখিয়াছ?

পথিক। কেমন করিয়া দেখিব লক্ষ্মী! গৃহস্থের বৌ-ঝি—তাহারা ত আর আমাদের সাক্ষাতে বাহির হয় না; তবে শুনিয়াছি, তাহার নাম কমলা।

কমলা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পথিকের মুখের দিকে চাহিল। কিন্তু

তথায় সন্দেহ করিবার কিছুই পাইল না। তখন কহিল,—"পথিক! তুমি যাহা শুনিয়াছ, তাহার সমস্তই মিথ্যা।"

পথিক। অসম্ভব! আমাকে যে বন্ধুটী সংবাদ দিয়াছে, সে মিথ্যা বলিবার লোক নহে।

কমলা। মিথ্যা যে, তাহার প্রমাণ আমি। আমারই নাম কমলা—আমিই তাহার প্রথম পক্ষের স্ত্রী।

"বল কি! সত্য নাকি!" বলিয়া, বৃদ্ধ সাশ্চর্য্যে কমলার মুখের দিকে চাহিল। বলিল, "সত্যই তুমি কিষণজীর পরিবার? তবে কি লোকটা আমায় মিথ্যা বলিল! হাঁ মা, তোমার স্বামী কোথায়?"

কমলা। তাহা বলিতে পারি না। এখানে বড় একটা আসে না।

পথিক। ওঃ! তাহা হইলে, তোমায় ত্যাগ করিয়া, বোধ হয় নূতন স্ত্রীর নিকট আছে।

কমলা। এতদূর করিতে তাহার সাহস হইবে না! আমাকে বিদেশে আনিয়া ত্যাগ করিবে, এমন পাষণ্ড সে কখনই নয়।

শেষোক্ত কথা কয়টী কমলা অনেকটা আপন মনে বলিল। বৃদ্ধও সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া কহিল, "তাহা হইলে এখানে আদৌ আসে না?"

কমলা। কখনও কদাচিৎ।

তাহার পর আপনমনে অস্ফুটস্বরে বলিতে লাগিল, "কিছুই ত বুঝিতে পারিতেছি না। এতটা অধর্ম্ম কি করিবে। তাহার বিষয়-সম্পত্তি দেখিয়া, তাহাকে লইয়া থাকিবে—আমায় কি একেবারে ত্যাগ করিবে? না—না, তাহা হইতে পারে না

যে পরামর্শ করিয়া বাটী হইতে বাহির হইয়াছি, তাহার কি কিছুই হইবে না? বিষয়ের লোভে, পাপচক্রে পড়িয়া কি, শেষে স্বামীটী পর্য্যন্ত হারাইব।"

বৃদ্ধ গাত্রোত্থান করিতে করিতে বলিল "আশ্চর্য্য নয়! সকলই তাঁর খেলা। লোভেই পাপ—পাপেই মৃত্যু।"

কমলা চমকিয়া উঠিল। কথাটা যেন তাহার মর্ম্মে মর্ম্মে স্পর্শ করিল। কহিল, "কি বলিলে পথিক?"

পথিক দাঁড়াইয়া কহিল, "ও কিছু নয়!"

কমলা। তোমার নাম কি?

পথিক। তুমি কি আমায় চিনিবে লক্ষী! তোমার স্বামী আসিলে বলিও, পুনার বিশ্বনাথ তোমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিল।

রৌদ্রদীপ্ত নিরভ্র নিদাঘগগনে সেই সময়ে যদি সহসা শত ইরম্মদ গর্জ্জিয়া উঠিত, তবু কমলা ইহার অধিক শিহরিয়া উঠিত কি না সন্দেহ। তাহার ভয়কম্পিত পাণ্ডুর ওষ্ঠাধরে উচ্চারিত হইল, "বিশ্বনাথ গোয়েন্দা!" আপনা হইতে মুহূর্ত্তের জন্য অক্ষিপল্লব মুদিত হইয়া আসিল, পরক্ষণে চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন, বাহির দ্বারে তিনি একাকিনী দণ্ডায়মান। বিশ্বনাথ চলিয়া গিয়াছেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

শঠে শঠে।

যে উদ্দেশ্যে বিশ্বনাথ আসিয়াছিলেন, তাহা সিদ্ধ হইল না। তিনি অন্যমনস্কভাবে বাসায় ফিরিতেছিলেন। একটা বাজারের মধ্য দিয়া যাইবার সময় একটা লোকের উপর দৃষ্টি পড়িবা মাত্র, সহসা স্তম্ভিত হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একবার তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া, সেখান হইতে সরিয়া দাঁড়াইলেন। লোকটা আর কেহ নয়,—ছদ্মবেশে কিষণজী।

কিষণজী অভিলষিত দ্রব্যাদি খরিদ করিয়া, বাজার হইতে বহির্গত হইল। বিশ্বনাথও দূরে থাকিয়া, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া চলিলেন। কিষণজী অনেক বড় রাস্তা এবং গলি পথ অতিক্রম করিয়া, নগরোপকণ্ঠে একটী দ্বিতল বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। বিশ্বনাথ অনুসন্ধানে জানিলেন, সেই বাড়ীতে কয়েক জন সম্ভ্রান্ত পুনাবাসী আসিয়া, আজি কয়েক মাস হইতে বাস করিতেছে। কয়েকজন সম্ভ্রান্ত পুনাবাসীর নাম শুনিয়া, বিশ্বনাথ কিছু বিচলিত হইলেন। একেই রক্ষা নাই—আবার কয়েক জন আসিয়া কোথা হইতে জুটিল? বাড়ীটী উত্তমরূপে লক্ষ্য করিয়া, বিশ্বনাথ তখনকার মত বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এদিকে গণপতি সিং তাঁহার খাস কামরায় বসিয়া, মুদিত-নেত্রে তাম্রকূটধূম পান করিতেছেন আর এক একবার চক্ষু মেলিয়া ইতস্ততঃ উদাসদৃষ্টি বিক্ষেপ করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিলেই বোধ

হয়, তাঁহার মনটা আজ ভাল নাই। মনের মধ্যে কি যেন কি একটা ভাবনা আসিয়া, আসর জমাইয়া বসিয়াছে।

বাস্তবিকই তাঁহার চিন্তিত হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। গত কল্য জানখাঁকে যে কার্য্যসিদ্ধির জন্য পাঠাইয়াছেন, আজ এতখানি বেলা হইল, তথাপি তাহার কোন সংবাদ পাইলেন না। এদিকে আর এক বিপদ। প্রাতঃকালে কিষণজী আসিয়াছিল। সে যে প্রস্তাব করিয়া গিয়াছে, তাহাও তাঁহার পক্ষে বড় লাভ বা মঙ্গলজনক নয়। কিষণজী সাহরামের কন্যা মুরলার সন্ধান পাইয়া, তাহাকে আপনার হেপাজতে রাখিয়াছে। যদি সে মুরলাকে আদালতে হাজির করে, তাহা হইলে, তাঁহার আশা ভরসা সবই গেল, কিন্তু কিষণজী তাঁহার সহিত একটা বন্দোবস্ত করিতে চায়। সে বন্দোবস্ত তাঁহার স্বার্থের তত অনুকূল নয় বলিয়া, তিনি তাহাতে সম্মত হন নাই। কিষণজী সন্ধ্যার পর আবার আসিবে। এইবার কাঠে কাঠে ঠেকিয়াছে। দুই ধূর্ত্ত, দুই শঠ। উভয়েই উভয়কে ফাঁকি দিবার চেষ্টা করিতেছে।

গণপতি নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া ভাবিতেছেন, "এ কখনই হইতে পারে না। একবার কলে কৌশলে মুরলাকে হস্তগত করিতে পারিলে, সে শয়তানকে আমি বুঝিয়া লইব। এখন যাহা বলিতেছে, শুনিয়া যাই। আধা-আদি বন্দোবস্ত! অসম্ভব! এত টাকা কি ছাড়া যায়? সে কখনই মুরলাকে আদালতে হাজির করিবে না, কারণ তাহাতে তাহার স্বার্থ নাই। মুরলার অবর্ত্তমানে, তাহার স্ত্রী সমস্ত বিষয় পাইবে সত্য কিন্তু মুরলার যে মৃত্যু হইয়াছে, তাহাও সে প্রমাণ করিতে পারিবে না। এক আমার সহিত কোন একটা বন্দোবস্ত করা ব্যতীত তাহার উপায় নাই। আমিও তার প্রস্তাবে

স্বীকৃত হইয়া—একবার মুরলাকে আমার বাড়ীর মধ্যে পুরিতে পারিলে, আর আমায় পায় কে! তখন জানখাঁর সাহায্যে তাহাকে খুন করিব। তখন সমস্ত বিষয়টাই আমার হাতে আসিবে। তখন মুরলাকে ফাঁকি দেওয়া, আর বিশেষ কষ্টসাধ্য হইবে না। উত্তম পরামর্শ!" বলিয়া, গণপতি হুকার নলটী রাখিয়া দিবা মাত্র, জানখাঁ আসিয়া উপস্থিত হইল।

গণপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে খাঁ সাহেব! কাজ হাঁসিল ত?"

জান খাঁ কহিল, "না মহাশয়! কাল কিছু করিতে পারি নাই। হঠাৎ একটা ব্যাঘাত উপস্থিত হইল। শীঘ্রই দুই এক দিনের মধ্যে, দেখুন ত কাজ ফর্সা করিয়া দিতেছি।"

গণ। বল কি! কাল কিছু করিতে পার নাই?

জান। না।

গণ। আমি তোমার জন্য আর একটী কাজের যোগাড় করিয়া রাখিয়াছি—এটার জন্য পাঁচশ'——বুঝিয়াছ?

জান। যখন যাহা হুকুম করিবেন। টাকা পাইলে, আমি কি না পারি!

গণ। তাহা ত জানি। কিন্তু শীঘ্র ঐ প্রথম কাজটা হাঁসিল করিয়া দাও,—সন্ধ্যার সময় একবার আসিও। বিশেষ দরকার আছে।

জান খাঁ বিদায় হইল এবং যথাসময়ে বিশ্বনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহাকে আনুপূর্ব্বিক সকল ঘটনা বিবৃত করিল।

* * * * * *

সন্ধ্যার পর কিষণজী আসিয়া, গণপতির বৈঠকখানায় উপস্থিত

হইল। অপরাপর দুই চারিটী বাজে কথাবার্ত্তার পর, কিষণজী কাজের কথা পাড়িল। জিজ্ঞাসিল, "কি ঠিক করিলে ?"

গণ। তুমি অসম্ভব প্রস্তাব করিতেছ ? অত টাকা—

কিষণ। দেখ, আমরা দুই জনে দুই জনকে বেশ বুঝিয়াছি। কিসে কাহার কতদূর স্বার্থসিদ্ধির সম্ভাবনা, তাহাও জানিয়াছি। মুরলাকে প্রকাশ্যে হাজির করিলে, তোমার বা আমার, কাহারও লাভ নাই।

গণ। আমি অত টাকা দিতে পারিব না। তুমি সিকি বন্দোবস্তে রাজী হও।

কিষণ। সিকি! ভিক্ষা না কি ? মুরলার অবর্ত্তমানে সমস্ত সম্পত্তি ত আমার স্ত্রীর।

গণ। সত্য কিন্তু মুরলা থাকিতে ত তোমার কোন আশাই নাই।

কিষণ। মুরলা মরিতে কতক্ষণ ?

গণ। বেশীক্ষণ নয় জানি কিন্তু এখন সহসা তাহার মৃত্যু হইলে, তোমাকে তাহার দায়ী হইতে হইবে।

কিষণ। ধর মুরলা অন্যত্র আছে, সেখানে রোগে তাহার মৃত্যু হইতে পারে।

গণ। পারে কিন্তু আদালতে সহজে বিশ্বাস করিবে না। তাহারা দেখিবে, মুরলার মৃত্যুতে কাহার লাভ, সহজেই সন্দেহ তোমাদের উপর বর্ত্তিবে।

কিষণজীও শিহরিয়া উঠিল। সে ক্ষমতা তাহার নাই, থাকিলে, এতদিন নিশ্চয় সে কার্য্য সমাধা করিয়া রাখিত। তাহার পশ্চাতে অক্লান্ত ছায়ার মত যে, একজন ঘুরিতেছে, তাহা

তাহার স্মরণ হইল। নচেৎ যে দিন মুরলার প্রণয় লাভে অসমর্থ হইয়াছে, সেই দিনই তাহাকে ভবধাম হইতে বিদায় দিয়া, কেবল তাহার অর্থ লইয়াই সন্তুষ্ট হইত কিন্তু তাহার প্রাণ লইবার সামর্থ্য তাহার নাই। যতবার সে কল্পনা করিয়াছে, ততবারই বিশ্বনাথের কথা তাহার মনে পড়িয়াছে। এখন বিনা রক্তপাতে যাহাতে অন্ততঃ বিষয়ের অর্দ্ধাংশ হস্তগত করিতে পারে, ইহাই তাহার উদ্দেশ্য। সেই জন্য কহিল, "তবে এখন কি করিতে চাও ?"

গণ। পঞ্চাশ হাজার।

কিষণ। তাহা হইলে কিছুই লইব না—তোমাকেও লইতে দিব না। অর্দ্ধেক।

ক্ষণেক চিন্তা করিয়া, গণপতি অর্দ্ধতেই সম্মত হইলেন। বলিলেন, "আচ্ছা কিন্তু যতক্ষণ না আমি সন্তুষ্ট হইব, ততক্ষণ তোমায় কিছুই দিব না।"

কিষণ। তুমি মুরলাকে দেখিয়া, সন্তুষ্ট হইলে ত, আমায় লক্ষ টাকা দিবে ?

গণ। যদি আমি বুঝি, তুমি যাহাকে দেখাইতেছ, সেই প্রকৃত মুরলা। আমি তৎক্ষণাৎ তোমাকে লক্ষ টাকার এক হুণ্ডি দিয়া, তাহাকে আমার বাটীতে লইয়া আসিব। তুমি পরদিন আমার এখানে বা অন্যত্র হুণ্ডি ভাঙ্গাইয়া টাকা লইতে পারিবে।

কিষণ। উত্তম কিন্তু ইহার মধ্যে আমার গোটা দুই সর্ত্ত আছে। প্রথমতঃ তোমায় ছদ্মবেশে যাইতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ—একটা নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে আমি তোমাকে চোখে কাপড় বাঁধিয়া লইয়া যাইব।

গণ। ইহার উদ্দেশ্য ?

কিষণ। অন্য কিছুই নয়, সাবধানতা মাত্র। আমি কোথায় থাকি বা আপাততঃ মুরলাকে কোথায় রাখিয়াছি, তোমায় জানিতে দিতে ইচ্ছা করি না।

গণ। বেশ, আমি সম্মত। কিন্তু একটা কথা, এত টাকা লইয়া, রাত্রিকালে তোমার মত লোকের আবাসে ঢুকিব কি সাহসে ?

কিষণ। যদি সাহস না থাকে, এইখানে ক্ষান্ত হও। আর তুমি ত কিছু নগদ টাকা লইয়া যাইতেছ না, হুণ্ডি লইয়া যাইবে।

গণ। তাহা হইলে, কবে দেখাইবে।

কিষণ। কাল রাত্রি দশটার পর।

অপরাপর দুই চারিটী কথাবার্ত্তার পর রত্ন দুইটী পরস্পর পৃথক হইল।

কিষণজীর প্রস্থানের অব্যবহিত পরেই জান খাঁ আসিয়া দেখা দিল। সিংহ মহাশয় কিছু প্রফুল্লাস্যে কহিলেন, "এস এস, তোমাকে বড়ই জরুরি দরকার।"

জান। কেন, বলুন দেখি ?

গণ। তুমি কিষণজীকে চেন ?

জান। না।

গণ। কাল এক সময়ে তোমায় দেখাইয়া দিব। লোকটা ভারি শঠ। আমার উপরও চাল চালিতে চাহে। তোমায় এক কাজ করিতে হইবে।

জান। আদেশ করুন।

গণপতি তখন মুরলাঘটিত কতকটা বিষয় জান্ খাঁকে বলিলেন এবং কি প্রকারে প্রথমতঃ তাহাকে প্রবঞ্চিত, পরে ভবধাম হইতে তিরোহিত করিতে হইবে, বুঝাইয়া দিলেন। তাহার পর কহিলেন, "কাল রাত্রি দশটার পর নির্দ্দিষ্ট স্থানে তুমি উপস্থিত হইবে। আমাকে ছদ্মবেশে যাইতে বলিয়াছে। তোমাকে দেখিয়া মনে করিবে, আমিই আসিয়াছি। তাহার পর যাহা যাহা করিতে হইবে বলিয়া দিব।

জান। কিন্তু অত টাকার হুণ্ডি আপনি কি সাহসে আমার হাতে দিবেন? আর আমিই বা কি সাহসে লইয়া যাইব?

গণ। আহা! ইহা আর বুঝিতে পারিলে না। আমি কি এতই কাঁচা ছেলে হে? জাল—জাল হুণ্ডি!

জান। হাঁ ঠিক! আমিত তাহাই ভাবিতেছিলাম। কিন্তু আমার বকসিসের বরাদ্দটা একটু ভাল করিয়া করিবেন।

গণ। নিশ্চয়ই। কার্য্য হাঁসিল হইলে হাজার টাকা। আর এদিকে যাহা দিব বলিয়াছি, তাহা ত আছেই।

জান খাঁ বিদায় লইয়া প্রস্থান করিল এবং বিশ্বনাথের নিকট সমস্ত বিষয় বলিল। তিনি কহিলেন, "ভাল, নির্দ্দিষ্ট সময়ে তোমার পরিবর্ত্তে আমি নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইব।"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

অদল বদল।

ঐ দিবস রাত্রে ইন্দোর সহরের একটা গলি পথে একটা খুন হইয়া যায়। পুলিস সংবাদ পাইয়া, লাসটা লইয়া যায়, এবং সহরের শব-ব্যবচ্ছেদাগারে রাখিয়া দেয়। পুলিসের বহু অনুসন্ধানেও হত্যাকারীর কোন সন্ধান কিংবা হত ব্যক্তি কে, তাহারও কোন কিনারা হয় নাই। বিশ্বনাথ সমস্ত ঘটনাটা শুনিলেন, তাঁহার উর্ব্বর মস্তিষ্কে অমনি একটা উদ্ভট কল্পনা আসিয়া উপস্থিত হইল। শব-ব্যবচ্ছেদাগারের কর্ত্তার নিকট উপস্থিত হইয়া, নিজের পরিচয়জ্ঞাপনপূর্ব্বক, যে উদ্দেশ্যে আসা বিবৃত করিলেন। সাহেব বড় আমোদপ্রিয় এবং ন্যায় ধর্ম্মের পক্ষপাতী। তিনি সহজেই স্বীকৃত হইলেন।

সন্ধ্যার প্রাকালে জান খাঁ গণপতির বৈঠকখানায় আসিয়া কহিল, "বাবু সাহেব! কাজ হাঁসিল!"

গণপতি আহ্লাদে লাফাইয়া উঠিলেন। বলিলেন, "বল কি! কখন? কোথায়?"

জান। কেন, আপনি কি সহরে ছিলেন না? "খুন খুন" করিয়া, সহর তোলপাড়—আর আপনি কিছুই শোনেন নাই?

গণ। তাহা শুনিব না কেন? তবে সেই যে ঐ ব্যক্তি কেমন করিয়া বুঝিব?

জান। চলুন দেখিয়া আসিবেন। না, টাকা দিতে হইবে বলিয়া, এখন ও কথা বলিতেছেন।

গণপতি জিহ্বা দংশন করিয়া কহিলেন, “ছিঃ ছিঃ জানখাঁ! তুমি আমায় এমনি নীচ ঠাওরাইলে? এই লও তুমি টাকা—তবে আমি আমার বিশ্বাসের জন্য লাসটা একবার দেখিব মাত্র।”

এই কথা বলিতে বলিতে, গণপতি বাক্স খুলিয়া, টাকা বাহির করিতে লাগিলেন। জান খাঁ বাধা দিয়া কহিল, “টাকা আপনার নিকট থাকুক। আপনি দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলে, তবে লইব।”

তখন উভয়ে শব-ব্যবচ্ছেদালয়ের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। যখন তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইলেন, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। গৃহে আলোক জ্বলিতেছিল, লাসটা গৃহতলে বস্ত্রাচ্ছাদিত পড়িয়াছিল। দ্বারে একজন মুদ্দফরাস বসিয়া, প্রফুল্লান্তরে গুন্ গুন্ স্বরে কি গাহিতেছিল।

তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইলে, মুদ্দফরাস উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কি আবশ্যক?”

গণপতি কহিলেন, “রাস্তায় যে লাসটা পাওয়া গিয়াছে, একবার দেখিব।”

মুদ্দফরাস আর দ্বিরুক্তি না করিয়া, মৃতের মুখাবরণ খুলিয়া দিল। গণপতি দেখিলেন, বাস্তবিকই বিশ্বনাথ বিশ্বলীলা শেষ করিয়া, স্থিরনেত্রে মুখব্যাদন করিয়া, হাঁসপাতালে পড়িয়া রহিয়াছে। জান খাঁ জনান্তিকে কহিল, “কেমন, এই কি না?”

গণপতি ভদ্রূপস্বরে কহিলেন, “হাঁ—আর দেখিবার আবশ্যক নাই।”

তাঁহারা হাঁসপাতালের বাহির হইবা মাত্র, গণপতি সঙ্গীর

হস্তে আড়াই শত টাকার একটি তোড়া দিয়া কহিলেন, "রাত্রি ঠিক দশটার সময় নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হওয়া চাই। যাইবার পূর্ব্বে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, হুণ্ডিখান লইয়া যাইবে।"

"যে আজ্ঞা" বলিয়া, জানখাঁ বিদায় হইল। এদিকে তাহাদের প্রস্থানের পর, বিশ্বনাথ হাসিতে হাসিতে উঠিয়া বসিলেন। আপাততঃ দুইচারি দিনের জন্য তিনি মরিলেন। প্রধান কণ্টক উৎপাটিত হওয়াতে, গণপতি অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন।

বিশ্বনাথ দিনের বেলায় আরও একটী কার্য্য উদ্ধার করিয়াছেন। কিষণজীকে সে দিন যে বাটীতে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছিলেন, প্রাতঃকাল হইতে বেলা দশটা পর্য্যন্ত সেই বাড়ীর আশে পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বেলা দশটার পর কিষণজী বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল। তিনিও সেই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। কিষণজী বাটী হইতে বাহির হইবার অর্দ্ধঘণ্টা পরে, বিশ্বনাথ এক মারহাট্টার বেশ ধরিয়া, বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। স্বদেশবাসী আলাপ পরিচয় সহজেই হইল। একটা লোককে যেন চেনা চেনা বোধ হইতে লাগিল। একটু চিন্তা করিতেই, কথাটা মনে পড়িয়া গেল। লোকটা তাঁহার পরিচিত, নাম গঙ্গাধর। একবার স্বকার্য্য সাধনের জন্য তিনি একটা গুপ্ত সম্প্রদায় বিশেষে মিশিয়াছিলেন। গঙ্গাধরও সেই দলভুক্ত। সে দলে বিবিধ সঙ্কেত ছিল। বিশ্বনাথ একটী সঙ্কেত করিবা মাত্র, গঙ্গাধরও সঙ্কেতে তাহার উত্তর দিল। তখন উভয়ে নানারূপ কথাবার্ত্তা হইল। সে সব কথাবার্ত্তার সহিত আমাদের বর্ত্তমান আখ্যায়িকার তেমন কোন প্রকাশ্য সম্বন্ধ না থাকাতে, যথাযথ প্রকাশ করিলাম না। তবে এইমাত্র জানিয়া রাখুন, কথাপ্রসঙ্গে বিশ্বনাথ বুঝিয়া লইলেন,

মুরলা বা অন্ত কোন স্ত্রীলোক এ বাটীতে থাকে না। কিষণজী একটা ঘরভাড়া লইয়া বাস করিতেছেন। অপরাপর যাহারা বাস করে, তাহারাও কিষণজীর মত সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের লোক। টাকা জাল তাহাদের ব্যবসা। বিশ্বনাথ সে দিনের মত গঙ্গাধরের নিকট বিদায় লইয়া বাসায় ফিরিলেন।

রাত্রি দশটার সময় বিশ্বনাথ ছদ্মবেশ ধরিয়া, নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, কিষণজী পূর্ব্বেই তথায় আসিয়াছে। বিশ্বনাথ পরিচিত লোকের কণ্ঠস্বর অবিকল নকল করিতে পারিতেন। কিষণজীকে দেখিয়া কহিলেন, "এই যে আসিয়াছ ?"

কিষণ। হাঁ, আমার সহিত পূর্ব্ব বন্দোবস্তমত যাইতে সম্মত ?

বিশ্ব। তাহা নহিলে আসিতাম না।

কিষণ। হুণ্ডী আনিয়াছ ?

বিশ্ব। নিশ্চয়ই।

কিষণ। কৈ দেখি ?

বিশ্বনাথ হুণ্ডীখানি বাহির করিয়া ধরিলেন। কিষণজী পকেট হইতে একটী ক্ষুদ্র লণ্ঠন বাহির করিয়া, তাহার আলোকে হুণ্ডীখানি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া, পুনরায় বিশ্বনাথের হাতে ফিরাইয়া দিয়া কহিলেন, "আচ্ছা, চল ঐ গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে।"

বাস্তবিকই অদূরে বৃক্ষচ্ছায়ার মধ্যে একখানি গাড়ী দণ্ডায়মান ছিল। বিশ্বনাথ দেখিলেন, গাড়োয়ান গঙ্গাধর। উভয়ে গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন। গঙ্গাধর গাড়ী হাঁকাইতে লাগিল। কিষণজী একখানা রুমাল বাহির করিয়া, গণপতিবেশী বিশ্বনাথের উভয় চক্ষু বাঁধিয়া দিল। তিনি কোন দ্বিরুক্তি করিলেন না। গাড়ী পূর্ব্ববৎ বেগে চলিতে লাগিল। গাড়ীর মধ্যে আর কেহ কোন কথা কহিল

না। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে একস্থানে আসিয়া গাড়ী থামিল। কিষণজী বিশ্বনাথের হাত ধরিয়া, গাড়ী হইতে নামাইল। উভয়ে একটী বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পশ্চাতে দ্বার রুদ্ধ হইল। কিষণজী তাঁহার হাত ধরিয়া, তাঁহাকে দ্বিতলের একটী কক্ষে লইয়া গিয়া, তাঁহার চক্ষের বন্ধন খুলিয়া দিল। তাহার পর তাঁহাকে বসিতে আসন দিয়া, কিষণজী কহিল, "তুমি বস, আমি মুরলাকে ডাকিয়া আনি।"

কিষণজী প্রস্থান করিল এবং কয়েক মিনিট পরে এক যুবতীকে সঙ্গে লইয়া, উপস্থিত হইয়া কহিল, "এই আপনার বন্ধু সাহরামের কন্যা মুরলা।"

যুবতী অবগুণ্ঠনবতী কিন্তু ইনি যে মুরলা নহেন, তাহা প্রথম দৃষ্টিতেই বিশ্বনাথ বেশ বুঝিতে পারিলেন। সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য যুবতীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "আমার সাক্ষাতে লজ্জা কি! মা, মুখের কাপড়টা একবার খোল ত?"

যুবতী ধীরে ধীরে মুখাবরণ মোচন করিল। বিশ্বনাথ কহিল, "যাও মা, তুমি বাড়ীর মধ্যে যাও!" যুবতী প্রস্থান করিল। কিষণজী জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন সন্তুষ্ট হইয়াছ ত?"

বিশ্ব। কি করিয়া হইব। যাহাকে তাহাকে দেখাইয়া কি আর আমাকে ভুলাইতে পারিবে? তাহা পারিবে না।

কিষণ। কেন, ব্যাপারখানা কি? ওকি মুরলা নয়?

বিশ্ব। না।

কিষণ। বল কি? আমি তোমার সহিত জুয়াচুরি করিতেছি?

বিশ্ব। না, তুমি করিবে কেন, আমিই করিতেছি। গঙ্গাধরের উপপত্নীর মেয়েটাকে আনিয়া মুরলা সাজাইয়াছি।

কিষণজী বিস্ময়ে নির্ব্বাক। লজ্জায় অধোবদন। বিশ্বনাথ পুনরায় কহিলেন, "আর দাঁড়াইয়া ভাবিলে কি হইবে। চল আমায় রাখিয়া আসিবে। চালাকি করিয়া আমার নিকট পার পাইবে না।"

কিষণজী নিজের দোষ চাপা দিবার জন্য কোপ প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিল, "আমি জানি, তোমার মৎলব ভাল নয়, তুমি টাকা দিবে না। যাহার মৎলবের ঠিক নাই, তাহার সহিত কি মানুষে কারবার করে? চল, তোমায় রাখিয়া আসি।"

বিশ্বনাথ প্রস্তুত হইলেন। কিষণজী তাঁহার চক্ষু বাঁধিয়া দিলে, পুনরায় তাঁহারা গাড়ীতে আসিয়া উঠিলেন। গাড়ী নির্দ্দিষ্টস্থানে উপস্থিত হইলে, বিশ্বনাথকে নামাইয়া দিয়া, কিষণজী অন্য দিকে প্রস্থান করিল।

তাহার প্রস্থানের কিয়ৎক্ষণ পরে, আর একখানি গাড়ী আসিয়া, তথায় দণ্ডায়মান হইল এবং জান খাঁ গাড়ী হইতে নামিয়া আসিল।

বিশ্বনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, ঠিক করিতে পারিয়াছ? কোন্ বাড়ী থেকে? যেখানে সম্ভ্রান্ত মহারাষ্ট্রপরিবার বাস করে?"

জান। না। এ অন্য গলিতে, আর একখানা বাড়ী।

কোথায়, কয় নম্বর বাড়ী, বিশ্বনাথ পকেট বুকে টুকিয়া লইলেন। তাহার পর কিষণজীর সহিত তাঁহার কি কি কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, মুরলার পরিবর্ত্তে কাহাকে হাজির করিয়াছিল; সমস্তই বলিলেন। জানখাঁও তৎসমস্ত গণপতির নিকট গিয়া বিবৃত

করিল। গণপতি কহিলেন, "লোকটা ত ভারি শঠ। আমারও উপর চাতুরি খেলিতে চাহে। আচ্ছা জান খাঁ! ও মেয়েটা যে মুরলা নয়, তুমি কি প্রকারে চিনিলে?"

জান খাঁ কহিল, "ও মেয়েটাকে আমি চিনিতাম। গঙ্গাধর বলিয়া একটা লোক আছে, ওটা তাহারই রক্ষিতা বেশ্যার মেয়ে। আর মুরলার ফটোগ্রাফ একখানা যে আমার নিকট রহিয়াছে।

গণ। বল কি! তুমি কোথায় পাইলে?

জান খাঁ বস্ত্রের মধ্য হইতে মুরলার ছবিখানা বাহির করিতে করিতে, হাত মুখ নাড়িয়া, কতক ইঙ্গিতে, কতক বা ভাষায় বলিল, "সেই লোকটার পকেটের ভিতর পাইয়াছি।"

গণ। কৈ আমাকে ত পূর্ব্বে ও কথাটা বল নাই?

জান। ভুল হইয়া গিয়াছে।

মুরলার ফটোগ্রাফ দেখিয়া, প্রৌঢ় গণপতির মাথা ঘুরিয়া গেল। এত রূপ কি মানুষের হয়! এ কি সেই সাহরামের কন্যা মুরলা—না, কোন শাপভ্রষ্টা দেববালা?

জান খাঁ বিদায় হইল। গণপতি ছবিখানা বুকে রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

রূপমুগ্ধ।

গণপতি সিং মুরলাকে চোখে দেখেন নাই। ছবিতে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া, তাঁহার প্রতি আসক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। প্রাণহীন প্রতিরূপ দেখিয়া যখন তাঁহার মনের এতদূর ভাবান্তর এবং বিকার জন্মিয়াছে, তখন ঐ প্রতিরূপে যাহার রূপ বিকসিত, তাহার সজীব সুষমাময়ী মূর্ত্তি দর্শনে, তাঁহার যে কি হইবে, বলিতে পারা যায় না। পাপিষ্ঠ কন্যাপ্রতিম মুরলার পৈত্রিক সম্পত্তি অপহরণ করিবার কল্পনাই এতদিন করিতেছিল, এক্ষণে তাহার অপার্থিব সম্পত্তিতে হস্তার্পণ করিবার জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিল।

প্রাতঃকালে উঠিয়া, সম্মুখে মুরলার ফটোখানি রাখিয়া ভাবিতে লাগিল, যেরূপে পারি এ রত্ন হস্তগত করিতেই হইবে। কিষণজী টাকা লইয়া সন্তুষ্ট হয় হউক। আমি মুরলাকে চাই। কিংবা টাকাই বা দিব কেন। টাকা এবং মুরলা দুই কৌশলে করগত করিব। আহা, কি সুন্দর চক্ষু—কি স্নিগ্ধকোমল দৃষ্টি—কি মধুর হাসি—কি সুন্দর মৃদুকুঞ্চিত কেশের বাহার! ছবিতেই যদি এই—না জানি তাহার রক্তমাংসগঠিত নবনীত কোমল দেহখানিতে কি সুষমাই ছড়ান আছে? আমি বৃদ্ধ—বৃদ্ধ কেন প্রৌঢ়! সে যুবতী। হলেই বা—সবাই কি রূপে মজে—ধনেও ত অনেকে মজে। সুন্দর যুবকে না মজিয়া অনেক কামিনী ত অনেক ধনশালী

বৃদ্ধকে ভজিয়া থাকে। আমাতে কি মুরলা আসক্তা হইবে না? দেখা যাইবে,—একবার তাহাকে আমার বাড়ীর মধ্যে পুরিতে পারিলে,—একবার কিষণজীকে বিশ্বনাথের মত বিশ্বছাড়া করিতে পারিলে, আর আমার ভাবনা কিসের? তখন মুরলাকে বুঝিয়া লইব—তখন তাহার ইচ্ছা অনিচ্ছায় কোন কাজ আটক থাকিবে না।"

গণপতি আরও কত কি কল্পনা করিতেন কিন্তু সেই সময়ে কক্ষবাহিরে কাহার পদশব্দ পাইয়া, তাড়াতাড়ি ছবিখানি কাপড়ের মধ্যে লুকাইয়া, আগন্তুককে দেখিবার জন্য মুখ তুলিয়া চাহিলেন। দেখিলেন, দ্বারপ্রান্তে কিষণজী দণ্ডায়মান। সিংহ মহাশয় একটু নবাবী মেজাজে কহিলেন, "কি হে, আজ আবার কি মনে করিয়া? কাল ত মানুষ জাল করিয়াছিলে, আজ কি করিবে?"

অনাহুত কিষণজী আসন গ্রহণ করিয়া কহিল, "কালিকার ওটা কিছুই নয়। তোমার মনটা পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম। কিন্তু একটা কথা,—মেয়েটা যে, আসল নহে জাল, তুমি জানিলে কিরূপে? তুমি ত পূর্ব্বে মুরলাকে দেখ নাই?"

গণপতি হাসিয়া কহিলেন, "আট ঘাট না বাঁধিয়া কি আর তোমার মত প্রতারকের সহিত যুঝিতে নামিয়াছি।"

কিষণ। প্রতারক কম কে বল? আমরা দুটী রত্নবিশেষ। এখন বল, তুমি কিরূপে জানিলে ও মুরলা নয় এবং তাহাকে দেখাইলেই বা কিরূপে চিনিতে পারিবে।

গণপতি ফটোখানি বাহির করিয়া, কিষণজীর সম্মুখে ধরিলেন। কিষণজী অবাক! তাহার বিশ্বাস মুরলার দুইখানি মাত্র ফটোছবি আছে এবং সে দুখানিই তাহার স্ত্রীর নিকট ছিল।

একখানি সে নিজে লইয়া আসিয়াছে, অপরখানি তাহার স্ত্রীর নিকট এখনও আছে। বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসিল, "এ তুমি কোথায় পাইলে?"

গণ। কোন লোকের নিকট।

কিষণ। কে সে লোক?

গণ। পুনার বিশ্বনাথকে চেন?

কিষণজীর মুখখানি শুখাইয়া গেল। হৃৎপিণ্ডটা জোরে জোরে স্পন্দিত হইতে লাগিল। মনের মধ্যে একটা বিষম সন্দেহ হইল। গণপতি ত তাহার সহিত মিলিত হইয়া তাহাকে ফাঁদে ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে না? নিশ্চয়ই। তাহা না হইলে, এ ফটো ইহার নিকট আসিবে কি প্রকারে? ওঃ, লোকটা কি দাগাবাজ!

তাহার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া, গণপতি জিজ্ঞাসিলেন, "ভাবিতেছ কি?"

কিষণ। ভাবিতেছি, তোমার সহিত ইস্তফা। আমি এতক্ষণে তোমার মৎলব বুঝিয়াছি।

গণ। কি বুঝিয়াছ?

কিষণ। বিশ্বনাথ তোমার এখানে আসিয়াছিল।

গণ। হাঁ আসিয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহাতে কি হইয়াছে?

কিষণ। তুমি তাহার সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া, আমাকে বিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছ। কিন্তু সাবধান, তাহা পারিবে না। তাহা হইলে, তোমারও মাথা বাঁচান ভার হইবে।

গণ। তুমি ভুল বুঝিয়াছ। বিশ্বনাথের মত লোকের সহিত আমাদের কখনও মিল হয় না। সে তোমারও যেমন শত্রু, আমারও তেমনি শত্রু।

কিষণ। শত্রু বলিয়া শত্রু। লোকটার ভয়ে রাত্রে আমি ভাল করিয়া ঘুমাইতে পারি না। মনে হয়, কখন আসিয়া হাজির হইবে। যাহা হউক, এবার বাছাধনকে খুব নাকাল করিয়াছি। বত্রিশ হাত জলের নীচে ফেলিয়া আসিয়াছি। যাউক সে সব কথা। হেঁয়ালি ছাড়িয়া বল, এ ছবি তুমি কোথায় পাইলে?

গণ। বিশ্বনাথের নিকট।

কিষণ। তবু বলিবে বিশ্বনাথের নিকট, সে কোথায় পাইল?

গণ। তাহা জানি না!

কিষণ। তোমায় দিল কেন?

গণ। সাধ করিয়া কি আর দিয়াছে। এখন একটা শুভ সংবাদ শোন। আজি হইতে রাত্রে সুখে নিদ্রা যাইতে পারিবে। শত্রু ফর্সা।

কিষণ। কোন্ শত্রু?

গণ। বিশ্বনাথ।

কিষণ। কি বলিলে? বিশ্বনাথ মরিয়াছে!

গণ। হাঁ।

কক্ষতলে চপেটাঘাত করিয়া কিষণজী কহিল, "মিথ্যা কথা! বিশ্বনাথের মত লোক মরে না! তাহাকে যমেও ভয় করে। এও তোমার একটা ছলনা মাত্র।"

গণ। জ্বরবিকারে মরে নাই, খুন হইয়াছে!

কিষণ। কবে? কোথায়? কে বলিল?

গণ। পরশ্ব রাত্রে, এই ইন্দোর সহরে। আমি বলিতেছি।

কিষণ। আমার বিশ্বাস হয় না। সে পাষণ্ড বেটা মরিবার লোক নয়। আমি শোনা কথায় বিশ্বাস করি না।

গণ। আমিও করি নাই। তাহার পর হাঁসপাতালে গিয়া স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি।

কিষণ। সত্য বলিতেছ? উঃ, বেটা বোধ হয় আর জন্মে কুকুর ছিল, গন্ধ শুঁকিয়া ঠিক আসিয়াছে। বাস্তবিকই আজ হইতে ঘুমাইয়া বাঁচিব। আর ভয় কাহাকে?

গণ। সে বাঁচিয়া থাকিলে, আর এতক্ষণ এমন করিয়া পরামর্শ আঁটিতে হইত না এবং মুরলাকে ফাঁকি দিতেও পারা যাইত না।

কিষণ। নিশ্চয়ই। ভয় ত সেই বেটাকে। আচ্ছা বন্ধু! বিশ্বনাথ না হয় খুন হইল, তাহার নিকটে ঐ ফটোখানাও ছিল মানিয়া লইলাম কিন্তু তোমার নিকট আসিল কিরূপে?

কিষণজী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বন্ধুর মুখের পানে চাহিল। বন্ধু একটু হাসিয়া কহিল, "এ সহজ কথাটা আর বুঝিতে পারিলে না?"

কিষণজীও হাসিয়া কহিল, "বুঝিয়াছি। আমিও তাই ভাবিতেছি। যাউক, বেশ করিয়াছ। আমাকে এক লক্ষ দিতে স্বীকার হইয়াছিলে, আমি ঐ কার্য্যের জন্য তোমাকে পঁচিশ হাজার ছাড়িয়া দিলাম।"

গণ। আজ তাহা হইলে মুরলাকে কখন দেখাইবে বল?

কিষণ। ঠিক সেই সময়ে তুমি নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত থাকিবে। আমি লইয়া যাইব। তবে আজ আর কোনরূপ প্রতারণা হইবে না।

গণ। দেখ দাদা! প্রত্যহ চালাকি বা মন পরীক্ষা ভাল নয়।

কিষণ। না, এবার আর কোনরূপ গোলযোগ হইবে না।

অপরাপর দুই চারিটা কথাবার্ত্তার পর কিষণজী বিদায় হইল। গণপতি পুনরায় ফটোখানি সম্মুখে রাখিয়া, কি প্রকারে তাঁহাকে লাভ করিবেন, কি প্রকারে তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিবেন, কি উপায়ে কিষণজীকে বিশ্বনাথের পথে পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত হইবেন, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে জান খাঁ আসিয়া হাজির হইল। কিষণজীর সহিত যে যে কথা হইয়াছিল, গণপতি তাহাকে বলিয়া, কি কি করিতে হইবে, বলিয়া দিলেন। জান খাঁ বিদায় হইল। যথা সময়ে বিশ্বনাথ সকল সংবাদই প্রাপ্ত হইলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

গ্রেপ্তার।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে বিশ্বনাথ গণপতির বেশ ধরিয়া, নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলেন। কিষণজী তথায় উপস্থিত ছিল, তাঁহাকে পূর্ব্বদিনের ন্যায়, সেই বাটীতে লইয়া গেল। বলা বাহুল্য, আজও তাঁহার চোখ বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং গঙ্গাধর আজও গাড়োয়ানরূপে গাড়ীর উপর বসিয়াছিল।

তাঁহাদের শকট চলিয়া যাইবার অব্যবহিত পরে আর একখানি, গাড়ী দূর হইতে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া, তাহার পশ্চাতে

ছুটিল। দ্বিতীয় গাড়ীর গাড়োয়ান স্বয়ং জান খাঁ এবং তাহার ভিতরের আরোহী ইন্দোর-পুলিসের বড় সাহেব এবং একজন দেশীয় ইন্‌স্পেক্‌টর।

কিষণজী পূর্ব্বদিনের মত বিশ্বনাথকে লইয়া, দ্বিতলে উঠিল এবং একটী কক্ষে বসাইয়া, মুরলাকে আনিতে গেল। ইত্যবসরে বিশ্বনাথ গাত্রোত্থান করিয়া, গৃহখানির সাজ সরঞ্জাম এবং যতদূর সম্ভব বাড়ীখানির অবস্থা দেখিয়া লইলেন।

কিষণজী মুরলাকে সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইল। মুরলা আসিয়া একপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইল। মুখের অবগুণ্ঠন সরাইলে, বিশ্বনাথ দেখিলেন, এবার আর জাল মুরলা নয়। দুশ্চিন্তা এবং নানারূপ অত্যাচারে তাঁহার ফুল্লশতদল তুল্য মুখখানি বিশুষ্ক এবং মলিন হইলেও, তাঁহার সে অতুল্য রূপের কোন অপচয় হয় নাই। বিশ্বনাথ দেখিলেন, সুন্দরীর নীলেন্দীবরনিভ নেত্রযুগল অশ্রুসিক্ত, অনবরত কাঁদিয়া কাঁদিয়া, শশাঙ্ক-অঙ্কে মৃগাঙ্কবৎ, তাঁহার সেই নেত্রপ্রান্তে কালিমা পড়িয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি ?"

সুন্দরী বিষণ্ণকণ্ঠে উত্তর করিলেন, "মুরলা।"

বিশ্ব। তোমার পিতার নাম ?

মুরলা। সাহরাম।

বিশ্বনাথ কিষণজীর প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ লোকটী ?"

মুরলা শিহরিয়া উঠিল। কোন উত্তর করিল না। কিষণজী কহিল, "কেমন, সন্তুষ্ট হইয়াছ ত ?"

বিশ্ব। হাঁ।

কিষণ। আমার টাকা বুঝাইয়া দিয়া, তুমি মুরলাকে লইয়া যাইতে পার।

বিশ্ব। ব্যস্ত হইতেছ কেন কিষণজী?

কিষণজী চমকিয়া উঠিল। যে স্বরে বিশ্বনাথ উত্তর করিলেন, সে স্বর যেন আর কাহার—যেন আর কোথায় শুনিয়াছেন বলিয়া বোধ হইল। কহিল, "ব্যস্ত হইব না? তোমার সহিত কথা ছিল কি, আসল মুরলাকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিলেই তুমি আমাকে সমস্ত পাওনা বুঝাইয়া দিয়া তাহাকে আমার নিকট হইতে লইয়া যাইবে। আমি আমার কথা রাখিয়াছি, তুমি তোমার কথার মত কাজ কর।"

বিশ্বনাথ কি বলিতে যাইতেছিলেন, বাধা দিয়া মুরলা জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়! আপনি যেই হউন, আমাকে এ স্থান হইতে লইয়া চলুন। টাকার কথা কি বলিতেছে? শুনিয়াছি আমার পিতার বিস্তর টাকা আছে, সেই টাকার জন্যই যত গোল বাধিয়াছে। যদি লোকটা আমার সেই টাকা চায়, এই মুহূর্ত্তে দিয়া আমাকে এখান হইতে লইয়া চলুন।"

বিশ্বনাথ করুণস্বরে কহিলেন, "মুরলা! তুমি যে এখানে বন্দিনী,, তাহা আমি জানি। তোমার পিতার গচ্ছিত অর্থ এবং স্বাধীনতা দুই তুমি পাইবে, তাহা হইতে এক কপর্দ্দকও নষ্ট হইবে না।"

সুন্দরী তাঁহার দিকে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ স্নিগ্ধদৃষ্টি সঞ্চালন করিলেন। কিষণজী গতিক মন্দ দেখিয়া নিজমূর্ত্তি ধরিল। কুপিতস্বরে কহিল, "গণপতি সিং! তোমার মৎলবটা কি? তুমি কি আমার সহিত প্রতারণা করিয়া পার পাইবে ভাবিয়াছ? দাও আমার টাকা?"

বিশ্ব। কত টাকা ?

কিষণ। পঁচাত্তর হাজার।

বিশ্ব। পঁচাত্তর কড়ি পাইবে না।

কিষণ। তুমি আমায় চেন না—কাঁচা মাথাটা এইখানে রাখিয়া যাইতে হইবে।

বিশ্বনাথ। একটু হাসিয়া দ্বারের নিকট গিয়া দাঁড়াইলেন। কিষণজী মনে করিল, তিনি পলাইবার পথ দেখিতেছেন। তাই কহিল, খবরদার গণপতি সিং! দরজায় হাত দিয়াছ কি মরিয়াছ!”

কিষণজী একখানা ছোরা বাহির করিয়া ধরিল। মুরলার মুখ হইতে একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ নির্গত হইল; বিশ্বনাথ তদ্দর্শনে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া কহিলেন, “কিষণজী! আমি গণপতি সিং নই।”

কিষণ। তবে কে তুই ? এখন চালাকি রাখিয়া আমার টাকা দিয়া, তবে চলিয়া যাইতে পারিবি।

বিশ্ব। নচেৎ ?

কিষণ। খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া পুঁতিয়া ফেলিব।

বিশ্ব। যেমন আনন্দপুরের চটীতে দুই জনকে কাটিয়া রাখিয়া আসিয়াছ!

কিষণজীর মুখে আর কথা নাই। হৃৎপিণ্ডটা কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু অন্তরের সে ভাব গোপন করিয়া মুখে কহিল, “খবরদার, সাবধানে কথা বলিস, আমি তোর মত খুনে ডাকাত নই। তুই যেমন সেই দিন বিশে গোয়েন্দাকে কাটিয়াছিস। কোথা তোর আনন্দপুর, কে কাহাকে খুন করিয়াছে ?”

বিশ্ব। কিষণজী বলিয়া একটী লোক, শিবরামের চটীতে একরাত্রে ঝরিয়া নাম্নী একটী দাসীকে এবং রামচরণ নামে একটী গাড়োয়ানকে খুন করিয়াছে!

কিষণ। মিথ্যা কথা! মিথ্যা কথা!!

ঐ কথা শুনিবামাত্র মুরলা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। কিষণজী কি প্রকারের লোক,—এই প্রকার নরহন্তার সহবাসে আজ কয়েক মাস তিনি বাস করিতেছেন ভাবিয়া, অন্তরে অন্তরে শিহরিয়া উঠিলেন।

বিশ্বনাথ কহিলেন, "ব্যস্ত হইও না—আরও শোন। ইহাতেও সেই পাষণ্ডের রক্তপিপাসা শান্ত হয় নাই। ঐ ঘটনার অল্পদিন পরেই সংসারবিরাগী এক সন্ন্যাসীকে পর্য্যন্ত হত্যা করে—তাহার নাম কি জান— শঙ্কর বাবা।"

কিষণজী আর স্থির থাকিতে পারিল না। ক্রোধোন্মত্ত হইয়া, ছোরা তুলিয়া, তাঁহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু আততায়ীর করে একটা পিস্তল দেখিয়া হটিয়া আসিল। কহিল, "তুই এ সব সংবাদ কোথায় পাইলি? আমার নামে এ সব মিথ্যাভিযোগ তোর কাছে কে করিল?"

বিশ্ব। কেহ করে নাই। আমি নিজেই জানিয়াছি।

কিষণ। মিথ্যা কথা! দেখ গণপতি! তুমি আমার সহিত চালাকি করিয়া, কখনই পার পাইবে না।

বিশ্ব। আমি গণপতি নই।

কিষণ। তবে কে তুই?

বিশ্ব। কেন পিশাচ, আমাকে তুই চিনিস না?

বিশ্বনাথ বামহস্তের দ্বারা তাঁহার ছদ্মবেশ অপসারিত করিয়া

ফেলিলেন। ভীত, বিস্মিত কিষণজীর মুখ হইতে উচ্চারিত হইল, "বিশ্বনাথ গোয়েন্দা!"

হর্ষে মুরলার মুখকমল প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। বিশ্বনাথ জলদ-গর্জ্জনে কহিলেন, "হাঁ—তোর যম!"

কিষণজীর কম্পিতহস্ত হইতে ছোরাখানা পড়িয়া গেল। বিশ্বনাথ সেখানা দক্ষিণ পদে চাপিয়া ধরিয়া, একটী সঙ্কেত করিলেন। অবিলম্বে সিঁড়িতে বহুলোকের পদশব্দ শ্রুত হইল। পরমুহূর্ত্তে তিনজন লোক কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

পুলিস সাহেব এবং ইন্‌স্পেক্টর পূর্ব্বেই বিশ্বনাথের মুখে তাবৎ ঘটনা পরিজ্ঞাত হইয়াছিলেন। এক্ষণে কক্ষে প্রবেশ করিয়া, বিনা বাক্যব্যয়ে কিষণজীর হস্তে হাতকড়া পরাইয়া দিলেন।

বিশ্বনাথ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গঙ্গাধরকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে?"

সাহেব কহিলেন, "হইয়াছে এবং আপনার কথামত, অপরাপর জালিয়াতগণকেও গ্রেপ্তার করিবার হুকুম একজন দারোগার উপর দিয়া আসিয়াছিলাম। এইমাত্র একটা পাহারওয়ালা আসিয়া সংবাদ দিয়া গেল, সেখানেও সাতজন জালিয়াৎ ধৃত হইয়াছে। জাল করিবার উপকরণ এবং বিস্তর জাল নোট বাহির হইয়াছে। আমি আপনার কার্য্যে বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি। আপনি যাহাতে বিশেষরূপ পুরস্কৃত হন্, তাহার জন্য গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিব।"

অপরাপর দুই চারিটী কথাবার্ত্তার পর, বাটীখানি উত্তমরূপে খানাতল্লাসি করা হইল। বাটীর মধ্যে সন্দেহজনক আর কোন দ্রব্য পাওয়া গেল না। গঙ্গাধরের রক্ষিত বেশ্যাটাই কিষণজীর

অনুপস্থিতিকালে, মুরলাকে চৌকি দিত। সেও ঐ বাড়ীতে ছিল, কিন্তু তাহাকে বাড়ীর মধ্যে কোথাও পাওয়া গেল না। খিড়কির দ্বার খোলা, সকলে বুঝিল, সে পাপিয়সী সেই পথে পলায়ন করিয়া থাকিবে।

পুলিস সাহেব এবং ইন্‌স্পেক্টর, কিষণজী এবং গঙ্গারামকে লইয়া, থানায় চলিয়া গেলেন। বিশ্বনাথ এবং জান খাঁ মুরলাকে লইয়া বিশ্বনাথের বাসায় আসিলেন। সাহেব গাড়ীতে উঠিবার সময় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কখন? ভোরে?"

বিশ্বনাথ উত্তর করিলেন, "না—নয়টার পর।"

উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

উপসংহার।

রাত্রেই জান খাঁর ফিরিয়া আসিবার কথা ছিল। কিন্তু জান খাঁ সে রাত্রে আর গণপতির সহিত সাক্ষাৎ করে নাই। গণপতি বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া, এই আসে—এই আসে করিয়া সমস্ত রাত্রি বসিয়া কাটাইয়াছেন। রাত্রি শেষ হইল, প্রভাত আসিল, পূর্ব্ব-গগনে দিনদেব উদয় হইলেন, তথাপি জান খাঁ আসিল না। গণপতি অস্থির হইয়া কক্ষমধ্যে পদচারণা করিতে লাগিলেন। যত সময় যাইতে লাগিল, ততই তাঁহার মনে হইতে লাগিল, "ধূর্ত্ত কিষণজী বোধ হয়, তাহাকে চিনিতে পারিয়া তাহাকে হত্যা করিয়া থাকিবে, নচেৎ এতখানি বেলা হইল, জান খাঁ আসিল না কেন?"

এই সময়ে সহসা একজন অপরিচিত লোক, কোন কথা না বলিয়া কহিয়া, পূর্ব্বে কোন সংবাদ না দিয়া, একেবারে তাঁহার কক্ষমধ্যে উপস্থিত হইল। গণপতির একে মনের অবস্থা ভাল ছিল না, তাহাতে লোকটার ঐরূপ আচরণ দৃষ্টে একেবারে জ্বলিয়া উঠিলেন। কর্কশকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেহে তুমি অসভ্য লোক! বলা নাই, কওয়া নাই, একেবারে ভদ্রলোকের বৈঠকখানায় আসিয়া হাজির।"

লোকটা কোন কথা না বলিয়া কেবল একটু হাসিল। অগ্নিতে ঘৃত নিক্ষেপ করিলে, সে অগ্নি যেমন দ্বিগুণ তেজে জ্বলিয়া উঠে,--লোকটার মুখে হাসি দেখিয়া গণপতির ক্রোধাগ্নিও সেইরূপ জ্বলিয়া উঠিল। তিনি তাহাকে অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া, কক্ষ-বহিষ্কৃত করিবার জন্য তাহার গলা ধরিতে গেলেন। লোকটা কিন্তু ক্ষিপ্রহস্তে তৎক্ষণাৎ তাঁহার সেই হাতখানা ধরিয়া ফেলিল। গণপতি চীৎকার করিয়া কহিলেন, "উঃ, এ কি! মরা মানুষ কি আবার বাঁচে!"

অপরিচিত তাঁহার হাত ছাড়িয়া, ছদ্মবেশ দূরে নিক্ষেপ করিল। গণপতি সভয়দৃষ্টিতে দেখিলেন, বিশ্বনাথ গোয়েন্দা! ভাবিতে লাগিলেন, এ কি সেই—না তাহার প্রেতাত্মা? যদি সেই হয়, তবে লোকটা পিশাচসিদ্ধ। স্বচক্ষে দেখিয়া আসিলাম, মরিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। আজ দেখি না—সশরীরে উপস্থিত।"

তাঁহাকে চিন্তিত দেখিয়া বিশ্বনাথ কহিলেন, "গণপতি!" গণপতি চমকিয়া উঠিলেন। কহিলেন, "কেন, আজ আবার তুমি কি করিতে আসিয়াছ?"

বিশ্ব। তোমাকে দেখা দিতে আসিয়াছি।

গণ। আপ্যায়িত হইয়াছি—এখন ওঠ।

বিশ্ব। আমি মরি নাই।

গণ। বেশ করিয়াছ, মরণ থাকিলে ত মরিবে!

বিশ্ব। তোমার জান খাঁ আমায় খুন করিতে পারে নাই।

গণ। কে জান খাঁ?

বিশ্ব। আর একটা সংবাদ শুনিবে?

গণ। না, তুমি এখন যাইবে কি না বল?

বিশ্ব। তোমাকে একটা সংবাদ দিতে আসিয়াছি।

গণ। বড় জ্বালাতন করিলে দেখিতে পাই, সংবাদ দিতে হয় দাও, দিয়া চলিয়া যাও।

বিশ্ব। তোমার পেয়ারের লোকটী হাজতে।

গণপতি কাঁপিয়া উঠিল। ভাবিলেন, জান খাঁর বিষয় বলিতেছে। মুখে স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "কে আমার পেয়ারের লোক ?"

বিশ্ব। কিষণজী।

গণ। কিষণজী কে ? আমি ত তাহাকে চিনি না।

বিশ্ব। না, তাহা চিনিবে কেন ! মুরলা আমার হেপাজাতে আছে।

গণ। যাকে তাকে মুরলা বলিলে চলিবে না। ভাল লোকের দ্বারা সনাক্ত হইলে, তবে আদালতের সন্মুখে আমি তাহাকে তাহার বিষয় বুঝাইয়া দিব।

বিশ্ব। উত্তম কথা ! আর একটা সুখবর তোমায় শোনাই।

গণ। রক্ষা কর। তোমার সুখবরে আমার আবশ্যক নাই। তুমি পথ দেখ।

বিশ্ব। এ খবরটা আরও চমৎকার।

গণ। বল বাবু বল।

বিশ্ব। আজ কয়েক দিন হইতে জান খাঁ আমার বেতন-ভোগী কর্ম্মচারীরূপে তোমার কার্য্যকলাপের উপর লক্ষ্য রাখিতেছে। সুতরাং তোমার কোন কার্য্যই আমার অগোচর নাই।

গণপতি দেখিল, আর কোন বিষয় গোপন করিবার চেষ্টা

বৃথা ; নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। বিশ্বনাথ একটী শিস দিবামাত্র, দুইজন পাহারওয়ালা এবং পুলিস সাহেব তথায় উপস্থিত হইলেন। সাহেব জিজ্ঞাসিলেন, "গণপতি বাবু! তুমি এখানকার একটা বড় ব্যবসাদার বলিয়া প্রসিদ্ধ। তুমি যে একটা বড় জুয়াচোর, আগে জানিতাম না।"

গণপতির মুখে কথা নাই। সাহেবের ইঙ্গিতে পাহারাদার তাহার হাতে হাতকড়া পরাইয়া দিল। তাহার পর সকলে মিলিয়া থানায় উপস্থিত হইলেন।

এদিকে বিশ্বনাথের পত্র পাইয়া শিবরাম এবং মুরলার ধাত্রী হীরাবাই ইন্দোরে আসিয়া উপস্থিত হইল। মুরলা জননীস্বরূপা ধাত্রীকে পাইয়া, বড়ই সুখী হইল। শিবরাম মুরলাকে দেখিয়া কহিল, "হাঁ, ইনিই সেই সুন্দরী।"

আদালতের সূক্ষ্ম বিচারে মুরলা তাঁহার পিতার উইল লিখিত তাবৎ বিষয় বুঝিয়া পাইলেন।

রামচরণ, ঝরিয়া এবং শঙ্কর বাবাকে হত্যা, মুরলাকে বে-আইনি আবদ্ধ রাখা এবং তাঁহার সম্পত্তি অপহরণের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকা প্রভৃতি অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া, কিষণজী দায়রার বিচারে চিরনির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত হইল। গণপতি সিং বিশ্বাস-ঘাতকতা, নরহত্যার চেষ্টা প্রভৃতি দোষের জন্য দীর্ঘকালের জন্য কারাবাসে গেল।

জান খাঁ সেই অবধি অধর্ম্মপথ ত্যাগ করিয়া, ইন্দোর সহরেই গুপ্ত পুলিসের কার্য্য করিতে লাগিল। শীঘ্রই সে একজন ভাল গোয়েন্দা হইয়া দাঁড়াইল।

এতদিনের পর শিবরাম সম্পূর্ণ দোষনির্ম্মুক্ত হইল। এতদিনের

পর আনন্দপুরের চটির খুনের প্রকৃতপক্ষে একটা কিনারা হইল। লোকে নির্ভয়ে রাত্রি দ্বিপ্রহরেও চঞ্চলার বাঁধ পার হইতে লাগিল।

আমাদের এই ক্ষুদ্র আখ্যায়িকার পাঠকপাঠিকার মনে একটা বিষয়ে বড়ই খটকা লাগিয়া আছে। আমরা এই স্থানে তাহার অপনোদনের চেষ্টা করিব। বিশ্বনাথের নিকট একটা অতি ক্ষুদ্র কিন্তু অতি শক্তিশালী তাড়িৎ যন্ত্র সদাসর্ব্বক্ষণ লুক্কায়িত থাকিত। উহা এমন কৌশলে রক্ষা করিতেন যে, প্রতিপক্ষকে ধরিয়া বা স্পর্শ করিবামাত্র ঐ যন্ত্র হইতে তাড়িৎ প্রবাহ তাহার শরীর মধ্যে প্রবেশ করে। স্পৃষ্টব্যক্তি তাড়িতাহত হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিত। নচেৎ তিনি পিশাচ বা মন্ত্রসিদ্ধ অথবা এত অমানুষিক শক্তিসম্পন্ন ছিলেন না যে, কাহারও মণিবন্ধ দৃঢ়করে ধরিবামাত্র সে ব্যক্তি যন্ত্রণায় ব্যথিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিত।

একদিন এই সকল গোলোযোগ মিটিয়া যাইবার পর, মুরলা পিত্রালয়ে বসিয়া আছেন। পার্শ্বে ধাত্রী হারাবাই এবং কিয়দ্দূরে বিশ্বনাথ বসিয়া, নানা বিষয়ের কথাবার্ত্তা হইতেছে, সহসা বিশ্বনাথ বলিয়া উঠিলেন, "আমার আর এখানে থাকিবার আবশ্যক নাই। যথাসাধ্য পরিশ্রম করিয়া এবং নিজের জীবন বহুবার বিপন্ন করিয়া, তোমাদের কার্য্য উদ্ধার করিয়া দিলাম— আমি শীঘ্রই পুনাযাত্রা করিব।"

মুরলার মুখখানি সহসা মলিন হইয়া উঠিল। তাঁহার সে ভাব মাতৃরূপা হীরার সতর্কনেত্রে বা বিশ্বনাথের অলক্ষিত রহিল না। হীরা বড় চতুরা। কহিল, "তুমি আমাদের মহা উপকার করিয়াছ। কি পুরস্কার পাইলে তুমি সুখী হও?"

বিশ্বনাথও কিছু অচতুর নন। তিনি মুরলার মুখপ্রতি একটী কটাক্ষপাত করিয়া কহিলেন, "তোমার প্রভুকন্যা আমায় কি দিয়া বিদায় করিতে চান?"

চতুরে চতুরে কথাবার্ত্তা। হীরাও মুরলার মুখ প্রতি কটাক্ষ-পাত করিল। মুরলার অক্ষিপল্লব নত, এবং গণ্ডস্থল আলোহিত হইয়া উঠিল। চতুরা হীরা কোন কার্য্যের ভান করিয়া উঠিয়া গেল।

বিশ্বনাথ অবসর পাইয়া কহিলেন, "আমি কাল যাইব। তোমার জন্য এত পরিশ্রম করিলাম, আমায় কি কিছু দেওয়া কর্ত্তব্য নয়?"

কিশোরী কহিল, "দিতে কি এখনো বাকি আছে, দিয়াছি ত।"

বিশ্বনাথ জিজ্ঞাসিলেন, "কি?"

সুলোচনা ঈষদ্ধাস্যে যুবকের মুখপ্রতি ঈষদুন্নমিত নেত্রে মুহূর্ত্তের জন্য চাহিয়া, মৃদুগুঞ্জনে কহিলেন, "হৃদয়!" এই কথা বলিয়া কুমারী লজ্জাবশে সে স্থান ত্যাগ করিয়া উঠিয়া গেলেন।

সেই মাসের মধ্যেই শুভদিনে মুরলার সহিত বিশ্বনাথের শুভ-বিবাহ হইয়া গেল।

সম্পূর্ণ।